শ্রীশ্রীহরিঃ ।

শরণং ।

আনবারশোহেলি নামক

পারস্য পুস্তক ।

পূর্ব্বে মহা বিচক্ষণ দাবেশীলিম নামক বাদশাহ
বেদপায় ব্রাহ্মণ দ্বারা নানা শাস্ত্র দৃষ্টে
সংগ্রহ করিয়া বিরচিত করেন

অধুনা

শ্রীগোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় সাধুভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়া
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের
অনুমত্যানুসারে

কলিকাতা ।

এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

এই পুস্তক শোভাবাজার কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের বাটীতে অন্বেষণ
করিলে প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন ।

সন ১২৬১ সাল ২৩ পৌষ ।

অথ অনুক্রমণিকা।

এতন্মহানগরীয় শোভাবাজার স্থানীয় ধর্ম্মাংশভূত মহাবংশ প্রসূতঃ পরমকারুণিক পরানুকম্পী সুধীর গম্ভীর বুদ্ধি সদ্বিবেচক মহামান্য বদান্য ধন্যতম ইষ্ট পরায়ণ পরম যশস্বী দেশহিতৈষী সজ্জনানুরঞ্জক উদার কীর্ত্তিমান, মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বাহাদুর দেশ হিতার্থে পারস্য ভাষায় সংগৃহীত "আনবার সোহেলি" নামক নীতি পুস্তক বঙ্গ ভাষায় প্রকাশানুমোদী হইয়া মুদ্রাঙ্কিত করণানুমতি করেন, তদনুসারতঃ উক্ত পুস্তক গদ্য পদ্য ছন্দ দ্বারা অলঙ্কৃত করতঃ গৌড়ীয় ভাষায় ভাষিত করা গিয়াছে, এতৎ পুস্তক চতুর্দ্দশ খণ্ডে বিভক্ত প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ প্রকার নীতি বাক্য দ্বারা সাধারণ মনুষ্য বর্গের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন, সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অলসতা পরিত্যাগে উক্ত পুস্তক প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তন্মর্ম্ম গ্রহণে পরমামোদিত হইবেন, এতদ্গ্রন্থ একপ নীতি বাক্যে বিলম্বিত হইয়াছে, যে আপামর ব্যক্তিরাও তদ্দর্শনে আশু সভ্য পদবীতে আরোহণ করিতে শক্ত হইবে, অতএব সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থে এবং খণ্ডেক দেশ দর্শনে সম্যক্ গ্রন্থের ফল বোধার্থ সুগম বর্ত্ম প্রকাশে পুস্তকানুক্রমণিকা লিখিতে বাধিত হইলাম।

এতদ্গ্রন্থ চতুর্দ্দশ খণ্ড দ্বারা বিভক্ত তদ্বিবরণ প্রথম খণ্ডে ক্রুর দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবেক না, দ্বিতীয় খণ্ডে কুকর্ম্মকারিগণের কর্ম্মোপযুক্ত ফলাফল এবং শেষ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তদ্বিবরণ, তৃতীয় খণ্ডে বন্ধুতা এবং বন্ধু সাহায্যে কি ফল লভ্য হয়, চতুর্থ খণ্ডে শত্রুদিগের যত্নে এবং প্রিয়বাক্যে না ভুলিলে কি ফল লভ্য হয় তদ্বিবরণ, পঞ্চম খণ্ডে আলস্য যুক্ত ব্যক্তির আলস্য প্রযুক্ত স্বীয় কর্ম্ম নষ্ট হয় তদ্বিবরণ, ষষ্ঠ খণ্ডে কোন বিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন করিলে বিপদুপস্থিত হয় তদ্বিবরণ, সপ্তম খণ্ডে তর্কানুসন্ধান দ্বারা শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অষ্টম খণ্ডে হিংস্র মনুষ্যের নিকট পরিত্রাণ এবং তাহারদিগের মুক্তির প্রত্যাশায় বিশ্বাস করিবেক না তদ্বিবরণ, নবম খণ্ডে শান্তি মধ্যে কি ফল ফলে তদ্বিবরণ, দশম খণ্ডে অযোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম্ম পাইবার বিবরণ, একাদশ খণ্ডে অনিশ্চিত প্রাপ্তি আশা প্রযুক্ত নিশ্চিত স্বীয় কর্ম্ম হইতে নিরাশা হইবে না তদ্বিবরণ, দ্বাদশ খণ্ডে ক্ষমাতে কি ফল প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ, ত্রয়োদশ খণ্ডে মিথ্যাবাদিদিগের বাক্য শ্রবণ যোগ্য নহে, চতুর্দ্দশ খণ্ডে মিথ্যাবাদি দিগের প্রতি অনুগ্রহের বিষয় বিবরণ এবং শ্রীশ্রী উপর ভরসা রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপীমোহন শর্ম্মণাম।

তাঁহার রাজসিংহাসনের প্রান্তে যেদিন্যধিকার যোগ্য ভাগ্যবানেরা ও কর্ম্ম দক্ষ মন্ত্রিরা প্রাণ পণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি কেবল পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বশীভূত ছিলেন। আর তাঁহার ধনাগার নানা বিধ মণি মুক্তা প্রবালেতে শোভিত ছিল এবং রণ বিশারদ সৈন্য অলঙ্কিত ছিল, আর তাঁহার অন্তঃকরণে দাতৃত্বশক্তি সমভাবে সর্ব্বদা বাস করিত এবং তিনি অধিকারস্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মানুসারে ফলদান পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেন।

ভুবনে বিদিত দেখ আছে এই ধন।
শত্রুর বিনাশ কর্ত্তা দুষ্টের দমন॥
রাজ্য মধ্যে যেই জন দৌরাত্ম্য কারণ।
বিচার করিয়া তাহার করেন শাসন॥
দরিদ্র পালনে তাঁর সদা শুদ্ধ মতি।
এই হেতু আছে দেখ জগতে সুখ্যাতি॥

ঐ রাজা হুমায়ুন ফাল নামে বিদিত ছিলেন কারণ ইহার অধিকার মধ্যে প্রজালোক অত্যন্ত সুখী ছিল আর দীন দুঃখির প্রতি ঐ রাজার অনুগ্রহ যথেষ্ট ছিল এ কারণ ভূমধিকারস্থ ব্যক্তিরা অক্লেশে বাস করিত ইহা যথার্থ রূপে লিখিত আছে যে যদ্যপি বিচার রূপ প্রহরী প্রজালোকের অবস্থার প্রতি সাবধান না থাকে তবে বিদ্রোহ রূপ চোরের হস্তে ছোট

... ভাবতেই বিনাশ হয়, আর যদ্যপি বিচাররূপ দীপ দরিদ্রলোকের কুটীরস্থ অন্ধকারকে বিনাশ না করে তবে এই পৃথিবী দৌরাত্ম্যকারী ব্যক্তিদিগের মন সাদৃশ্য অন্ধকার তাদৃশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়।

রাজার বিচারশক্তি উত্তমতা হয়।
ঋষি গণে কহিয়াছে ইহাই নিশ্চয়॥
বিচার কারণে বশীভূত সর্ব্বজন।
ঈশ্বরের পদছায়া পায় সেই জন॥
বিচারেতে শোকাকুল নৃপ যদি হন।
দৌরাত্ম্যে তাঁহার প্রজা হয় বিনাশন॥

এই রাজার এক মন্ত্রী ছিলেন তিনি প্রজা পালনে অতিশয় সক্ষম এবং তাঁহার অনুপম ভাবের গতি সমভাবে ব্যাপ্ত ছিল তাঁহার বুদ্ধিরূপ যে দীপ তিনি পৃথিবীরূপ গৃহকে আলোকময় করিয়াছেন, আর তিনি এক কৌশলরূপ অস্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র বিপদরূপ গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করিতেন, দৌরাত্ম্য রূপ সংসার ক্লেশরূপ ঘূর্ণিতে নৌকাস্বরূপ জীবেরা তাঁহার ধৈর্য্যরূপ স্তম্ভকে আশ্রয় করিয়া স্থির থাকিত, বন্ধ্যাকরণ যোগ্য দৌরাত্ম্যরূপ কণ্টকাশ্রয় যে শাখা তাহাকে তিনি প্রতিফলদানরূপ বায়ুদ্বারা মূলের সহিত বিনাশ করিতেন।

সচিবের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল হে এমন।
অনায়াসে সেনাগণে করিত দমন॥

পরামর্শ করহ যে আমি যাহাতে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে পারি পরে যখন সূর্য্যদেব অস্তাচল প্রাপ্ত হইবেন তখন আমরা স্বস্থানে গমন করিব। খোজস্তারায় ইহা শ্রবণ করিয়া রাজার প্রশংসা করত এই পদ্যটি পাঠ করিতে লাগিলেন ।

পৃথিবীতে সূর্য্যরূপী হইয়াছ তুমি ।
ঈশ্বরের ছায়া রূপ জ্ঞান করি আমি ॥
হুমা নামে পক্ষী আছে তার নাম ছায়া ।
তাহার অপেক্ষা ভাল তব কায়া ছায়া ॥

তোমার আশ্রিত ব্যক্তিরা সূর্য্যদেবের কিরণকে ভয় করে না ।

প্রভাকর প্রতাপেতে ভয় কিছু নাই ।
তব রূপ আচ্ছাদন বস্ত্র যদি পাই ॥

আপনি যে পরমেশ্বরের ছায়া আপনকার ছায়াতে তাবৎলোক নিরুদ্বেগে বাস করিতেছে কিন্তু এই উপবন হইতে আপনকার উত্তম রূপে যাওয়া উচিত কারণ আপনি জীবিত থাকিলে পৃথিবীস্থ তাবতেই জীবিত থাকিবেক আমি ইহার সমীপে এক পর্ব্বত দেখিতেছি ইহার উচ্চতা এইরূপ যেমন দাতা ব্যক্তির সাহস ও জ্ঞানি ব্যক্তির মানের সীমা করা যায় না ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি সেখানে গিয়াছিলাম ঐ পর্ব্বত নানা প্রকার বৃক্ষাদি দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়াছে, এবং ঐ শিখরে সহস্র২ ঝরণা আছে

ভূধরা স্তম্ভা এই প্রশংসানুসারে যোগিদিগের ন্যায়
হিরণ্ময় ধারণ করিয়াছে) আর ঐ শিখরস্থ অরণ্যের
জল অশ্রুপাতের ন্যায় পতন হইতেছে, সম্রাট্‌
ঐ পর্ব্বতোপরি যাত্রা আরোহণ করিয়া দৃঢ়তর কটি-
বন্ধন পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে
অকস্মাৎ এক উপবন দর্শন করিলেন ঐ প্রান্তর মনুষ্য
দিগের আশার ন্যায় বিস্তৃত, আর ঐ স্থানের তরুদিগের
ধারা আকাশের ন্যায় শ্যাম বর্ণ ছিল এবং ঐ স্থানের
বায়ু স্বর্গীয় সমীরণের ন্যায়, আর ঐ প্রান্তরস্থ রাজ্যা
নামক পুষ্প সকল গুলাব পুষ্পের চতুর্দ্দিগস্থ হইয়া
অতিশয় সুন্দর ব্যক্তিদিগের মস্তকস্থ মনোহর কুন্ত-
লের ন্যায় শোভা প্রকাশ করিতেছিল এবং সম্বুল
সকল লালেহের সহিত যুক্ত হইয়া বিম্বোষ্ঠদিগের
গোঁফের ন্যায় শোভা পাইতেছিল আর তত্রস্থ সেব-
তরি নামক বৃক্ষ সকল স্বর্ণ বর্ণ বস্ত্র ও বগলতাক
রূপ শরুপোশাহি নামক বৃক্ষ সবুজ বর্ণের বস্ত্র পরি-
ধান করিয়াছিল এবং মন্দ২ বায়ু সকল স্বীয় আগম
দ্বারা তত্রস্থ পুষ্পগণের গোপনীয় সৌগন্ধ পৃথিবীর
চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিতেছিল ও বুল্‌বুল নামক
পক্ষিদিগের . কথোপকথনের দ্বারা তত্রস্থ গুলাব
পুষ্পের সৌগন্ধ ও বর্ণের কথা আকাশ বসতিদিগের
কর্ণগোচর হইতেছিল

ঐ স্থানের বাগবাগি অতি মনোহর
পারশে পতিত হয় সব কাননের ।
প্রান্তর মধ্যেতে এ প্রাচীর উত্তম ।
একস্থানে বসে সাধ তাহে মনোরম
ইহাতে শোভয়ে পুষ্প অপূর্ব নানা মত ।
তাহার ভিতরেতে আছে পালঙ্ক শতেই ।
তাহারা করেছে পৌছ সুখ শিখা ভর
আপন প্রজায় তারা আছে কুতুহলে
শাহির উদ্যান সর্বোত্তম তায় ।
চিত্র পুত্তলিকা আর সদা গোলাপের
দেখিতে উত্তম সব একে হতে আর
সৌন্দর্য্য বর্ণনা কত করিব তাহার ।
ইহাতে আছয়ে পক্ষী দেখ শতেই ।
রূপে গুণে মনোহর সকলেই সত ।।
আরগিন বাদ্য সদা হয় তার ধ্বনি ।
শ্রবণে না শুনি চায় কি দীন কি ধনী ।।
স্বর্গেতে আছয়ে বৃক্ষ নামেতে সরব ।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় এইত সরব ।।
তুবা নামে বৃক্ষ এক আছয়ে নামেতে
লিখন আছয়ে সব তাহার পত্রেতে ।।
সেই মত এই বৃক্ষ পত্রেতে লিখন ।
মানবের কর্ম্ম ফলে মরণ জিয়ন ।।

এই প্রান্তর মধ্যে যে এক সরোবর ছিল তাহার

যে জল সে অমৃত সমান আর স্বর্গেতে সলসবীল নামে যে ক্ষুদ্র নদী আছে তাহার ন্যায় উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

উহাতে করয়ে মীন গমনা গমন।
তাহার বরণ হয় রজত বরণ।।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র মত হয় সেই গতি।
বর্ণিতে না পারি আমি হই অল্পমতি।।

নৃপতির আজ্ঞানুসারে ঐ সরোবর তীরে রাজার উপবেশন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত হইলে পরে তদুপরি রাজা উপবিষ্ট হইলেন তাঁহার ভৃত্যগণেরা কেহবা ঐ সরোবর তীরে ও কেহবা ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল রাজা হাবিয়ার বায়ু হইতে ঐ সুগন্ধ্য নাসে আসিয়া লগ্ন প্রাণ উন্মাদিতে যাদৃশ মন সন্তোষ হয় তাদৃশ আহ্লাদিত হইয়া সকলেই ইহা কহিতে লাগিলেন।

দুঃখ চিন্তারূপ, কানন এভূপ,
ত্যজি অনায়াসে।
বৈস সর্বজন, করি সম্বোধন,
ঈশ্বরের পাশে।।
এই যে এস্থান, স্বর্গের উদ্যান,
হয়ত সমান।
তাহাতে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সবে করে গান।।

ব্রাহ্মণ ভাজন সঙ্গে নামিল তথায়।
মুক্ত হৈল সকলেতে সংসার চিন্তায়॥
দেখি ঈশ্বরের সৃষ্টি চিন্তা করে তাই।
এরূপ করিতে সাধ্য মানবের নাই॥

বিধাতা পর্ব্বতস্থ প্রস্তরোপরি স্বীয় শক্তিরূপ লেখনী দ্বারা নানা চিত্র বিচিত্র করিয়াছেন এবং বিদ্ধিকৃত পর্ব্বতস্থ প্রস্তর মধ্যে হইতে বৃক্ষ তৃণাদি নানা অঙ্কুর উৎপত্তি দেখিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন আর কখনং ঐ সকল পুষ্পের দল দেখিয়া এই কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

কেবল বুলং নাহি করে গুণ গান।
প্রত্যেক কাঁটার মুখ করয়ে বয়ান॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা করয়ে সুখ্যাতি॥
কেবল বুলং নহে কণ্টকের পাতি।

এবং কখনং ঐ চিত্র বিচিত্র স্থানে এই চিত্র দেখিতে ছিলেন।

বায়ুকে করিয়া অশ্ব পুষ্পদল ফিরে।
সেই বায়ু রুদ্ধ হয় জলের পিঞ্জরে॥

বায়ুর দ্বারা জলের সঙ্কোচ দেখিয়া এই বোধ হইতেছে যে পরমেশ্বরের শক্তিরূপ লেখনী দ্বারা জলরূপ পত্রেতে স্রোতঃ এই লিখিত পড়িতেছে তত্রস্থ তৃণাদি সকল চিত্রিত জমরুদ প্রস্তর বোধ হইতেছিল তাহাতে এই স্থানকে স্বর্গতুল্য জ্ঞান করি-

তেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ রাজার দৃষ্টি এক পত্র শূন্য বৃক্ষের উপর পতিত হইল ঐ বৃক্ষের ছেদন জন্য কালরূপ কুঠার উপস্থিত হইয়াছিল।

উদ্যানেতে নব বৃক্ষ সদা শোভা করে।
মালিতে বিনাশে তাহা বৃদ্ধ হলে পরে॥

ঐ বৃক্ষের মধ্যস্থল এইরূপ শূন্য ছিল যেমন তপস্বিদিগের মন সংসারের ভাবনা হইতে শূন্য মধু মক্ষিকারূপ সৈন্য সকল জীবনোপায় দ্রব্যাদি স্থাপনার্থে ঐ পাদপের কোটররূপ দুর্গের আশ্রিত হইয়াছিল রাজা তাহারদিগের পনং ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বহুদর্শী মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই বৃক্ষের নিকট এই প্রাণি সমূহের একত্র হওনের কারণ কি ও এই প্রান্তরের মধ্যে ইহাদিগের গমনাগমন কাহার অনুমতিতে হইতেছে।

গমনাগমন, কিসের কারণ,
করয়ে ইহারা সবে।
কাহারে পূজয়ে, কিসের আশয়ে,
গোলাকার এই ভবে॥

পরে মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন হে রাজন্ এই মধুমক্ষিকাগণেরা কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হয়েন কিন্তু ইহারদিগ হইতে লভ্য অধিক হয় ইহারদের শরীরে যে উত্তম গুণ আছে তদীশ্বরের দত্তং ইহারাও তাহা জ্ঞাত আছে, পরমেশ্বর এই উত্তম গুণ ইহারদিগকে

পুরস্কার করিয়া কহিয়াছেন পর্ব্বতোপরি গৃহৎ কুক্কুভ ইহারাও তদনুমতানুসারে প্রস্তুত করিয়াছে ইহারদিগের এক রাজা আছে তাহার নাম ইয়াঙ্কস ও তাহার আকৃতি দলস্থ সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহার শাসনেতে তাহারা নত শির হইয়াছে ইহার যে সিংহাসন সে চতুষ্কোণ এবং মোম দ্বারা নির্ম্মিত তদুপরি তিনি উপবিষ্ট আছেন আর ইহার মন্ত্রী ও প্রহরী ও ভৃত্য এবং সৈন্য ইহারা স্বং কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ইহারদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এপর্য্যন্ত যে ইহারা বাকের কারণ ঐ রাজার সিংহাসনের চতুর্দিক্‌ মোম দ্বারা ষট্‌কোণ নির্ম্মাণ করিয়াছে এই প্রকার গৃহ নহেন্দেশান অর্থাৎ পাশাস্তের পরিমাণ বিদ্যাজ্ঞেরা তদুপকারি অস্ত্রাদি ব্যতিরেকে কদাচ নির্ম্মাণ করিতে শক্ত হয়েন না গৃহ প্রস্তুত হইলে রাজার আজ্ঞানুসারে যখন তাহা হইতে নিঃসৃত হয় তখন ঐ রাজা তাহারদিগকে এই স্বীকার করান যে তোমারদিগের শরীরে উত্তম গুণ আছে এ কারণ তোমরা কোন অমেধ্যাদির উপর বসিয়া তোমারদের পরিচ্ছদকে অপরিষ্কার করিওনা একারণ ইহারা সুবাসিত পুষ্প কলিকা ও তাহার শাখা ব্যতিরেকে অন্যস্থানে কখন উপবেশন করে না আর ঐ সকল কলিকা ও পত্র হইতে যে সকল মধুপান করে তাহা অতিশীঘ্র লালের ন্যায় হইয়া মধু উৎপন্ন হয় চিকিৎসক দিগের ঔষধাগারে তাহার প্রশংসা

মানবাস্তেন আয়োগ্য ভবন্তি ইহা যথার্থ সৎকালীন
ইহারা স্বগৃহে আগমন করে তখন প্রহরিরা ইহার
দিগের শরীরের আঘ্রাণ লয় এবং যদ্যপি দেখে যে
ইহারা উক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম করিতেছে তবে গৃহ
মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় এই কবিতার অর্থানুসারে
পরমেশ্বরের নিকট আমি এইক্ষমা প্রার্থনা করি যে
কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা
ভঙ্গ না করে।

প্রতিজ্ঞা রূপ কটিবন্ধ করহ গ্রহণ।
ইহার অন্যথা তুমি না কর কখন॥

আর যদ্যপি তাহারা ইহার অন্যথাচরণ করে
তবে প্রহরিরা ঐ ঘৃণাজনক কর্ম আঘ্রাণ দ্বারা বোধ
করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দিগকে নষ্টকরে এবং যদ্যপি
আপনা প্রযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া তাহার দিগকে
গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় ও যদ্যপি ঐ রাজা ঘৃণা
জনক আঘ্রাণ প্রাপ্ত হয়েন তবে তিনি স্বয়ং অনুসন্ধান
করিয়া ঐ মক্ষিকা সমূহকে দণ্ড করণ স্থানে লইয়াগিয়া
প্রথমে প্রহরির দিগের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুমতি দেন
পরে ঐ দুর্ভাগ্য মক্ষিকাদিগকেও নষ্ট করেন কারণ ঐ শাসন
দর্শন করিয়া এই জাতিরা এমত কর্ম কখন কেহ না
করে আর অন্য চাকের মক্ষিকা যদি অপর চাকে গমন
করিতে বাঞ্ছা করিয়া তথা যায় তবে প্রথমতঃ প্রহরিরা
তাহার দিগকে বারণ করে এবং ঐ বারণ না মানিয়া

যদ্যপি তাহারা তথায় গমন করে তবে ঐ প্রহরিরা তাহার দিগকে বিনাশ করে আর ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে যে হমশেদ নামক ভূপতি প্রহরী অবগুণ্ঠিকা ও হার এবং সিংহাসন ঐ দৃষ্টান্তানুসারে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ঐ নৃপতি কিছুকাল পরে অতিশয় মান্য হইয়াছিলেন হুমায়ুনফাল রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া কোমল স্বভাব প্রযুক্ত ঐ চাক দর্শনেচ্ছুক হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং ঐ স্থানে দণ্ডেক কাল দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দিগের গমনাগমন ও বাসস্থান দর্শন করিলেন আর দেখিলেন যে কতকগুলিন মক্ষিকা পরমেশ্বরের অনুমত্যানুসারে সোলেমান নামক মহা ভূপতির ন্যায় বায়ুরূপ অশ্বারোহণে গমন করত পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন করিতেছেন এবং কেহ স্বজাতি গণের লাভালাভের হিংসাও করিতেছেন না।

মহৎ জনার হয় দৌরাত্ম্যেতে খর্ব।
মহৎ হইলে ব্যক্তি নাহি করে গর্ব॥
মহৎ জনার সদা হয় এই জ্ঞান।
আপনাকে জ্ঞান করে ক্ষুদ্রের সমান॥

পরে রাজা কহিলেন হে খোজেস্তারায় ইহা বড় আশ্চর্য্য, দেখ দুঃখ দিবার শক্তি ইহারদিগের আছে তথাচ ইহারাও কাহাকে দুঃখ প্রদান করে না, ভয় জনক বস্তু ইহারদিগের শরীরে প্রবিষ্ট আছে

বাস করেন আর সঙ্গত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তপস্যাদি দ্বারা আত্ম শুদ্ধি করেন এই প্রকারে হইলে ব্যক্তি সকল নিন্দিতাচরণ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ইহাতে অন্তর হতে যদি শক্ত হও।
ছাড়িয়া সংসার মায়া অন্তরেতে রও।

আমি শুনিয়াছিলাম অন্যকেরণের সহিত যে সংসর্গ সে একাকী ব্যতিরেকে হয় না কারণ নির্জ্জন স্থানে কোন উৎপাত হইতে পারে না, আর আমার আদ্য যথার্থ রূপে বোধ হইল যে জন সমূহের সঙ্গ সর্পের বিষ হইতেও মন্দকারক, উহারদিগের সহিত যে প্রণয় করা সে মরণ ভয় হইতেও অধিক ভয় জনক হয়, আর অনেক জ্ঞানী লোকেরা গহ্বরের মধ্যে অধিক কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের দৃষ্টি এই শ্লোকের উপর ছিল তদর্থ।

মনুষ্য হইলে সুখী, ইচ্ছা করে নিরবধি,
থাকিতে গহ্বর মধ্যস্থানে।
তাহার কারণ শুন, কহি আমি পুনঃ,
তুষ্টি হয় মনের নির্জ্জনে।।
মনুষ্য তিমিরাপেক্ষা ভাল রূপবন্ত।
তাহার মধ্যেতে সদা মন রহে শান্ত।।
এ কারণে সুবুদ্ধি চিন্তিয়া নিজ মনে।
সঙ্গ ত্যজি পলায়ন করেন কাননে।।

তপস্বী অথচ সিদ্ধ এমন যে সকল ব্যক্তি তাঁহার

ব্যক্তি আত্ম প্রতিপালন যোগ্যোপায়াতিরিক্ত বস্তু অন্যকে প্রদান করিলে পরস্পর সকলেরি কর্ম্ম পরিবর্ত্তে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে আর এই কথা দ্বারা বোধ হইল যে মনুষ্য সকলেই সহায়ের প্রত্যাশাপন্ন আছেন অতএব দল ব্যতিরেকে সহায়তা নিশ্চয় হওয়া দুষ্কর. অর্থাৎ সুতরাং সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী বাস করা অতি কঠিন হয় যেহেতু না ঐক্যতা না পরমেশ্বরস্যানুকম্পাতঃ। এই কর্ম্মের উপর সঙ্কেত আছে।

দলের অধ্বর যদি কার্য্য কর সব।
একাকী করিলে কর্ম্ম সদা পরাভব।

পরন্তু রাজা কহিলেন যে তুমি যে সকল কহিলে ইহা উত্তম ও যথার্থ কিন্তু আমার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি হয় যে ইহারা দলবদ্ধ হইতে প্রত্যাশাপন্ন আছেন বটে, কিন্তু ইহা তথ্য যে ইহারদিগের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য দ্বারা যুদ্ধ সম্ভাবনা হইতে পারে কারণ কেহ বলবান ও কেহ ধনবান এবং কেহ মানী আর কেহ বা লোভী বল ও ঐশ্বর্য্যেতে যাঁহারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছেন তাঁহারদিগের মানস এই যে দৌরাত্ম্য ও প্রতারণা করেন আর এই রূপ সম্ভব হয় যে এবম্ভূত প্রতারকেরা অনেক মনুষ্যকে স্বাধীন করেন এবং লোভিদিগের মানস এই হয় যে অনেক ব্যক্তির দ্রব্য আপন হস্তগত করেন এই সকল যুদ্ধের কারণ হইয়া ইহাতে পশ্চাৎ যথেষ্ট মন্দ হয়।

হইয়াছে এমন হন জ্বলিত এমন ।

যাহার উত্তাপে দহে সকল ভুবন ॥

অপিচ মন্ত্রী কহিলেন হে মহারাজ আপনি বুদ্ধির আধার হইয়াছেন এই সকল কলহ নিবারণের কারণ এক উপায় নির্ণীত হইয়াছে সকলেই আপনার যথার্থ বিষয়ে নিরাবিলম্বন করিয়া অন্যের যথার্থ জানিতে নিবৃত্ত হইয়াছেন ঐ উপায়ের নাম সেয়াসত কহেন অর্থাৎ সমুচিত দণ্ড ইহাতে তাবৎ বিচারের ব্যবস্থার উপরে আছে কিন্তু ইহার সমাধের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত সর্ব্বাসামপি মধ্যমাবস্থা গরীয়সী এই শাস্ত্রানুসারে অধিকারের পাত্রত্ব প্রকাশ আছে যেমন কহিয়াছেন।

উত্তমাধমের মধ্যে মধ্যম এমন ।

দিনকরে উডুগণে প্রভেদ যেমন ॥

এই প্রমাণানুসারে মধ্যমোপাদেয় ।

এই হেতু সর্ব্ব কর্ম্মে মধ্যম যে শ্রেয় ॥

অপরঞ্চ রাজা কহিলেন যে সকলের মধ্যম কি রূপে জানিতে পারা যায় পরে মন্ত্রী উত্তর করিলেন, ইহার নিশ্চয় কারক উত্তম এক ব্যক্তি আছে সর্ব্বে পরমেশ্বরেণ প্রাপ্ত সহায়াঃ সেই ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেরিত তাঁহার বুদ্ধি ও সুরীতি দ্বারা তাহাকে সকলে নামুস আকবর কহেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞ এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঋষি করিয়া কহেন আর তাঁহার

নিষেধ ও বিধি দ্বারা ব্যক্তিদিগের ঐহিক পারত্রি-
কের মঙ্গল হইবে, ঐ ঋষি ব্যবস্থাসকলের প্রকাশক
হইয়াছেন আর তিনি যখন পরলোক গমনেচ্ছুক হয়েন
তখন তৎকর্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল রাজার
দ্বারা স্থির রাখা আবশ্যক হয়, কারণ অনেক মনুষ্য
আত্ম দুঃশাসনাভিজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন হয়েন
অতএব মনুষ্যদিগের মধ্যে ঐ সকল ব্যবস্থার প্রচার
কারণ এক ধার্ম্মিক রাজার অত্যাবশ্যক হয় কারণ তিনি
যদি ঐ ঋষির নিষেধানুসারে ব্যক্তিদিগকে দণ্ড প্রদান
করেন তবে ঐ শাস্ত্র প্রধানারূপে সুস্থির হইয়া থাকে

এক অঙ্গুরীতে দেখ উভয় প্রস্তর।
একত্রে বাদশা তারা শোভে নিরন্তর
তাদৃশ শোভয়ে সদা ঋষিস্থ রাজত্ব।
বুদ্ধির নিকটে তারা পাইয়া মহত্ব॥

আর এই কথার প্রতি কহিয়াছেন।

শাস্ত্রের প্রবল হয় যদি বয় দেশ।
শাস্ত্র নাহি যথা করি সে দেশেতে দ্বেষ॥

অনন্তর রাজা কহিলেন ঐ ঋষির পরলোকান্তর
নুজ গণের মধ্যে যিনি রাজা হইবেন তাঁহার কি
তি অপেক্ষা করে আর রাজ্যের শাসন ও ধর্ম্মের রক্ষা
প্রকারে হইতে পারে, পরে মন্ত্রী উত্তর কহিলেন
এই রাজার রাজনীতি অভিজ্ঞ হওয়া উচিত হয় নতু
তাঁহার রাজ্য রক্ষা হওয়া ও ঐশ্বর্য্য থাকা ভার হয়।

তবে তাঁহার রাজত্বের মূল কখন বিনাশকে প্রাপ্ত হয় না এবং লোকান্তরেও তাঁহার মঙ্গল হয়।

এক দিন মাত্র যদি করয়ে বিচার।
পরত্র কালের ঘর করে পরিষ্কার॥
বিচার করণ রাজশাস্ত্রের উচিত।
বিচার করিলে হয় সর্ব্বজন হিত॥
প্রজাগণে রাজা যদি নাহি দেন ক্লেশ।
তাঁহার ঐশ্বর্য্য তবে নাহি হয় শেষ॥

আর যে রাজা বিজ্ঞ লোকের সদুপদেশে ব্যবহার শুভ পারদের নিয়মানুসারে রাজত্ব দ্বারা কর্ম্ম করেন তবে তাঁহার রাজ্য সর্ব্বদা সুশাসিত থাকে ও প্রজা লোকেরা ও সুখে কালক্ষেপণ করে। যেমন হিন্দুস্থানীয় বি ক্রমাদিত্য নৃপতি আপন রাজ্যের ভার বিজ্ঞবর পাত্র মানিক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থার উপর রাখিয়াছিলেন এবং রাজনীতি সমূহ ঐ বাক্য দ্বারা জ্ঞাত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বহুকালক্ষেপণ করিয়াছিলেন আর তিনি পরলোকগামী হইলেও অদ্যাপি তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি পৃথিবীতে ঘোষণা হইতেছে।

দেখিলাম বিস্তর করিয়া অন্বেষণ।
পৃথিবীর ফল হয় যশোরূপ ধন॥

অপরঞ্চ হুমায়ুনফাল রাজা যখন দাবিশিলীম ও বেদপায় ব্রাহ্মণের নাম স্মরণ করিলেন তখন প্রভাত সময়ের মন্দ২ বায়ু দ্বারা পুষ্প কলিকা সকল যাদৃশ

প্রকাশিত হয় তিনি তাহাতে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কহিলেন যে হেখোজেস্তুরায় অনেক দিবস পর্য্যন্ত এই উভয়ের ইতিহাস শ্রবণে আমার নিতান্ত বাসনা আছে আর এই বেদপায় ব্রাহ্মণের সহিত বহোপা কখন ও সাক্ষাৎ করণেচ্ছা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

সতত অন্তরে করি বাসনা অশেষ
দেখিব তোমারে আমি মনুজের বেশ।

এই উভয়ের বিবরণ আমি যত অনুসন্ধান করিলাম তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎও জানিতে পারিলাম না।

এই ইতিহাস চিহ্ন না দেখি কোথায়।
এরা না জানয় কিন্তু মোরে না জুয়ায়।

আমি ইহারদিগের নাম শ্রবণের কারণ সর্ব্বদা জ্ঞান রূপ কর্ণকে খুলিয়া রাখিয়াছিলাম আর ইহার দিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষারূপ চক্ষুকে উন্মীলন করিয়া রাখিয়াছিলাম।

শব্দের উপর সদা রেখেছি শ্রবণ।
তবু কভু তার বাক্য না করি শ্রবণ।
নিয়ত নিমেষ হীন যুগল নয়ন।
তথাচ না হয় তার ছায়া দরশন॥

কিন্তু আমি জ্ঞাত হইলাম যে মন্ত্রী ইহার দিগের বিবরণ অবগত আছেন একারণ আমি পরমেশ্বরের বিস্তর প্রশংসা করিলাম আর কহিতেছি।

রায়দাবশিলিন ও বেদপায় ব্রাহ্মণের ইতিহাসারম্ভ।

ঐ পরানন্দকারক ও উজ্জ্বলান্তঃকরণ বিশিষ্ট মন্ত্রী কথন বদন ব্যাদান করত মিষ্ট বাক্য কথন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

মঙ্গল দায়ক রূপ তোমার চরণ।
দাপ ছেড়ে শুভগুণ পায় দুষ্টগণ॥

বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগের হইতে আমি শুনিয়াছি যে সর্ব্বদেশাপেক্ষা সুষমা বিশিষ্ট যে হিন্দুস্থান তাহার এক প্রদেশে এক রাজা ছিলেন তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন ও দিবস সকল সৌভাগ্যদায়ক ছিল এবং তাঁহার বুদ্ধির উজ্জ্বলতা এরূপ ছিল যে তাহাতে পৃথিবীর উদ্বেগ শান্তি ও প্রজালোকের সুখ আর দুষ্টের দমন অনায়াসে হইত আর তাঁহার সিংহাসন নিষেধ বিধি বিশিষ্ট বিচাররূপ অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত ছিল, দৌরাত্ম্য ও অবিচারের যে মূল তাহা তিনি পৃথিবীতে মর্দন করিয়াছিলেন এবং পারিতোষিক রূপ আদর্শেতে বিচাররূপ মুখ মেদনীস্থ তাবৎ ব্যক্তিকে দর্শন করাইয়াছিলেন।

বিচার কিরণে পৃথ্বী করিল উজ্জ্বল।
জানহ সকলে এই বিচারের ফল॥
যথার্থ জানহ এই ধর্ম্ম বিচারের।
ব্যবস্থা উজ্জ্বল হয় সকল রাজ্যের॥

আর এই রাজা রায়দাবশিলিম নামে বিখ্যাত ছিলেন. হিন্দিভাষায় এই নামের অর্থ মহারাজ এই রাজা অতিশয় বিজ্ঞতার দ্বারা সম্যক্‌রূপ যে কার্য্য তাহাকে আকাশরূপ অট্টালিকার কঙ্গুরা ব্যতিরেকে স্থানান্তরে নিঃক্ষেপ করিতেন না আর মহত্ত্বতা প্রযুক্ত ক্ষুদ্র কর্ম্মে দৃষ্টি করিতেন না এবং ইহাঁর সৈন্যমধ্যে দশ সহস্র মত্তকুঞ্জর ছিল. তাহাতে সৈন্যের সংখ্যা কি কহিব. আর ধনাগার অপরিমিত ধনে পূর্ণ ছিল

অবনিতে যত রূপ নানা রত্ন ধরে ।
তদপেক্ষা বহু ধন আপনার ঘরে ॥

ইনি এতদ্রূপ প্রতাপশালী ভূপাল হইয়াও প্রজা-গণের প্রতি মনোযোগ করিয়া আমোদকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতেন

প্রজারে করুণা কর ওহে গুণাকর ।
তাহা হইতে তুলনাকে অন্যরূপ কর ॥

রাজ্যের চতুঃসীমাকে প্রতিফল প্রদান দ্বারা সুশাসিত করণ পূর্ব্বক নিষ্কণ্টক করিয়া প্রত্যহ আমোদের সভাতে কাল বশতঃ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন. আর ঐ রাজার সভাতে সর্ব্বদা বিজ্ঞ সমভিব্যাহারিরা ও পণ্ডিত গণেরা উপস্থিত থাকিয়া উত্তম২ কথা ও সচ্চরিত্রের এবং দানের প্রশংসা করত ঐ সভাকে উজ্জ্বল করিতেন এক দিবস ঐ রাজা জসম অর্থাৎ আমোদ সভাতে বসিয়াছিলেন ।

এমতে করিল সভা করিয়া বিস্তার।
যাহাতে আছয়ে শোভা আমোদের বার॥

পরে সংগীতাদির আস্বাদন গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধি বর্দ্ধক উক্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় সুখশোভনা বিশিষ্ট রমণী দিগকে দর্শন করত প্রয়োজন সুখবোধ করণেচ্ছুক হইলেন এবং বিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গেরদিগে ও পণ্ডিত বর্গকে সচ্চরিত্র ও প্রশংসার উত্তমতা বিস্তার রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারদিগের বাক্য স্বরূপ রাজ ভূষণ যোগ্য মুক্তাহারে জ্ঞানরূপ কর্ণকে ভূষিত করিতে ছিলেন।

জ্ঞানরূপ বাক্য যদি সমান মুক্তার।
তবে সে উচিত রাখ কর্ণেতে রাজার॥

অনন্তর তাঁহারা উত্তম কর্ম্মের ও সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিতেছিলেন ইতোমধ্যে তন্মধ্যস্থ এক ব্যক্তি দানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন যে যত প্রশংসা আছে তাহার মধ্যে দানের যে প্রশংসা সে উত্তম, কারণ আরেস্তু অর্থাৎ সেকন্দর নামক বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী হইতে এই অনুবাদ বাদ হইয়াছে যে পরমেশ্বরের যাবৎ প্রশংসা আছে তাহার মধ্যে প্রধান সুখ্যাতি এই যে তাঁহাকে দাতা বলা যায় কেননা তাঁহার দান তাবৎ পৃথিবীস্থ জীবের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, আর মুসলমান দিগের ঋষি কহিয়াছেন যে স্বর্গের কওসর অর্থাৎ সুরনদী তত্তীরেতে দানরূপ এক বৃক্ষ আছে দাতা বৃক্ষো নাকে অস্তি।

সর্ব্বশক্তি মধ্যে দান শক্তি শ্রেষ্ঠ হয়।
ধনাশা ত্যজিলে দৃঢ় ভক্তির উদয়॥
চলিত গন্থের চিহ্ন যদি জিজ্ঞাসহ।
অক্ষয় তাহার জ্ঞান দান অহরহ॥

পরে রায় এই ব্যবস্থা জ্ঞাত হইয়া দান বিষয়ে উৎসাহ পূর্ব্বকের আজ্ঞা করিলেন. অমুক্ত: মাজেই উদ্যতের, বড়বড় বিশটি ধনাগারের দ্বার খুলিলেন আর ছত্রস্থ ছোট বড় দীন দুঃখি দিগকে দানের ধুনি জ্ঞাত করাইলেন. পরে দান দ্বারা তাহারদিগকে পরস্পর প্রত্যেকে পূর্ণ করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

স্বরূপ মেঘ হইতে ধন বরিষিল।
তাহাতে পৃথ্বীতে দেশ পাহাড় চলিল।
ধনে তাহে শূন্য মনে এই যে করিল।
পৃথ্বী হতে আশা রূপ অন্ধ ঘুচিল॥

পরন্তু সমস্ত দিবস সে পর্য্যন্ত সূর্য্য কিরণের ন্যায় দান করিলেন যে পর্য্যন্ত সীমোরগজরের বাদশা অর্থাৎ সূর্য্য অস্তাচল গামী হইলেন, আর রাত্রি রূপ যে কাক সে যে পর্য্যন্ত স্বীয় মূর্ত্তি ও পক্ষ দ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিল।

দিবসের মূর্ত্তি আচ্ছাদনে আচ্ছাদিল।
তৎপরে রজনি আত্ম মূর্ত্তি প্রকাশিল॥
যোগিরূপ ধরি সূর্য্য বিরলে বসিল।
আকাশ তারার মালা জপিতে লাগিল॥

পরে রাজা সুখের উপধানে মস্তকার্পণ করণে নি-
রাকৃণ সৈন্য কর্তৃক তাঁহার মস্তকরূপ মাঠ আক্রান্ত
হইল, অনন্তর স্বপ্ন প্রদায়ক এইরূপ স্বপ্ন তাঁহাকে
দর্শন করাইলেন যে উজ্জ্বল দৃষ্টি ও সৌগন্ধি বিশিষ্ট
এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রায়ের নিকট আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক
কহিলেন যে অদ্য তুমি এক ধনাগার দর্শাপথে বিতরণ
করিবে অতএব প্রভাতে আপনি রাজধানীর পূর্ব্ব
দিকগামী হও কারণ তথায় এক রত্নাগার তোমার
নিমিত্ত আছে তাহা পাইলে তোমার মহত্ত্বাচরণ,
করুণদান নামক তারার উপর বাস করিবেক এবং
তোমার সম্মানের মস্তক আকাশের উপর যে আকাশ
তদুপরি গমন করিবেক এই শুভ স্বপ্ন দর্শন করিতেং
রায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং ঐ বৃদ্ধের কথাতে ধন-
নাগারের মানসে সন্তোষ পূর্ব্বক যথারীত্যনুসারে শুচী
হইয়া সূর্য্যোদয়কালপর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন,
অপরন্তু রাজার আজ্ঞামত অশ্বকে স্বর্ণ নির্ম্মিত জীন ও
মণি মুক্তাতে খচিত লাগাম দ্বারা বিভূষিত করিলেন,
পরে উত্তম সময়ে ও শুভ জনক অদৃষ্ট বিশিষ্ট হইয়া
পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন।

নৃপধন নিতে ধন চলিলেন রঙ্গে।
পরাজয়ে জয়ী হতে জয় যায় সঙ্গে॥

পরে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাঠে প্রবেশ করিয়া
চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করত স্বীয় মানসের অন্বেষণ করিতে-

ছিলেন ইতোমধ্যে এক পর্ব্বতোপরি দৃষ্টি পতন হইল ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা দাতা ব্যক্তির সাহসের ন্যায় এবং যথার্থ বিচার কারক রাজার মনের স্থিরতার ন্যায় স্থির, অনন্তর ঐ পর্ব্বতের অধোভাগে তিমির ময় এক গহ্বর দেখিলেন ঐ গহ্বরের দ্বারে তেজঃপুঞ্জ এক ব্যক্তি দৌবারিকের ন্যায় বসিয়া আছেন পরন্তু ঐ সন্ন্যাসির প্রতি যখন রাজার দৃষ্টিপাত হইল তখন তিনি তন্নিকটগামী হইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং ঐ সন্ন্যাসি উজ্জ্বল মানসে রাজার মানস জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পরি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ তুমি।
পাইয়াছ পুণ্যবলে পরিদের ভূমি॥
নন্দন চক্ষে তব বসতির স্থল।
তথা ত্যজি এসে বিলম্ব বিফল॥

হে মহারাজ স্বর্ণ মণ্ডিত অট্টালিকার পরিবর্ত্তে দুঃখি দিগের যে কুটীর সে অতি নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু চিরকাল এই রীতি ও আচরণ আছে যে রাজারদিগের অনুগ্রহের দৃষ্টি উদাসীনদিগের প্রতি আছে এবং বিরল বাসি দিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহারদিগের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, আর ঐ গমনকে নিতান্ত সচ্চরিত্র ও যোগির ন্যায় প্রশংসান্বিত বোধ করিয়াছেন।

দরিদ্রে করিলে দয়া পরে এই হয়।
যশোমান বৃদ্ধি হয়ে চিরকাল রয়॥

অসংখ্য প্রতাপ ছিল সোলেমা রাজার।
তথাপি কীটের প্রতি দৃষ্টি ছিল তাঁর॥

পরে দাবশিলীম রাজা ঐ মহাপুরুষের বাক্য গ্রাহ্য করিয়া তুরঙ্গ হইতে নামিলেন আর তাঁহার সহিত প্রণয় করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন।

ভাগ্যবলে পায় যেই তপস্বি বর।
আপন মনের তত্ত্ব জানে সেই নর॥
পরমার্থ তত্ত্ব যদি জানে কোন জন।
তপস্বির অনুগ্রহ তাহাতে কারণ॥

পরে রাজা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করণে ঐ মহাপুরুষ শিষ্টাচার করিতে লাগিলেন।

তুমি যে রাজন, করি নিমন্ত্রণ,
তাদৃক শক্তি মোর নাই।
তাহার কারণ, তপস্বী নির্দ্ধন,
খাদ্য দ্রব্য কোথা পাই॥

কিন্তু উপস্থিত মতে এক উত্তম বস্তু আমার নিকট আছে যাহা আমি পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই তোমাকে আতিথ্যরূপে প্রদান করিতেছি, সে বস্তু কি না, বিজক অর্থাৎ ধন নিদর্শন পত্র, তাহার বিবরণ এই যে এই গর্ত্তের মধ্যে এক বৃহৎ ধনাগারে মুদ্রা ও রত্নাদি বিস্তর আছে, আর আমি আনন্দের এক ধনাগার পাইয়াছিলাম, (তৎ ধৈর্য্যরূপং ধনাগারং ন কদাচিৎ ক্ষয়ং ব্রজেৎ) একারণ ঐ ধনা-

পরের অনুকরণ আমি করি নাই, আর ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ রূপ পাঠশালাতে সন্তোষাতিরিক্ত অন্য কোন মুদ্রার চলিত নাই সেই ধৈর্য্যরূপ মুদ্রা আমি স্বীয়োপজীবিকা সম্ভারার্থে সঞ্চয় করিয়াছি।

ঈশ্বরে যে জন দেহ নাহি সমর্পিল।
পৃথিবী মণ্ডলে সেই কিছু না দেখিল॥
ধৈর্য্যরূপ মহদ্রত্ন না ধরিল যেই।
ধরা মধ্যে কোন বস্তু না পাইল সেই॥

আর যদ্যপি মহারাজা অনুগ্রহ করিয়া ঐ ধনাগারে অন্বেষণে ভৃত্যগণকে নিযুক্ত করেন ও তাহারা তদন্ত রত্নাদি রাজভাণ্ডারে স্থাপিত করিয়া উচিত কর্ম্মে ব্যয় করে, তবে তাহা আশ্চর্য্য নহে, দারবেশদিগের এই বাক্য স্মরণ করিয়া আত্ম স্বপ্নের বিবরণ ঐ মহাপুরু-ষের নিকট প্রকাশ করিলেন যে তোমার নিকট এই ধনাগার অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দৈবাধীন যাহা পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করা অত্যাবশ্যক।

দৈবাধীন যে সকল বস্তু পাওয়া যায়।
তাহাতে কখন নাহি কলঙ্ক ঘটায়॥

অনন্তর মহারাজের অনুমত্যনুসারে কিয়ৎ ভৃত্য-গণেরা ঐ গর্ত্তের চতুর্দ্দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, আর কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঐ ধনাগারের বর্ত্ম পাইয়া তত্রস্থ তাবৎ রত্নাদি আনয়ন করিয়া রাজার সম্মুখে স্থাপন করিলেক।

তার মধ্যে ছিল বহু রজত কাঞ্চন।
রাজযোগ্য মনোহর মুক্তা আভরণ॥
কঙ্কণ অঙ্গুরী আর স্বর্ণ কর্ণ বালা।
সিন্দুকেতে সুবর্ণ সুবর্ণ নর ডালা॥
বাটা ভরা ছিল যত মাণিকাদি ধন।
সিন্দুকে আছিল স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন।
আরং ছিল চারু দ্রব্য সমুদয়।
দর্শনেতে বর্ণাবলী বলবত্তা নয়॥

পরে রাজাজ্ঞানুসারে বাটা ও সিন্দুকের তালা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ উত্তমং দ্রব্যাদি দর্শন করিলেক আর তন্মধ্যে বহুমূল্য স্বর্ণ রত্নাদিতে খচিত এক সিন্দুক দেখিলেক ঐ সিন্দুকের চতুর্দ্দিক দৃঢ়তর পাতের দ্বারা বদ্ধ ছিল, তাহার যে তালা সে জর্ম্মার ডালার ন্যায় ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত কিন্তু স্বর্ণ খচিত এবং ঐ তালার কল এমত উত্তম ছিল যে অন্য কোন কুঞ্জি অর্থাৎ চাবি দ্বারা মোচন করা যায় না এবং তাহার কুঞ্জি অনেক অন্বেষণ করিয়া না পাওয়াতে খুলিবার নানা প্রকার উপায় চেষ্টা করিলেক তথাপি খুলিতে শক্ত হইলেন না, আর রাজা ঐ তালা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি দর্শন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলেন এবং অন্তঃকরণে চিন্তা করিলেন যে সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য কোন উত্তম বস্তু ইহার মধ্যে সমর্পিত আছে, নতুবা এপ দৃঢ়তর করিবার কারণ কি? অনন্তর

এক কর্ম্মকার ঐ তালা ভগ্ন করত সিন্দুকের ডালা খুলিয়া আকাশের রাশিচক্রে তারা যাদৃশ তাদৃশ তারা রূপ মুক্তা দ্বারা ভূষিত এবং নানা মণি মুক্তাতে খচিত এক বাটা তাহার মধ্য হইতে বহির্গত করিলেক, তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোলাকৃতি ও অতি পরিষ্কার আর এক তাম্রপাত্র অর্পিত ছিল, রাজাজ্ঞানুসারে ঐ বাটা রাজ সমীপে আনয়ন করিলেক, রাজা স্বহস্তে তাহার ডালা খুলিয়া শ্বেতবর্ণ হরির নামক এক বস্ত্র খণ্ড দর্শন করিলেন ঐ বস্ত্রখণ্ডে সুরিয়ানি অক্ষর লিখিত ছিল, তাহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন যে এ কি বস্তু হইতে পারিবেক, কেহ২ কহিলেক যে এই ধনাগারের কর্ত্তার নাম, আর কেহ অনুমান করিলেক যে তোলেসম হইতে পারে অর্থাৎ এই ধনাগারের সাবধানের কারণ লিখিয়াছে, যখন এইরূপ বিস্তর কথোপকথন হইল তখন ভূপতি কহিলেন যে যেপর্য্যন্ত ইহা পাঠ করা না যাইবেক সে পর্য্যন্ত ইহার সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক না, কিন্তু ইহা পাঠ করে এমত কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না, পরে এই কর্ম্ম সিদ্ধি করণ যোগ্য এবং আশ্চর্য্য২ লেখক ও পাঠক এমত এক ব্যক্তির অন্বেষণ পাইয়া অতি শীঘ্র রাজার নিকট ভৃত্যগণেরা উপস্থিত করিলেক, তদনন্তর মহীপতি মহা সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কহিলেন যে হে পণ্ডিত আপনকাকে ক্লেশ দিবার কারণ এই

যে এই লিখনের বিবরণ উত্তমরূপে প্রকাশ করুণ।

অনুমান করি আমি শুন মহাশয়।
বুঝি এই লিপি হতে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥

পরে পণ্ডিত ঐ লিপি লইয়া প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি করত বিবিধ বিবেচনা পূর্ব্বক কহিলেন যে এ লিখন অনেকং লক্ষের দ্বারা সজ্জিত আছে, আর কহিলেন যে ইহা পুরাতন নিদর্শনের পত্র হইতে পারে ঐ পত্রের বিবরণ এই যে এই ধনাগার আমি যে হোশঙ্গ বাদশাহ আমা কর্তৃক রায় দাবশিলীম নামক মহারাজের নিমিত্ত এই স্থানে সমর্পিত হইয়াছে কারণ দৈববাণীর দ্বারা আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে এই সকল ধনে রায় দাবেশলিমের অধিকার হইবেক, আর এই উপদেশ পত্র রত্নাদি ধনের মধ্যে সমর্পণ করিয়াছি যৎকালীন এই ধনাগারকে খুলিবেন ও এই উপদেশ সকল দৃষ্টি করিবেন তৎকালীন স্বীয়ান্তঃকরণে চিন্তা করিবেন যে স্বর্ণ মুক্তাদিতে বিহ্বল হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে, কারন ইহা ঋণ স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিদিন হস্ত পরিবর্ত্ত হইবেক এবং কাহার নিকট চিরস্থায়ী নহেন।

ধরণিতে ধন আশে কেন লোক রয়।
অনর্থের মূল অর্থ চিরস্থায়ী নয়॥
কদাচ কাহারে ইথে বিশ্বাস না হয়।
কোথায় বা থাকে ধন নিধন সময়॥

কিন্তু এই যে উপদেশ পত্র ইহা এক ব্যবস্থা স্বরূপ হইয়াছে অতএব রাজারদিগের এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এ কারণ ঐ জ্ঞানবান ঐশ্বর্য্যবন্ত রাজার উচিত হয় যে এই হিতোপদেশানুসারে কর্ম্ম করেন, আর জ্ঞাত হয়েন যে, যে রাজা পত্রে লিখিত চতুর্দ্দশ ব্যবস্থাকে বিশ্বাস না করেন তাঁহার মনস্কাম চঞ্চল হইবেক তাঁহার প্রথম উপদেশ এই।

আপন ভৃত্যের মধ্যে যে ব্যক্তিকে মর্য্যাদাবন্ত করিবেন তাহাকে অন্য লোকের কথাক্রমে উচ্চ পদচ্যুত করিতে স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যে ব্যক্তি রাজার নিকট মান্য হয় তাহার শত্রুতাচরণ অনেকেই করে (ইহা যথার্থ) আর যদ্যপি তাহার প্রতি রাজার অনুগ্রহের আধিক্য দর্শন করে তবে নানা প্রকার ছল দ্বারা তাহার ক্ষতি করিতে চেষ্টা করে এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষির ন্যায় হইয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্য ও চাতুরী দ্বারা যে পর্য্যন্ত রাজার অন্তঃকরণ তাহা হইতে পরিবর্ত্ত করিতে সক্ষম না হয় সেই পর্য্যন্ত অনিষ্ট চেষ্টা করে, আর ঐ চাতুরী সম্মিষ্ট বাক্য দ্বারা আপনদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।

হয় পরদ্বেষী যারা২।
অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা সদা পায় তারা॥
তুমি যঠ বাক্যে ভূপ।
আপনার প্রিয় পাত্রে না হও বিরূপ॥

অন্যের বচন, না কর শ্রবণ,
শুন সদা মম বাক্য।
তাহার কারণ, গর্জ্জে সেই জন,
কহে নানা রূপ বাক্য॥

দ্বিতীয় উপদেশ।

দুষ্ট ও অপবাদক হইতে আপন সভার পথ মুক্ত কর যেহেতু উহারা কলহ ও বিচ্ছেদের কারণ হইয়াছে যদ্যপি কোন ব্যক্তির এই গুণ দেখিলে তাহার দুষ্ক্রিয়ারূপ অনলকে তখনি শাসন রূপ বারি দ্বারা নির্ব্বাণ কর যেমন তাহার ধূম দ্বারা পৃথিবী যেন মলিন না হয়

যেই অনল প্রবল অঙ্গ দহে।
তারে শান্ত না করা যুক্তি নহে॥

তৃতীয় উপদেশ।

সভা মধ্যস্থ মন্ত্রী ও নানা লোকের সহিত প্রণয় বিরক্ত করা উচিত নহে, কারণ বন্ধুগণের ঐক্যতাতে ও সভাসদ্ব্যক্তির সহায়তাতে তাবৎ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

যথার্থ জানহ সবে প্রণয়ের ফল।
পৃথিবী করিতে বশ ঐক্য মহা বল॥

চতুর্থ উপদেশ।

শত্রুর মিষ্ট বাক্য ও স্তবেতে মগ্ন হওয়া উচিত নহে, আর যদ্যপি সম্মুখে স্তব ও নানা প্রকার কাকুতি মিনতি করে তথাপি সতর্কতা দ্বারা বিশ্বাস করা উপযুক্ত নহে, কারণ শত্রুর সহিত বাস্তবিক বন্ধুতা কখন হয় না।

মিষ্টভাষি শত্রু সদা লোক পরিহরে।
জ্বলন্ত অনলে যথা শুষ্ককাষ্ঠ ডরে॥
যুদ্ধাদি করিয়া যদি জয়ী নাহি হয়।
অবেচ্ছায় দিবারে চাতুর্য্য করয়॥

পঞ্চম উপদেশ।

উত্তম রূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আলস্য প্রযুক্ত নষ্ট করিও না কেননা নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার মনস্তাপ করিলেও পাওয়া দুর্ঘট।

করচ্যুত বাণ পুন নাহি আসে করে।
হস্ত পৃষ্ঠ মাংস যদি দন্তে ছিন্ন করে॥

ষষ্ঠ উপদেশ।

হঠাৎ কোন কল্পনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক করিবা যে হেতু হঠাৎ করণে অনেক দোষ আছে, আর বিবেচনা করিয়া করণে বহু গুণ।

উপস্থিত কার্য্যে ত্বরা না কর কখন।
মন্ত্রণা ত্যজিয়া কর্ম্মে না কর যতন॥
করিলে সকল কর্ম্ম শীঘ্র করা যায়।
পশ্চাৎ হইলে লজ্জা কি করে তাহায়॥

সপ্তম উপদেশ।

কোন প্রকারে মন্ত্রণা ত্যাগ করিওনা, আর যদ্যপি তোমার প্রতিকূলে অনেক রিপু ঐক্য হয় তবে তাহা মধ্যে এমন এক ব্যক্তির সহিত প্রণয় করা উচিত যে তাহা হইতে ঐ আপদে মুক্ত হওয়া যায় (ছলে

ন্ধুং ভবতি) এই শাস্ত্রানুসারে ইহারদিগের ছন্দের মূলকে ছলরূপ বাণ দ্বারা নষ্ট কর। বোদ্ধারা কহিয়াছেন।

শত্রু ছল ফাঁদে মুক্ত হইতে উপায়।
ছল বিনা অন্য দক্ষ কিছু নাহি তায়॥

অষ্টম উপদেশ।

শত্রু অথচ হিংসুক ব্যক্তি হইতে অন্তর হও ও তাহারদিগের মিষ্ট বচনে বিহ্বল হইও না, কারণ বক্ষঃস্থলে হিংসারূপ বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার ফল ক্ষতি ও ক্লেশ বিনা অন্য কিছু দেখা যায় না।

যাহার অন্তরে হিংসা থাকয়ে নিশ্চয়
তাহার অন্তর দেখ দৃঢ়তর হয়॥
সম্মুখেতে মিষ্ট বাক্য কহে যেইজন
অন্তরে অবশ্য তার মন্দ প্রকরণ॥

নবম উপদেশ।

অপরাধ ক্ষমাকে আত্ম ভূষণ কর আর অন্যাপরাধে যে হেতু প্রধান২ ব্যক্তিরা অমাত্য গণের প্রতি ক্রোধ করে না সেই হেতু অধীনের প্রতি সর্ব্বদা ক্ষমা ও অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের অসভ্যতাকে অদৃশ্য কর।

আদম অবধি এই ভূপতি পর্যন্ত।
ক্ষত্রপ্রভৃতি ক্ষমা করে যত বলবন্ত॥

এবং যখন সভাসদ্ব্যক্তিদিগের কোন ত্রুটি প্রকাশ হয় তখনি তাহাদিগের প্রতি রাজক্ষমা সহায় হয়।

একবার কৃপা করে তুলিয়াছ যারে।
পুনর্ব্বার দুঃখ ভূমে ফেল নাক তারে॥

দশম উপদেশ।

কাহাকেও দুঃখ দিতে চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে পরিবর্ত্ত রূপ যে দুঃখ সে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে না, (পাপস্য ফলং পাপং) পৃথিবীস্থ তাবৎ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহরূপ বারি বর্ষণ কর তবে মনোরথ কুসুম অগ্রক্রপোপবনে বিকশিত হয়।

শুভ কর্ম্মে শুভ ফল জানিহ নিশ্চয়।
অশুভ করিলে কর্ম্ম অতি মন্দ হয়॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যদ্যপি আছহ অজ্ঞাত।
এক দিন তাহা তুমি হইবে হে জ্ঞাত॥

একাদশ উপদেশ।

অনুপযুক্ত কর্ম্মে ইচ্ছুক হওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ অনেক লোক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ রূপে করিতে সক্ষম না হইয়া আত্ম ধর্ম্ম হইতেও চ্যুত হয়।

কবকদরি নামে পক্ষী তাহার চলন।
বায়স করিতে শিক্ষা করিল যতন॥
নারিল শিখিতে সেই উত্তম চলন।
লাভে মূলে হারাইল উভয় গমন॥

দ্বাদশ উপদেশ।

আপন অবস্থাকে ধৈর্য্যরূপ অলঙ্কারে শোভিত কর, কেননা সহ্য কারক ব্যক্তির অন্তঃকরণ নির্ম্মল থাকে।

সতত আছে অস্ত্র দেখ লোহ ময়।
সর্ব্বাপেক্ষা ধৈর্য্যরূপ অস্ত্র শ্রেষ্ঠ হয়।
তাহার কারণ এই জানহ নিশ্চয়।
শত্রু সৈন্য মধ্যে তাহা ধৈর্য্যশালী হয়।।

ত্রয়োদশ উপদেশ।

প্রভুভক্ত অমাত্যগণ ও প্রজাদি ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করিয়া বিশ্বাস-ঘাতক ও নষ্ট কারক ব্যক্তিদিগহইতে অন্তর হয় ও রাজধানীর অমাত্যগণ প্রভু ভক্তের প্রশংসাতে যদি প্রশংসনীয় হয় তবে রাজ্যের গোপনীয় কোন বিষয় প্রকাশকে পায় না এবং প্রজাগণেরাও কোন ক্লেশযুক্ত হয়না, আর যদ্যপি উহারদিগের অবস্থারূপ সে মুখ সে যদি ক্ষতিরূপ উল্কা দ্বারা মলিন হয় এবং উহারদিগের বাক্য রাজসমীপে যদি গ্রাহ্য হয় তবে নিরপরাধিকে নষ্ট করিতে যোগ্য হয় আর আপনার মানসের যে ফল তাহা অতি শীঘ্র সফল করে।

ভূপতির ভৃত্য যদি প্রভুভক্ত হয়।
তাহাতে রাজ্যের শোভা হয় অতিশয়।।
এরা যদি চেষ্টা করে ক্ষতি করিবারে।
মেদিনী করয়ে নষ্ট দেখ একেবারে।।

চতুর্দ্দশ উপদেশ।

কালের পরিবর্ত্তে যে দুঃখ তাহা সহ্য করা উচিত কেননা উৎকৃষ্ট জন সর্ব্বদা আপদগ্রস্ত থাকে, আর অপকৃষ্ট জন সদানন্দ রূপে কালক্ষেপণ করে।

দুর্দ্দান্ত হয়ে ব্যাঘ্র শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়।
উল্কামুখী রাত্রিকালে প্রান্তরে ভ্রময়॥
বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তারূপ গৃহ হতে।
না করে বাহির পদ দেশ কোন মতে॥
নির্ব্বোধ মানব সদা আনন্দ করিয়া।
পুষ্পোদ্যানে স্বেচ্ছারূপে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥

এবং ইহা নিশ্চয় অবগত হউন সৌভাগ্যরূপ যে বাণ সে পরমেশ্বরের সহায় ব্যতিরেকে মানসরূপ লক্ষকে বিদ্ধ করিতে শক্ত হয় না আর শাস্ত্র বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে সফল হয় না।

শিল্প শাস্ত্র বিদ্যা নহে মনের সাধন।
ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহে হয়েছে কারণ॥

এই চতুর্দ্দশ উপদেশ যাহা কহিলাম তাহার প্রত্যেক উপদেশের একং ইতিহাস আছে, যদ্যপি রায় এই সকল ইতিহাসের বিবরণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হয়েন তবেও শরন্দীপ পর্ব্বতে যাওয়া উচিত হয় যাহাতে আদমের পদ চিহ্ন আছে ঐ স্থানে গমন মাত্রেই তোমার মানস সমগ্র পূর্ণ হইবেক, তব মানস পূর্ণার্থে পরমেশ্বরো আশুয়ং দদাতি এবং

যখন ঐ জ্ঞানী এই চতুর্দ্দশ উপদেশ রাজার কর্ণগোচর করাইলেন তখন রাজা ঐ ব্যক্তিকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেন আর ঐ লিখিত পত্রকে নানপ্রকার চুম্বন করিয়া রাজ্যের ব্যবস্থা স্বরূপ করিয়া রাখিলেন আর কহিলেন যে স্বপ্নেতে যে এক ধনাগার আমি পাইয়াছিলাম তন্মধ্যে যে এই শুদ্ধ রত্নাগার সে রত্নাদির আগার নহে, আর পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে ঐহিক ধনাগার আমার এতদ্রূপ যে ঐহিকের নিমিত্ত ঐ রত্নাদি ধনের কিছুই আবশ্যক নাই। সাহস দ্বারা যে এই কিঞ্চিৎ ধন আমি পাইয়াছিলাম সে পাওয়া না পাওয়া তুল্য। এই লিখিত পত্রের প্রশংসার কারণ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা উচিত। ইহার যে ফল সে হোশঙ্গ বাদশাহকে অর্শে (শুভকর্ম্মণঃ ফলং শুভকারকং ভবতি) এই শাস্ত্রানুসারে বেতন স্বরূপ আমিও কিঞ্চিৎ পাইতে পারি, পরে রাজাজ্ঞানুসারে রাজমন্ত্রী ঐ সকল ধনাদি ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে দরিদ্রগণকে বিতরণ করিলেন।

দানের কারণ, হইয়াছে ধন,
তাহা আমি পরিহরি।
যথা আছে ধন, তথা বিতরণ,
দেখ বিবেচনা করি॥

পরে এ সকল অবস্থা হইতে সাবকাশ হইয়া আপন রাজ্যে গমন করিয়া রাজ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট

হইলেন ও সমস্ত রাত্রি শারন্দীপ যাইবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেননা তথায় গমন করিলে তাবৎ মানস পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ তাবৎ ইতিহাসের বিবরণ জ্ঞাত হইব তাহাতে আমার রাজ্যের মঙ্গল হইবেক. পর দিবস সূর্য্যদেব ইয়াকুৎ নামক প্রস্তরের ন্যায় হইয়া শরন্দীপ পর্ব্বতের প্রান্ত হইতে প্রকাশ হইলেন.

সূর্য্যদেব স্বর্ণ বর্ণ রূপ প্রকাশিল।
তাহাতে প্রকাশ রাত্রি দ্বার আচ্ছাদিল॥

পরন্তু দাবেশলীমের আজ্ঞানুসারে দূতেরা অমাত্যগণের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি সৎপরামর্শদায়ক ছিলেন তাহাদিগকে রাজ সিংহাসনের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক যথাযোগ্য পুরস্কার করিলেন, অনন্তর রাজা গত রজনীর তাবৎ বিবরণ ঐ দুই ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে ইহার পরামর্শ তোমারা কি অনুমান কর। বহু দিবস হইল আমি বিপদরূপ বন্ধনকে তোমারদিগের ব্যবস্থা রূপ অঙ্গুলি দ্বারা মোচন করিয়াছি এবং রাজ্যের ও যুদ্ধের মূল তোমারদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা স্থাপন করিয়াছি, অদ্য তোমারদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও যুক্তি দ্বারা যাহা হয় তাহা জ্ঞাত করাও পরে আমি তাহা সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিয়া যে ব্যবস্থা ঐক্য হয় তদনুসারে কর্ম্ম করিব।

ব্যবস্থাতে করা কর্ম্ম উপযুক্ত হয়।
যুক্তি ভিন্ন কর্ম্ম করা যুক্তি সিদ্ধ নয়॥

পরে ঐ মন্ত্রিরা কহিলেন যে এ কথার উত্তর শীঘ্র প্রদান করা উচিত নহে, আর ভূপতিদিগের বাক্য ও কর্ম্মেতে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা উপযুক্ত হয়, কারণ বিবেচনা ব্যতিরেকে কর্ম্ম করা অপরীক্ষিত স্বর্ণের ন্যায় দোষের বিশিষ্ট হয়।

মানব সকলে ইহা জানহ নিশ্চয়।
বিবেচনা বিনা কথা কহা ভাল নয়।

অতএব আমরা দিনরাত্রি বিবেচনারূপ কষ্টি প্রস্তরে আপনকার স্বর্ণ তুল্য বাক্যের পরীক্ষা করিয়া কল্য নিবেদন করিব। রাজা ইহা স্বীকার করিলেন। পর-দিবস প্রাতঃকালে ঐ দুই ব্যক্তি রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে স্থিত হইয়া রাজার অনুমতি শ্রবণ জন্য কর্ণ কুহরকে অনাবৃত করিয়া রাখিলেন, পরে রাজাজ্ঞানন্তর প্রধান মন্ত্রী রীত্যনুসারে ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন।

পৃথিবী করিছ দান শুনহে রাজন।
ঈশ্বর হইয়া তুষ্ট ইহার কারণ॥
চিরকাল ভোগ জন্য তোমারে নিশ্চয়।
ঈশ্বর দিলেন পৃথ্বী হইয়া সদয়॥

দাসের অন্তঃকরণেতে এই বোধ হয় যে ভ্রমণে ইহার ফল অত্যল্প, কিন্তু ইহাতে ক্লেশাধিক্য এবং তাবৎ স পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশের উপর নির্ভর করিতে

ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন যেহেতু আপনার বুদ্ধি অত্যন্ত উজ্জ্বল, ও ঐ ভ্রমণ বক্ষঃস্থল দাহক অগ্নিকণার ন্যায় হইয়াছে আর তীরের ন্যায় অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করে। তত্র প্রমাণং। (প্রবাসস্তু নরকস্যৈকাংশো ব্রবীতি।) দেখ চন্দ্রের পুত্তলিকা কদাচ স্বস্থান পরিত্যাগ করেনা, এ কারণ শরীরের প্রধান বস্তু হইয়াছে ও চন্দ্র যদি স্বস্থান ত্যাগ করে এ কারণ ক্ষীণ হয়।

ভ্রমণ বিষাদ আর দুঃখের আস্পদ।
ভ্রমণ বিরহে আছে সকল সম্পদ।

স্বদেশের সহিত সুখের পরিবর্ত্ত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে, যদি অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাতে বর্ত্তমান বস্তুর ত্যাগ ও স্থিতির সুখকে ভ্রমণের দুঃখের সহিত পরিবর্ত্তন করে তবে তাহার ইচ্ছা সিদ্ধ হইবে না। যেমন ঐ কপোতের ঘটিয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি প্রকার। মন্ত্রী কহিলেন যে আমি শুনিয়াছি দুই কপোত এক স্থানে বাস করিত তথায় অন্যের আগমন জন্য যে উদ্বেগ ও কাল বশত যে দুঃখ তাহা তাহাদিগের ছিলনা এবং জল ও শস্য ভোজন দ্বারা কালক্ষেপণ করিত। তাহাদের নাম বাজেন্দা ও নওয়াজেন্দা ছিল। ঐ উভয়ে প্রভাতে ও সায়ংকালে একস্বরে গান করিত, আর কখন২ মনোহর ধ্বনি করিত।

দেখিতে ঈশ্বর মুখ মানস করিয়া।
নির্জ্জনে করেছি বাস একাকী ভাবিয়া॥

নিতান্ত অন্তরে আমি ভাবিয়া তাহায়।
অনন্ত হয়েছি আমি মহীর মায়ায়॥

উহারদিগের ঐক্য দেখিয়া কাল হিংসা করতঃ শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সময়ের ইচ্ছা বিনা নাহি অন্য কর্ম।
মৈত্রতা করায় ভঙ্গ এই তার ধর্ম॥

পরে এক দিবস বাজেন্দা নামক কপোত দেশ ভ্রমণ ইচ্ছা করিয়া আপন বন্ধু নওয়াজেন্দাকে কহিলেক যে আমরা এক স্থানে আর কত দিন বাস করিব অতএব আমার ইচ্ছা হয় যে দুই তিন দিবস স্থানান্তরে ভ্রমণ করি (পৃথিব্যাং ভ্রমণং কুরু) এই বিদ্যানুসারে আমি কর্ম করিব যেহেতু ভ্রমণে অনেক২ আশ্চর্য্য দৃষ্টি ও নানা বিষয়ের পরীক্ষা হয়, আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন (প্রবাসো জয়সাধনো ভবতি) অস্ত্র যে পর্য্যন্ত আচ্ছাদনচ্যুত না হয় সে পর্য্যন্ত রণস্থলে প্রশংসান্বিত হয় না।

প্রবাস সহায় হয় জ্ঞানী পুরুষের।
আম্বদ হয়েছে সেই মানী মানবের॥
ধনের আকার সেই জানহ নিশ্চয়।
গুণের যথার্থ গুরু দেখ সেই হয়॥
বৃক্ষের থাকিত যদি শক্তি চলিবার।
তবে নাহি সহিত সে অস্ত্রের প্রহার॥

পরন্তু নওয়াজেন্দা কহিলেক হে বন্ধো ভ্রমণের ক্লেশ

তুমি কখন দেখ নাই (ভবংস্তু দুঃখাং ভবতি) এই বাক্য তোমার কখন কর্ণগোচর হয় নাই (বিরহেণ সর্ব্বং দহতি।) তোমার অন্তঃকরণ রূপ যে পুষ্পোদ্যান তাহাতে বিচ্ছেদ রূপ ঋতু কখন যায় নাই; ভ্রমণ এক বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছে, যাহার ফল বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে আর নাই আর ভ্রমণ এক মেঘ স্বরূপ হইয়াছে যাহাতে দুঃখ রূপ বারি ব্যতিরেকে অন্য বারি বর্ষণ হয় না।

ভ্রমণ কারির সন্ধ্যা পথে করে স্থিতি।
পথিক জনার মন তাহে নহে স্থিতি॥

অপিচ বাজেন্দা কহিলেক যে ভ্রমণ প্রাণের ক্ষতি কারক হয় বটে, কিন্তু নগর সকলের কৌতুক উত্তম দৃশ্য বস্তুর দর্শন হইয়া মনের সন্তোষ জন্মায়। ভ্রমণের দুঃখ একবার সহ্য হইলে পরে তাদৃক ক্লেশ দায়ক হয় না এবং পৃথিবীর আশ্চর্য্য শোভা দর্শনেতে ভ্রমণের যে ক্লেশ সে পূর্ণ রূপে দুঃখ দায়ক নহে।

ভ্রমণেতে বটে জীব নানা ক্লেশ পায়।
প্রথমেতে পথিকের কাঁটা ফোটে পায়॥
পথের কণ্টকে তবে কেন করি ভয়।
মানসের ফুল যদি প্রস্ফুটিত হয়॥

পরে নওয়াজেন্দা কহিলেক যে হে বন্ধো, পৃথিবীর আশ্চর্য্যং বস্তু ও স্বর্গের উদ্যান দর্শন বন্ধুদিগের সহিত হইলে ভাল হয়, এবং কোন ব্যক্তির বন্ধু দর্শন জন্য

সৌভাগ্য রহিত হইলে যে দুঃখ ও ক্লেশ জন্মে তাহা কি এই সকল দর্শনে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ হয় না। ইহা আমি জ্ঞাত আছি, বন্ধু বিচ্ছেদ জন্য বেদনা ও দুঃখ তাবৎ বেদনা ও দুঃখ হইতে শ্রেষ্ঠ.

বন্ধুর বিচ্ছেদ দেখ চিহ্ন নরকের।
যথার্থ না বলি চাহি ক্ষমা ঈশ্বরের॥

এক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় নিরাপদ স্থান ও খাদ্য উপস্থিত আছে, তাহাতে নিশ্চিন্ত রূপে বাস করহ, এরূপ অনুপকারিণী বাসনা করিও না।

ধৈর্য্যাবলম্বন করি করহ বসতি।
বিচ্ছেদ করিতে আছে সবার শকতি॥

পরে রাজনন্দা কহিলেক হে বন্ধো আমার নিকট বিচ্ছেদের কথা পুনঃ২ কহিও না, কারণ পৃথিবীতে বন্ধুর অভাব নাই. দেখ এক বন্ধু ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনে অন্য বন্ধুর সহিত মিলনে কোন চিন্তা থাকে না, আর যদ্যপি এস্থানে বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করি তবে অচিরে অন্য বন্ধুর সমীপে গমন করিতে সক্ষম হইতে পারি। ইহা কি তুমি শ্রুত আছ, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

এক বন্ধু প্রতি মন না কর কখন।
এক দেশ প্রতি কভু নাহি দেও মন॥
তাহার কারণ শুন করি নিবেদন।
নদ নদী শুষ্ক ভূমি আছে অগণন॥

এবং এই প্রার্থনা করি যে তুমি ভ্রমণের বার্ত্তা আর আমাকে স্মরণ করাইও না কেননা ভ্রমণের দুঃখস্বরূপ যে অগ্নি সে ব্যক্তিদিগকে পরিপক্ক করে। ছায়া নিবাসি অপরিপক্ক ব্যক্তি আশারূপ তুরঙ্গকে সাহসের প্রান্তরে ধাবমান করাইতে শক্ত হয় না।

দিয়র ভ্রমণ নাহি করে সেই জন।
সেই নর পরিপক্ক না হয় কখন॥

অনন্তর নওয়াজেন্দা কহিলেক হে বন্ধু এইরূপে যে তুমি পুরাতন বন্ধুদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নূতন বন্ধুত্ব করণেচ্ছুক হইতেছ তাহা করিতে শক্ত হইবে বটে কিন্তু বিজ্ঞদিগের বাক্যের ভাব এই।

নূতন বন্ধুর আশে পুরাতন বন্ধু।
নাহি কর ত্যাগ তুমি শুন গুণসিন্ধু॥
তাহার কারণ বলি শুন দিয়া মন।
নূতন বন্ধুত্ব কভু ভাল নাহি হন॥

এই সকল বিজ্ঞদিগের বচন যদি তুমি ত্যাগ করিতে শক্ত হও তবে আমার কথা ত্যাগ করা তোমার কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম।

সুবন্ধু বচন যে বা না করে শ্রবণ।
শত্রু হস্তগত সদা হয় সেই জন॥

অনন্তর কথোপকথনে নিবৃত্ত হইয়া পরস্পর বিদায় হইলেন, পরে বাজেন্দা বন্ধু সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেক।

রাজেন্দা উড়িল দেখ করে সেই রূপ।
পিঞ্জর হইতে পাখি উড়ে যেইরূপ॥

অপিচ রাজেন্দা অত্যন্ত ভ্রমণেচ্ছুক হইয়া বায়ুপথে গমন করিয়া বৃহৎ২ পর্ব্বত ও স্বর্গের ন্যায় উদ্যান সকল দর্শন করিতে২ অকস্মাৎ এক শৈল দর্শন করিলেক। ঐ গিরি এতাদৃশ উচ্চ ছিল যে তাহার চূড়া সকল নক্ষত্রগণ স্পর্শ করিত ও পৃথিবীকে আপন নিকট আপরের ন্যায় অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বোধ করিত পরে মিস্তু নামক স্বর্গের উদ্যানের ন্যায় আর এক প্রান্তর দর্শন করিলেক ঐ প্রান্তরের উত্তর দিকস্থ যে বায়ু সে তাতার নগরের মৃগনাভির সৌগন্ধ হইতে অধিক সুঘ্রাণ যুক্ত।

লক্ষ২ পুষ্প তাহে আছে প্রস্ফুটিত।
কাগুত আচ্ছন্ন তৃণ সারি সুনিশ্রিত॥
নানা রঙ্গ পুষ্প সেই অতি মনোহর।
তাহার সৌগন্ধ যায় দূর দূরান্তর॥

অনন্তর ঐ মনোহর স্থান রাজেন্দার অতিশয় মনোনীত হইল এবং দিবাবসান প্রযুক্ত শ্রান্তি নিবৃত্তি কারণ ঐ স্থানে স্থিতি করিলেক, পরে ভ্রমণ জন্য ক্লান্তি শান্তি না হইতে দৈবাৎ বায়ু শয্যাকারক স্বরূপ হইয়া গগণোপরি মেঘ রূপ চন্দ্রাতপ বিস্তার করিলেক এবং পৃথিবীস্থ ব্যক্তিরা ঐ মেঘের ভয়ানক গর্জ্জন শ্রবণে ও হৃদয় দাহক বিদ্যুৎ দৃষ্টি করণে প্রলয়কালের ন্যায়

চীৎকার করিতে লাগিল আর বজ্রাঘাত পতন দ্বারা লালেহ কুসুমের অন্তঃকরণকে দাহ করিতে লাগিল এবং শিলা সকল আত্ম পতনে নরগেশ নামক পুষ্পকে ভূমিস্থ করিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

বিদ্যুত ফলক বজ্র হইয়া পতন।
পর্ব্বত হৃদয় সেই করে বিদারণ॥
ভয়ানক মেঘধ্বনি শুনি অতি ভীত।
মেদিনী হইল দেখ ভয়েতে কম্পিত॥

পরে বাজেন্দার এমত সময়ে তীর স্বরূপ যে বারি দ্বারা তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় ছিল না, আর শীতের ক্লেশ নিবৃত্ত হয় এমত আশ্রয় স্থানও ছিল না, এই হেতুক কখন কোন বৃক্ষ শাখে ও কখন বৃক্ষ পত্রে লুক্কায়িত হইল কিন্তু বারি দ্বারা সে শীতের আঘাত জন্য দুঃখ এবং বিদ্যুত ও বজ্র পতনের ভয় দণ্ডেং অধিক হইতে লাগিল।

ঘোর অন্ধকার নিশি মেঘের গর্জ্জন।
তাহে দেখ অতিশয় বারি বরিষণ॥
এ যাতনা চিন্তা নাহি সেই জন করে।
হৃষ্ট মনে আছে যেবা সভার ভিতরে॥

অনন্তর বাজেন্দা অকাল বর্ষণাদি জন্য দুঃখ সহ্য করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বন্ধুর কথা ও বাসস্থান স্মরণ করত ঐ রজনি অতি ক্লেশে প্রভাত করিল।

আগে যদি জানিতাম এরূপ ঘটিবে।
তোমার বিচ্ছেদে মোর অন্তর দহিবে॥
তবে তব সঙ্গত্যাগ নাহি করিতাম।
এক দিন জন্য কভু নাহি ত্যজিতাম॥

পরে রজনি প্রভাত হইবা মাত্রেই মেঘ জন্য অন্ধকার দূর হওনে সূর্য্য কিরণে পৃথিবী আলোকময় হইল।

উদয় অচলে সূর্য্য উদয় হইল।
স্বর্ণচক্র সম তেঁহ দীপ্তি প্রকাশিল॥

অনন্তর পুনর্ব্বার তথা হইতে উড্ডীয়মান হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিল যে ভ্রমণ করি কি বাস স্থানে পুনঃ গমন করি, পরে নিশ্চয় করিলেক যে দুই তিন দিবস ভ্রমণ করি, ইতোমধ্যে, সূর্য্য কিরণের ন্যায় পতন-শালী ও চক্ষুর দৃষ্টির ন্যায় গমন-শালী শাহীন নামক পক্ষী বাজেন্দাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

পরে যখন বাজেন্দার দৃষ্টি ঐ নির্দ্দয় শাহীনের প্রতি পতিত হইল তৎকালে তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হওনে শক্তি হীন হইল।

শাহীন পড়িল যদি কপোতের প্রতি।
ক্লেশ সহ্য বিনা তার অন্য নাহি গতি॥

পরন্তু বাজেন্দা যখন আপনাকে আপদ্গ্রস্ত বোধ করিলেক তখন ঐ হিতৈষী বন্ধুর উপদেশ সকল স্মরণ করত আপন কুমতি উত্তম রূপে জ্ঞান হইল।

ঈশ্বর নিকটে বহু মানস করিয়া।
প্রতিজ্ঞা করিল তবে কাতর হইয়া॥

যে যদ্যপি এই মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হই তবে ভ্রমণের যে বাঞ্ছা তাহা কখন অন্তঃকরণেও অর্পণ করিব না, আর বন্ধুর সঙ্গ পরম শত্রুর ন্যায় উহা জ্ঞান করিয়া যাবৎ জীবিত থাকিব তাবৎ ভ্রমণের নামও জিহ্বাগ্রে আনিব না।

পুনঃ যদি তব সঙ্গে হয়তো মিলন,
তাহার বিচ্ছেদে কেহ না হবে ভাজন॥

এইরূপ চিন্ত্যমান কপোতের ভাগ্যবশে ঈশ্বর কর্তৃক মনো বাঞ্ছা সফল হইল অর্থাৎ শাহীন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না তাহার কারণ এই যে ঐ শাহীনপক্ষী তৎকালীন কপোতকে হস্তগত করিতে তন্নিকটবর্তী হইল সেই সময় বলবান ক্ষুধার্ত ও নসরতায়ের নামক পক্ষির ভয় জনক তুকার নামক এক পক্ষী দেশান্তর হইতে আহার অন্বেষণে উড্ডীয় মান হইয়া তৎকালীন শাহীন ও কপোতের অবস্থা দর্শন করিল তখন এই ভাবিল যে এই ক্ষুদ্র কপোত দ্বারা কেবল জলপান মাত্রে শরীরের কিঞ্চিৎ ব্যাকুলতা রহিত হইতে পারে, পরে ঐ শাহীনের সম্মুখ হইতে ঐ কপোতকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল, কিন্তু শিকার কারণ শাহীনের শরীরে যাদৃশ শক্তি ছিল তাদৃশ শক্তি

স্কারের ছিল না বটে, তথাচ তাহা বোধ না করিয়া তাহার সহিত সমভাবে যুদ্ধারম্ভ করিল।

উভয় পক্ষীতে যদি যুদ্ধ আরম্ভিল।
এই অবকাশে দেখ কপোত ভাগিল॥

পরে বাজেন্দা অবকাশ পাইয়া এক প্রস্তরের নীচে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিল অনন্তর প্রভাত সময়ে বাজেন্দা স্বস্থানে গমনাশক্ত হইয়াও ভয় প্রযুক্ত চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত ক্রমে উড়িতেং অন্য এক কপোতকে দর্শন করিলেক ঐ কপোত কতকগুলিন শস্য ও নানা প্রকার কৌশল সম্বলিত ছিল এবং ঐ সময়ে ক্ষুধারূপ সৈন্য বাজেন্দার শরীর রূপ রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, এ কারণ বিবেচনা না করিয়া স্বজাতি নিকটে গমন করিয়া ঐ সকল শস্য গলোকরণ না হইতে হইতে তাহার চরণ ফান্দে বদ্ধ হইল।

দুষ্টের হয়েছে ফান্দ শরীর পোষক।
মনোরূপ পাখির জন্যও বহু শক॥

অনন্তর বাজেন্দা রাগান্বিত হইয়া কহিতে লাগিল যে, হে ভ্রাতঃ তোমায় আমায় এক জাতি অতএব তোমা হইতেই আমার এ আপদ ঘটিল তুমি আমাকে পূর্ব্বে সাবধান ও আতিথ্য এবং সুশীলতা প্রকাশ কেন না করিলে তাহা হইলে আমি অন্তরে থাকিতাম ও এ প্রকার বদ্ধ হইতাম না, পরে সে

উত্তর করিলেক যে ঈশ্বরের ঘটনা কেহ অন্যথা করিতে শক্ত হয় না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা রূপবাণ যদি ছোটে।
উপায় রূপের ঢালে নাহি সেই টোটে।।

পরন্তু বাক্কন্দা কহিলেক যে তুমি এ আপদ হইতে আমাকে যদ্যপি মুক্ত করিবার পথ দেখাইতে পার তবে চিরকালের জন্যে আমাকে বাধ্য করিবে, পরে ঐ কপোত কহিলেক যে অরে নির্ব্বোধ যদি ইহার কোন উপায় জানিতাম তবে কি আমি এ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতাম না। তোমার এই বাক্য সেই উষ্ট্র শাবকের ন্যায় হইয়াছে, যে গমন করত ক্লান্ত হইয়া রোদন করিতে২ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মাতাকে কহিয়াছিল যে হে নিষ্ঠুর কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর আমি ক্ষণেককাল বিশ্রাম করি, ইহাতে তাহার মাতা কহে অরে অন্ধ তুই কি দেখিতে পাইস না যে তোর নাসিকার রজ্জু অন্যের হস্তে অর্পিত আছে যদ্যপি আমার কিছু সাধ্য থাকিত তবে কি আপন পৃষ্ঠ দেশকে বোঝা হইতে ও তোর পদকে গমন হইতে মুক্ত করিতাম না।

আপন মাতার কাছে উষ্ট্রের তনয়।
কহিয়া আপন দুঃখ নিদ্রা গত হয়।।
পরেতে কহিল মাতা শুনরে তনয়।
কিঞ্চিৎ করিতে স্থিতি মোর সাধ্য নয়।।

যদ্যপি থাকিত এই রজ্জু মোর হাতে,
তবে না যেতাম আমি ইহাদের সাতে॥

অপিচ বাজেন্দ্র ধড় ফড় করিতে লাগিল, এবং অনেক কষ্টে উদ্যোগ চেষ্টা করিল, আর উহার আশা রূপ রজ্জু বড় শক্ত ছিল, এবং ফাঁদের দড়ি অতিশয় পুরাতন একারণ শীঘ্র ছিন্ন হইল, তাহাতে বাজেন্দ্র ঐ ফাঁদ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে হস্টান্তঃকরণে উড্ডীয়মান হইয়া আত্ম দেশাভিমুখগামী হইল, আর এই দৃঢ় বন্ধন হইতে যে মুক্ত হইয়াছিল একারণ আহ্লাদে তাহার ক্ষুধার চিন্তা দূরে গেল, পরে উড়িতেং বসতি রহিত এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্র সমীপস্থিত এক প্রাচীরে বসিল, তৎকালে এক কৃষকতনয় ঐ মাঠের প্রহরিতা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল যখন তাহার দৃষ্টি ঐ পায়রার প্রতি পড়িল, তখন ঐ কপোতের মাংস দ্বারা কাবাব করিতে বড় ইচ্ছুক হইয়া ধনুকে বাঁটুল যোগ করিলেক, কিন্তু ঐ কপোত তৎকালীন ঐ ক্ষেত্র ও মাঠের চতুর্দ্দিগ দৃষ্টি করত অন্য মনস্ক ছিল, পরে হঠাৎ ঐ বাঁটুলের আঘাত তাহার ডানায় লাগিয়া অতিশয় ভয় যুক্ত হইয়া ঐ প্রাচীরের নিম্নস্থ কূপের মধ্যে অধোমুখ হইয়া পতিত হইল। ঐ কূপ এতাদৃশ গম্ভীর ছিল যে তাহার নীচে হইতে আকাশকে চক্রের ন্যায় বোধ হইত, আর দিবা রাত্রি ব্যাপিয়া ঐ কূপ মধ্যে গমন করিলেও তাহার সীমা হইত না

সামান্য নহেক সেই কূপের খনন।
সপ্ত তাল করি ভেদ করেছে গমন॥
আকাশ জানিতে তার সীমার বিশেষ।
যদ্যপি আপনি তাহে করয়ে প্রবেশ॥
ভ্রমিয়া ভ্রমণ যদি হয় নিবারণ।
তথাপি না পায় তার সীমা দরশন॥

অনন্তর ঐ কৃষক পুত্র যখন দেখিলেক যে ঐ পায়রা কূপ মধ্যে পতিত হইয়াছে তখন তাহার চেষ্টা রূপ যে রজ্জু তাহার খর্ব্বতা দেখিয়া নিরাশ হইয়া ঐ মৃত বহু কপোতকে ক্লেশের কারাগারে রাখিয়া গমন করিল, পরে বাজেন্দা ঐ কূপ মধ্যে দিবারাত্র বাস করিয়া আপন ভ্রমনের দুঃখ নওয়াজেন্দাকে মানস করিয়া কহিতে লাগিল।

নওয়াজেন্দা করি মনে কহিতে লাগিল।
তোমার গলিতে মোর যবে স্থান ছিল॥
তোমার দ্বারের ধূলি করিয়া কজ্জল।
মোর চক্ষু হয়ে ছিল দেখিতে উজ্জ্বল॥
পূর্ব্বেতে আছিল মনে এই সে ভাবনা।
বন্ধুতা কখন আমি ত্যাগ করিব না॥
কি করি নাচারি মোর এমন ঘটিল।
পূর্ব্বের মানস মোর সব বৃথা ছিল॥

পর দিবস স্বীয় শক্ত্যানুসারে কূপোপরি গাত্রোত্থান করিয়া ক্রন্দন ও কাতরোক্তি করত আপন বাসার নিকট

উপস্থিত হইল। নওয়াজেন্দ আপন বন্ধুর পদ পাতে ধ্বনি শুনিয়া আগ বাড়াইবার কারণ বাসা হইতে উড্ডীয়মান হইয়া কহিল,

চিন্তা করি কি রূপ দেখিব আমি তারে।
পুনঃ চক্ষু খুলিলাম বন্ধু দেখিবারে॥
ইহার কারণে আমি শুনহে ঈশ্বর।
কি স্তব করিব স্তব হইয়া কাতর॥

পরে যখন বাজেন্দার সহিত কোলাকোলি করিল তখন তাহাকে অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল দেখিয়া কহিল, হে বন্ধু তুমি কোথায় ছিলে আর তোমার এ অবস্থার কারণ কি তাহা কহ পরে বাজেন্দা কহিতে লাগিল।

কহিতে বয়ান মোর দুঃখের বারতা।
জ্যোৎস্না রাত্রি চাহি আমি উদ্বেগ রহিতা॥

আমার সংক্ষেপ বাক্য এই যে শুনিয়াছিলাম ভ্রমণে অনেক বিষয়ের পরীক্ষা হয় কিন্তু আমি তাহা একবারে ভ্রমণেই বোধ করিয়াছি আর যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব ইহার মধ্যে আর কখন ভ্রমণ করিব না, হে দে ভ্রমণ দূরে থাকুক বড় আবশ্যক ব্যতিরেকে বাসা হইতেও কখন বাহির হইব না আর আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বন্ধু দর্শন রূপ যে ধন তাহা প্রবাস রূপ দুঃখের সহিত পরিবর্ত্ত করিব না।

প্রবাস বাসনা কভু না করিব আর।
বন্ধু দর্শন সুখের নাহি পারাবার॥

তদনন্তর মন্ত্রী কহিলেন আমি যে এই দৃষ্টান্ত মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিলাম, তাহার কারণ এই যে আপনি গৃহে বাসকরণের যে গুণ তাহা ভ্রমণের দুঃখের সহিত পরিবর্ত্ত করিবেন না এবং স্বদেশ ও বন্ধুর যে বিচ্ছেদ তাহার ফল অতিশয় ক্রন্দন ব্যতিরেকে আর নাই অতএব আপনি স্বেচ্ছাধীন হইয়া স্বীকার করিবেন না।

দেশ বন্ধু দরশনে মোর ইচ্ছা চলে।
বহু দিবসের পথ ভাসে চক্ষু জলে॥

পরে দাবেশিলীম কহিলেন হে মন্ত্রী ভ্রমণের দুঃখ যদ্যপি অধিক বটে তথাপি তাহাতে লভ্যও অধিক আছে, কেন না কোন ব্যক্তি প্রবাস জন্য পরিশ্রমের ঘূর্ণিতে পতন না হইতে শিষ্ট ও সিদ্ধান্তঃকরণ হইতে শক্ত হয় না এবং ইহার যে পরীক্ষা সে জীবন পর্য্যন্ত লভ্য দায়ক হয়, আর ভ্রমণেতে নিশ্চয় এই দুই প্রকারের বৃদ্ধি হয়, এক বিখ্যাত জন্য অপর পরমার্থিক। ইহা শতরঞ্চ ক্রীড়ায় প্রমাণ আছে এক বড়িয়া বুদ্ধি দ্বারা ছয় পদ ভ্রমণ করিলেই মন্ত্রির পদ-প্রাপ্ত হয়, আর প্রতিপদের চন্দ্র চতুর্দ্দশ দিবস ভ্রমণ করিয়া পৌর্ণমাসীর চন্দ্র হয়।

ভ্রমণ করিলে দেখ দাস রাজা হয়।
ভ্রমণ নহিলে কভু চন্দ্র পূর্ণ নয়॥

আর যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপন গৃহ হইতে বাহির

না হয় তবে রাজ্যের আশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শন ও মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইতে নিরাশ হয়, দেখ বাজ পক্ষী আপন বাসাতে বাস করে না, এ কারণ ভূপতি দিগের হস্তে তাহার স্থিতি হইয়াছে, আর দেখ পেচক পক্ষী বাস স্থান কখন ত্যাগ করেন। এ কারণ ভিত্তির পশ্চাৎ ভাগে তাহার স্থান হইয়াছে।

শাহাবাজ মত তুমি করহ ভ্রমণ।
পেচকের মত তুমি থাক কি কারণ॥

এক গুরু আপন শিষ্যদিগকে এই পয়ার দ্বারা লোভ জন্মাইতে ছিলেন।

ভ্রমণ করিলে নর মনোনিত হয়।
মহ তুতা দ্বারা চক্ষে পুত্তলিকা হয়॥
বারি হতে কোন বস্তু নাহিক উত্তম।
এক স্থানে স্থিতি হলে সে হয় অধম॥

এক শিকারী বাজ চিলের শাবকের সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যদ্যপি সে ঐ চিলের বাসাতে থাকিত এবং ভ্রমণেচ্ছু হইয়া উড্ডীয়মান না হইত তবে কদাচ নৃপতি তাহাকে প্রতিপালন করিতেন না, অনন্তর মন্ত্রী নিবেদন করিলেক যে ইহার বৃত্তান্ত কি প্রকার। পরে রায় দাবেশিলীম নৃপতি কহিলেন যে সমাচার পত্র দ্বারা আমি শ্রুত হইয়াছি যে কোন কালে বাজ নামক দুই পক্ষী পরস্পর প্রণয় করত এক

অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি স্বচ্ছন্দরূপে বাস করিয়া উভয়ে পরস্পরাবলোকনে আনন্দ চিত্তে কালযাপনা করিত।

শুন হে সুন্দর হবে গোলাপের মত।
সাক্ষাত হইলে হয় তব সুপ্রভাত॥

কিয়ৎকালানন্তর পরমেশ্বর উহারদিগকে একটি শাবক প্রদান করিলেন ঐ সন্তান প্রতি উহারদিগের [illegible] স্নেহ ছিল, এ কারণ উভয়েই ঐ শাবকের নিমিত্ত আহারাহরণে গমন করিয়া নানা প্রকার আহা-রীয় দ্রব্য আনয়ন করিত. ইহাতে অল্প দিবসের মধ্যে তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অনন্তর এক দিবস তাহাকে একাকী রাখিয়া তাহারা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল আর তাহারদিগের আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওনে ঐ শাবক অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া লম্ফ ঝম্প করত চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিয়া বাসার ধারে আসিয়া হঠাৎ ঐ স্থান হইতে পতিত হইল, ইতো-মধ্যে পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে এক চীল আপন বাসা হইতে সন্তানদিগের আহারাহরণ নিমিত্ত পর্ব্বতো-পরি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া বসিয়াছিল, যৎকালে তাহার দৃষ্টি ঐ বাজ-শাবকের উপর পড়িল তখনি সে এই বোধ করিল যে একটা মূষিক অন্য কোন চিলের ধারা হইতে পড়িতেছে।

অনন্তর ঐ চীল উড্ডীয়মান হইয়া ভূমিতে পতন না

হইতে হইতে তাহাকে ধারণ করত আপন বাসায় লইয়া গেল এবং উহার থাবা ও ঠোঁটের চিহ্ন দেখিয়া বোধ করিলেক যে এ নিশ্চয় শিকারি পক্ষীর জাতি হইবেক, পরে স্বজাতীয় দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ মায়া জন্মিল আর মনে করিল যে পরমেশ্বরের যথেষ্ট অনুগ্রহ যে আমাকে ইহার পরমায়ুর কারণ করিয়াছেন আর যদ্যপি আমি এস্থানে উপস্থিত না হইতাম তবে ভূমিতে পতন হইয়া এই শাবকের অস্থি প্রস্তরে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইত এবং যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছা এরূপ হইল যে আমি ইহার বাঁচিবার হেতু হইলাম তবে আমার উচিত হয় যে ইহাকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করি, পরে ঐ চীল স্নেহ দ্বারা ইহার প্রতিপালনে নিযুক্ত হইল আর যেরূপ আপন সন্তানদিগের প্রতি ব্যবহার করিত তদ্রূপ ইহার প্রতিও করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ বাজ-শাবক দিনে২ বর্দ্ধিত হইয়া স্বজাতীয় স্বভাব ক্রমে২ প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং সে আপনাকে ঐ চীলের শাবক বোধ করিত কিন্তু আপনার আকৃতি ও সাহস উহারদিগের বিপরীত দেখিয়া সর্ব্বদা এই চিন্তা করিত যে আমি যদি ইহারদিগের জাতি নহি তবে কেন ইহারদিগের বাসায় থাকি আর যদ্যপি ইহারদিগের স্বজাতি হইতাম তবে ইহারদিগের আকৃতি হইতে আমার আকৃতি ভিন্ন হইত না।

ইহারা না হই আমি ইহাদের জাতি।
মিথ্যা আমি কেন তাহা ভাবি দিবা রাতি॥

পরে এক দিবস ঐ চীল বাজ-শাবককে কহিলেক যে হে পুত্র তোমাকে আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি ইহার কারণ, কি?। যদ্যাপি তোমার কোন মানস থাকে তাহা আমাকে কহ। আমি সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না, পরে বাজ শাবক উত্তর করিলেক যে আমি আচম্বিতে চিন্তাযুক্ত হইয়াছি তাহার কারণ কিছুই দেখিতে পাই না, আর যদ্যাপি কিছু জানি তাহাও কহিতে পারি না।

দেখহ আশ্চর্য্য ফুল ফুটেছে আমার।
রঙ্গ নাহি গন্ধ ঢাকা নাহি থাকে তার॥

এইক্ষণে ইহার পরামর্শ এই দেখিতেছি যে যদ্যাপি আপনি আজ্ঞা করেন তবে দুই তিন দিবস পৃথিবীতে ভ্রমণ করি কি জানি ভ্রমণ করিলে বুঝি আমার অন্তঃকরণের ভাবনা দূর হইতে পারে, আর বোধ করি যে পৃথিবীর ও নগরের আশ্চর্য্য২ বস্তু সকল দর্শন করিলে মনের কিছু সন্তোষ জন্মিতে পারে, পরে যখন ঐ চীল এই বিচ্ছেদের কথা শ্রবণ করিলেক তখন সে অত্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল।

বিচ্ছেদ বচন, না করি শ্রবণ,
নাহি কর হেন কর্ম্ম।

ইচ্ছা হয় যাহা, সব কর তাহা,
নহে তব হেন ধর্ম্ম ॥

পরে চীৎকার করত কহিল যে হে পুত্র তোমার এ কি কৌশল ভ্রমণের কথা কহিলা, কেনন ভ্রমণ এক নরির স্বরূপ হইয়াছেন তিনি মানবদিগকে নষ্ট করেন আর অজগরের ন্যায় মনুষ্যকে গিলিয়া ফেলেন। অনেক মনুষ্য যে ভ্রমণ করে তাহার কারণ এই কেহ বা পরিবারের ভরণ পোষণার্থে ও কেহবা কোন কারণ বশতঃ কিন্তু তোমার এই দুয়ের কিছুই উপস্থিত নাই, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে তোমার অক্লেশে থাকিবার স্থান আছে ও ভক্ষ দ্রব্য যাহা পাইতেছ তাহাতে তোমার আহার সুন্দররূপ চলিতেছে, আর আমার সকল সন্তানের উপর প্রাধান্যরূপে কাল যাপন করিতেছ এবং তাহারাও তোমার আজ্ঞাকারি হইয়া আছে অথাচ এই সকল ভ্রমণের দুঃখ সহ্য করা ও স্থিতি জন্য সুখ ত্যাগ করা বোধ হয় যে এ অতি নির্ব্বোধের কর্ম্ম, ইহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

করস্থিত শুভ দিন বিজ্ঞ নাহি ছাড়ে।
ছাড়িলে তাহার দুঃখ দিনেং বাড়ে ॥

পরে বাজশাবক কহিলেক আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন সে অতিশয় অনুগ্রহ ও স্নেহের বাক্য কিন্তু আমি অনেক বিবেচনা করিয়াছি, যে এরোপ ও এ

আহার দ্রব্য আমার উপযুক্ত নয়, আর আমার অন্তঃকরণে যে সকল উপস্থিত হয় তাহা কহা যায় না। অনন্তর চীল যখন জ্ঞাত হইল যে সকলেই স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আপনাকে এমত কথা হইতে অন্তর করিয়া কহিলেক যে আমি যাহা কহিতেছি সে ধৈর্য্যের কথা, আর তুমি যাহা কহিতেছ সে লোভের কথা, কিন্তু লোভী চিরকাল নিরাশ থাকে এবং সে পর্য্যন্ত কেহ ধৈর্য্য না করে তদবধি তাহার সুখানুভব হয় না, ও তুমি ধৈর্য্যের প্রশংসা কিছুই কর না একারণ ঐশ্বর্য্যের মহত্ত্বও কিছু জ্ঞাত নহ। আমি ভয় করি যে ঐ লোভী মার্জ্জারকে যাহা ঘটিয়াছিল পাছে তোমারও সেই রূপ ঘটে, পরে বাজশাবক কহিলেক যে সে কি প্রকার। অনন্তর চীল কহিতে লাগিল যে পূর্ব্বকালে অতি দুঃখি এক বৃদ্ধা স্ত্রী ছিল মূর্খের অন্তঃকরণের ন্যায় ও কৃপণের গোরের ন্যায় অন্ধকার এক কুটীর তাহার ছিল। ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীর একটা বিড়াল থাকিত, ঐ বিড়াল পিষ্টকের মুখও কখন দেখে নাই, আর তাহার বন্ধু কিম্বা অন্যের মুখেও কখন যব মণ্ডের কথাও শুনে নাই কিন্তু কখন২ মূষিক গর্ত্তের আঘ্রাণ লইত, কিম্বা মৃত্তিকার উপর মূষিক পদের চিহ্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিত, যদ্যপি সৌভাগ্যক্রমে কখন একটা আখু তাহার হস্তগত হইত, তবে স্বর্ণ সমূহ পাইলে দরিদ্র যাদৃশ আহ্লাদিত হয়, তাদৃশ হৃষ্ট হইয়া

উদাহার দ্বারা সম্যক ক্লেশ বিস্মৃত হইত ও তাহাতেই সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিনপাত করিয়া রহিত।

বহু দুঃখ পরে আমি পেয়েছি যে খাদ্য।
স্বপ্নে কি জাগ্রতে দেখি নাহি তার আদ্য॥

ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীর কুটির তাহার পক্ষে দুর্ভিক্ষের ন্যায় ছিল এ কারণ এমত কৃশ হইয়াছিল যে অন্তর হইতে ভাবাভাবের ন্যায় দৃষ্ট হইত। এক দিবস অতি কষ্টে ঐ বুড়িরার মটকার উপর চড়িয়া অন্য একটা বিড়াল দেখিলেক যে প্রতি বাসির ঘরের দেয়ালের উপর বেড়াইতেছে, কিন্তু সে অতিশয় স্থূল ছিল, এ কারণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে২ পা ফেলিতেছে। এরূপ আপন স্বজাতিকে দর্শন করত আশ্চর্য্য হইয়া ও, ডাকিতে লাগিল।

আসিতেছ ওহে বন্ধু, জিজ্ঞাসি তোমারে;
কোথা হতে আসিতেছ বলনা আমারে॥

আর আমার বোধ হয় যে খাজার বাটী হইতে ভোজন করিয়া আসিতেছ এবং তোমার এ সৌন্দর্য্য কিরূপে হইয়াছে তাহা আমাকে কহ, পরে ঐ প্রতিবাসি মার্জ্জার কহিলেক যে আমি মহা রাজার পাত্রাবিশষ্ট ভোজন করি, আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ রাজার সভায় উপস্থিত হই, এবং যৎকালীন তাঁহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হয় তখন আমি ভরসা করিয়া তথা হইতে মাংস ও রুটী লইয়া পর দিবসা-

বশি মচ্ছন্দ রূপে ভোজন করি, ইহা শুনিয়া ঐ বুড়ির বিড়াল কহিলেক মাংস কি প্রকার বস্তু, আর ময়দার যে রুটি তাহারি বা আস্বাদন কি প্রকার, আমি জীবনাবধি ঐ বুড়ির বাটীর ঝোল ও মুনিকের মাংস ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করি নাই ও চক্ষুতেও দেখি নাই, এই কথা শুনিয়া ঐ বিড়াল হাস্য করিয়া কহিলেক যে এই জন্যে তোমাকে মাকড়সা হইতে ভিন্ন করা যায় না, আর তোমার যে আকার সে আমারদিগের জাতির বড় লজ্জাকর হয়, এবং তুমি যে এ আকার লইয়া ঘরের বাহির হইয়াছ তাহাতে আমি যথেষ্ট লজ্জা পাইতেছি।

কর্ণ লেজ ছাড়া তব চিহ্ন আছে যত।
আমি দেখিতেছি তাহা মাকড়সার মত॥

আর যদ্যপি তুমি রাজ সভা দেখ, এবং ঐ সকল স্বাদু খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ শোঁক, তবে মড়া যে জিয়ন্ত হয় তাহার অন্তরা জানিতে পার।

মৃত সবে বন্ধুর আঘ্রাণ যদি লাগে।
আশ্চর্য্য নহেক ইহা পচা অস্থি জাগে॥

অনন্তর ঐ বুড়ির মার্জ্জার বড় কাতর হইয়া কহিলেক যে হে ভাই, প্রতি বাসিত্ব ও স্বজাতিত্ব তোমার সহিত আমার আছে, অতএব তুমি সেখানে যাওন কালীন কদাপি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, তবে

তোমার দয়াতে আমি কিঞ্চিৎ খাইতে পাই, আর তোমার সঙ্গ গুণে কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব হইতেপারি।

বিজ্ঞ জন সভাতে বিমুখ না হইবে।
মান্য মানবের রুটি নাহিক ছাড়িবে॥

পরে ঐ প্রতিবাসি আগন্তুক উহার ক্রন্দনেতে কৃপা বিষ্ট চিত্ত হইয়া কহিলেক, যে এবার তোমাকে না লইয়া তথায় যাইব না। অনন্তর এই সুসম্বাদে পুনঃ জীবত মানের ন্যায় হৃষ্টান্তঃকরণে কুঁড়িয়ার চাল হইতে নামিয়া বুড়ির নিকট এই সকল সংবাদ কহিলেক, পরে বুড়ি কহিতে লাগিল, হে প্রিয় পাত্র কাহার বাক্যেতে ভুলিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার গৃহেতে বাস কর, লোভের লোভ রূপ যে ভাণ্ড পূর্ণ হয় না।

লোভ রূপ ভাণ্ড পূর্ণ নহে কদাচন।
যাবৎ না হয় মৃত্যু পাশে নিবন্ধন॥

ঐ দরিদ্র বিড়ালের রাজ ভোগ্য সামগ্রিতে এরূপ লোভ হইয়াছিল যে কাহারও কথায় তাহা বিস্মৃত হয় না।

লোভী গণ নিকটে সমগ্র উপদেশ।
পিঞ্জর ভিতরে যথা বায়ুর প্রবেশ॥

অনন্তর পর দিবস সেই প্রতি বাসি মার্জ্জারের সহিত রাজ সভায় গমন করিল। গত দিবস রাজার ভোজন সময়ে কএক মার্জ্জার একত্রিত হইয়া দ্বন্দ্ব করণে সকলে বিরক্ত হইয়াছিল একারণ তৎপর দিবসে

রাজা এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে অদ্য আমার ভোজন সময়ে তিরন্দাজেরা আমার নিকট উপস্থিত থাকিবেক, আর তৎকালে যে সকল মার্জ্জার তথায় আসিবেক, তাহারদের প্রথম গ্রাস যেন তীরের ফল হয়। ঐ বুড়ির বিড়াল ইহা অজ্ঞাত ছিল, একারণ নরপতির খাদ্য দ্রব্যের আঘ্রাণে শাহিন পক্ষীর ন্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার সম্মুখে যাইবা মাত্র তাহার বক্ষস্থলে তীর বদ্ধ হইল, তাহাতে অতি কাতর হইয়া এই বাক্য কহিতেং পলাইল।

জীবের প্রবল শত্রু লোভকে জানিবে।
লোভ সত্ত্বে কভু মনে সুখ না মানিবে॥
লোভে আসি প্রতিবাসী জনের কথায়।
সুদুর্লভ জীবনের অবসান প্রায়॥
অতএব অদ্যাবধি করিলাম পণ।
লোভের সহিত নাহি রাখিব মিলন॥

অনন্তর চীল কহিলেক আমি যে এই ইতিহাস তোমাকে জানাইলাম, তাহার কারণ এই তুমি আমার এই বিরল স্থানে স্থিতি করত অনায়াসে যে আহারাদি পাইতেছ তাহার গুণ জানিয়া অল্পতে ধৈর্য্য করি তাহাতে আকাঙ্ক্ষা করিও না পাছে ইহাতে তোমার ঐ রূপ ঘটিয়া বর্ত্তমান সুখও নষ্ট হয়, তবে বাজ শাবক কহিলেক আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন সে হীত ও অনুগ্রহ বাক্য বটে, কিন্তু অল্পেতে যে সাম্

হইয়া থাকা সে সামান্য লোকের কর্ম্ম, আর উচ্চ আহার পাইয়াই যে ধৈর্য্য করিয়া থাকা সে চতুষ্পদের ধর্ম্ম এবং যাহার শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা থাকে তাহার কর্ত্তব্য এই যে তাহার কারণ অন্বেষণ করে ও যে অত্যন্ত সাহসী হয়, সে ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হয় না আর বোদ্ধা ব্যক্তিরা অধ নতাকে মনোনীত করেন না।

ভ্রমণ কারণে পদ নাহি মেলে যেই।
উচ্চ পদ কদাচন নাহি পায় সেই॥
এমন পাইতে পদ কর অন্বেষণ
যাহাতে হইবে চন্দ্র সমীপে গমন॥

পরন্তু চীল কহিলেক তুমি যে ইচ্ছা করিয়াছ সে কেবল অনুমান মাত্র দেখ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি কখন হয় না।

কেবল বাক্যেতে কভু নাহি হয় বড়।
তাহার আশার আগে তুমি কর বড়॥

পরে বাজ্‌শাবক কহিলেক আমার থাবার যে শক্তি সে আমার মানস পূরণের এক প্রধান কারণ হইয়াছে, আর আমার চক্ষুর উচ্চতা দ্বিতীয় কারণ হইয়াছে। আপনি কি ইহা শুনেন নাই যে ঐ তন্ত্রধারী আপন সাহস দ্বারা ভূপতি হইয়াছিল, অনন্তর চীল জিজ্ঞাসা করিলেক যে সে কি প্রকার।

৪ গল্প। পরে বাজ্‌-শাবক কহিতে লাগিল যে পূর্ব্বকালে এক ফকীর সে আপন পরিবারের ভরণ

পোষণে ক্লেশিত ছিল এ কারণ সর্ব্বদা নিরানন্দে থাকিত আর স্বধর্ম্মে যাহা লভ্য করিত তাহাতে তাহার পরিবারের ভরণ পোষণ হইয়া কিছুই থাকিত না। কতক্কালানন্তর পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে তাহার এক পুত্র হইল, ঐ সন্তানের কপালে সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

আছিল সৌভাগ্য যুক্ত সর্ব্ব দুঃখ হারা।
শোভিত হতেছে যেন কাননের চারা॥

তাহার আগমনে তাহার পিতার আর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পিতা ঐ পুত্রকে সৌভাগ্য যুক্ত দেখিয়া আপন সাধ্যানুসারে তাহার বিদ্যাভ্যাসে সচেষ্টিত হইল, কিন্তু ঐ পুত্র বালক কালাবধি তীর ধনুক ঢাল ও অসি লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত, আর যখন ঐ বালক কে পাঠ শালায় লইয়া যাইত তখন সে পথ মধ্য হইতে পলায়ন করিত আর যে সকল অক্ষর তাহাকে লিখিতে শিক্ষা করাইতেন, তাহা সে বর্শার ন্যায় লিখিত এবং যখন তাহাকে অক্ষর সকল পাঠ করাইতেন, তখন সে পৃথ্বাধিপতি হওনের কারণ তলওয়ার রূপ অক্ষর অভ্যাস করিত আর প্রতি দিন চাঁদের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করত শ্রেষ্ঠ হইতে বাঞ্ছা করিত। যখন তাহার বিদ্যাভ্যাসক তাহাকে হে আর মীম এই দুই অক্ষর লিখিয়া দিতেন, তখন সে হে অক্ষর কে ঢাল ও মীম অক্ষর কে লৌহ নির্ম্মিত টুপি জ্ঞান করিত, আর

আসেফগু ইহা কে সমক ও সর করিয়া কহিত। পরে যখন যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার পিতা তাহাকে কহিলেন, যে হে পুত্র আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি আশক্ত আছে আর বাল্যাবস্থা ও যুবা বস্থাতে অনেক প্রভেদ এবং চাতুরিত ও সাহস দ্বারা তোমার যৌবনাবস্থা প্রকাশ হইয়াছে অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমার শরীর কামের বশতা- পন্ন না হইতেং কোন এক স্বজাতীয় কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দেই, ইহাতে তোমার কি পরামর্শ, পরে ঐ পুত্র কহিলেক, যে আমি যাহাকে প্রার্থনা করি তাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আর তাহার যে কাবিন অর্থাৎ পাওনা, তাহাও আমি গচ্ছিত রাখিয়াছি, আপনকাকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ক্লেশও দিব না, অনন্তর পিতা কহিলেন যে আমি তোমার অবস্থা সকল জ্ঞাত আছি, অতএব তুমি কোথা হইতে বিবাহের আশবাব অর্থাৎ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াছ আর যে কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ, তিনিই বা কোথায় ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ পুত্র গৃহ মধ্যে গমন করত সমশের অর্থাৎ অসি বাহির করিয়া কহিলেক, যে হে পিত রাজ্য রূপ যে কন্যা তাহাতে আমি কি করিব।

ভাগ্যের সহিত দ্বন্দ্ব নাহিক কাহার।
রাজ্য রূপ কন্যার কাবিন তলয়ার॥

রাজ্যাধিকার করণের সাহস তাহার ছিল, একারণ অতি শীঘ্র রাজ্যাধিকার হইল, আর এই কথার উপর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

একুপ না হলে প্রভু, রাজ্য রূপা কন্যা কভু,
নাহি হয় তাহার মিলন।
তলবার রূপ যুক্ত, নাহি করে উপযুক্ত,
বিবাহ কারণ যেই জন॥

অনন্তর বাজশাবক কহিলেক, আমি যে এই দর্শায় আপনকাকে দেখাইলাম, তাহা আপনি জ্ঞাত হউন শ্রেষ্ঠ হওনের যে সকল চিহ্ন তাহা আমার উপস্থিত আছে, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমার সৌভাগ্যের অবস্থা প্রকাশ আছে, এবং আমি আশাযুক্ত আছি যে শীঘ্র আমার মানস পূর্ণ হইবেক, এইক্ষণে কাহার কথায় আমি স্বীয় মানস কথন ত্যাগ করিব না।

এই পথে সদা আমি আনন্দে চলিব।
কাহার ভর্ৎসনে ইহা নাহিক ত্যজিব॥

পরন্তু চীল বোধ করিলেক যে এপক্ষী চতুরতা রূপ রজ্জুর ফাঁন্দে পাদক্ষেপ করিলেক না সুতরাং অসার ভাবিয়া ভ্রমণে আজ্ঞা দিয়া বিচ্ছেদের চিহ্ন আপন অন্তঃকরণে ধারণ করিল। পরে বাজশাবক উড্ডীয়মান হইল। কিয়দ্দূর ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া এক পর্ব্বতোপরি বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে২ অকস্মাৎ এক কবকদরি নামক পক্ষীকে দেখিয়া

ঐ মাঠে দেখ শোভা কিরূপ হইল।
হাঁকের ডাকের শব্দে শিকারা উড়িল॥
দিগম্বর হতে জোরে বাজ যে উড়িল,
শিকার রক্তেতে খান রক্তিমা করিল॥
শাহিন নামেতে পক্ষী পরেতে উড়িল।
দোরবাজ কবকের প্রাণ সেই যে লুটিল॥

ঐ দেশে রাজা নৈসনা শীকার করণার্থে আসিয়া ঐ পর্ব্বতের নীচে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। তাঁহার করস্থিত এক বাজ উড্ডীনমান হইয়া একটী পক্ষীকে শীকার করণে উদ্যত হইল ইত্যবসরে ঐ বাজশাবক ও ঐ পক্ষীকে শীকার করণোন্মুক হইয়া তাহার নিকট হইতে অগ্রে ঐ শীকারকে গ্রহণ করিল। ঐ বাজশাবকের চতুরতা ও বেগ গমন দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ উহার প্রতি মগ্ন হইল পরে রাজাজ্ঞানুসারে শিকারিরা তাহার গলায় ফাঁস দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল রাজা অতিশয় স্নেহপূর্ব্বক আপন হস্তে তাহার স্থিতি করাইলেন অতএব দেখ ঐ বাজশাবক সাহস দ্বারা অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইল, আর যদি সেই বাসায় থাকিয়া ঐ চীলের সহিত সহবাস করত পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ না করিত তবে এই উচ্চপদ পাওয়া তাহার দুর্লভ হইত। পরে রায়দাবেশলীম কহিলেন যে এই দৃষ্টান্তানুসারে জ্ঞাত হও যে ভ্রমণ করিলেই

উচ্চপদ প্রাপ্ত ও অধীনতা হইতে মুক্ত হয়।

ভ্রমণ করিলে দেখ মানবের মন।
প্রকাশ হইয়া তেজ শোভা যুক্ত হন ॥
ঈশ্বর করেছে আজ্ঞা করিতে ভ্রমণ।
তবেত তোমার বাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥

অনন্তর দ্বিতীয় মন্ত্রী রাজ সম্মুখে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিতে লাগিল যে আপনি প্রবাস নিমিত্ত যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ বটে, কারণ তাহাতে অনেক প্রকার মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু দাসের নিবেদন এই সময় যে আপনি পৃথিবীস্থ তাবৎ ব্যক্তির সুখ দায়ক, তোমার ক্লেশ দায়ক ভ্রমণে নিযুক্ত হওয়া পরামর্শ সিদ্ধ নহে। তদনন্তর রাজা কহিলেন, যে দুঃখ সহ্য করা সে পুরুষের কর্ম্ম, আর রাজা ক্লেশ সহিষ্ণু না হইলে প্রজা লোকের সুখ কখন হয় না।

তোমার রাজ্যেতে সুখী নহে কোন জন।
যদ্যপি আপন সুখ চাহ হে রাজন ॥

ইহা অবগত হও যে পরমেশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন সে দুই প্রকার। প্রথম। রাজা, তাঁহাকে সম্মান প্রতাপ ও রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়। প্রজাবর্গ, তাহারদিগকে নানা প্রকার সুখ দিয়াছেন, কেননা এই উভয় ধর্ম্ম একেতে কখন বর্ত্তে না।

পৃথিবী মধ্যেতে যার আছে ধন মান।
সেই সে মানব মধ্যে হয়েছে প্রধান॥
সুখের মানসে অতিশয় মনে,
যেমন প্রধান অতি।
তাহার কারণ, শুন সর্ব্ব জন,
কষ্টেতে সদা বসতি॥

আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে চেষ্টা কারকের মানস অবশ্যই পূর্ণ হয়।

আত্ম সুখে যেই জন হয় সচেষ্টিত।
রাজ পটিকো বাঁধা তার না হয় উচিত॥

যে ব্যক্তি সাহস রূপ প্রান্তরে চেষ্টা রূপ সজ্জা উদ্যোগের যান করতঃ সুখ ত্যাগ করিয়া ক্লেশ সহিষ্ণু হয়, তাহার মনো বাঞ্ছা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। যেমন সিংহ (শেরা আকন্দা) নামক কাননে প্রাধান্য রূপে চেষ্টার আধিক্যেতে স্বীয় বাঞ্ছা অতি শীঘ্র পূর্ণ করিয়াছিল। পরে মন্ত্রী নিবেদন করিলেক, যে হে মহা রাজ সে কি প্রকার।

৫ প্রশ্ন। রাজা কহিতে লাগিলেন, যে বসোরা নামক নগর সমীপে নিবিড় বন ও শোভন বায়ু বিশিষ্ট এক উপদ্বীপ ও তাহার চতুর্দ্দিগে অতি সুমিষ্ট জলে পূর্ণ ক্ষুদ্র নদী সকল ছিল।

তথায় আর বৃক্ষ সুশোভন অতিশয়।
নানা রূপ মিষ্ট ফল তাহাতে আছয়॥

তাহাতে আছয়ে বৃক্ষ বহু শোভা কর।
তুবা বৃক্ষ হতে সেই অতি মনোহর॥
তথায় তৃণের কথা কি কহিব হায়।
মখমল জিনি তাহা অতি শোভা পায়॥

এ কানন অতিশয় স্নিগ্ধ ছিল, এ কারণ তাহার নাম করা আকজা অর্থাৎ সন্তোষ বর্দ্ধক ছিল। তন্মধ্যে এক পশু-রাজ থাকিত। তাহার প্রতাপে ব্যাঘ্রাদি কোন পশু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে শক্ত হইত না।

পশু-রাজ করে রাগ প্রজার উপরে।
ব্যাঘ্র আঘাতে সদা তথা বাস করে॥
আকাশের সিংহ সদা পেয়ে বড় ভয়।
হস্ত পদ ছাড়ি দিয়া ভেকো হয়ে রয়॥
সেই সিংহ এক দিন যে পথে চলিত।
বহু দিন সেই পথ মানব ত্যজিত॥

ঐ সিংহ বহু কাল পর্য্যন্ত ঐ কাননে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করত কাল যাপন করিয়া ছিল। তাহার একটী শাবক ছিল, তদ্বদন দর্শনে ঐ সিংহ পৃথিবীকে উজ্জ্বল বোধ করিত, আর সর্ব্বদা এই চিন্তা করিত যে আমার এই শাবক যখন বড় হইয়া বড়২ ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতে যোগ্য হইবেক, তখন এই বনের রাজত্ব ভার তাহাকে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে থাকিব। পরে তাহার মনোরথ রূপ বৃক্ষের অঙ্কুর না হইতেং তাহার পরমায়ুর শেষ হইল। অনন্ত

ঐ সিংহ যখন মৃত্যুরূপ সিংহের হস্তে পতিত হইল তখন তত্রস্থ তদ্বনাভিলাষি পশুরা একেবারে আক্রমণ করতঃ ঐ সিংহ শাবককে তথা হইতে দূর করিতে বাঞ্ছা করিল। পরে ঐ শাবক তাহারদিগের সমতুল হইতে আপনাকে অযোগ্য ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেক. অনন্তর তন্মধ্যস্থিত এক ব্যাঘ্র তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করতঃ জয়ী হইয়া ঐ স্বর্গ তুল্য বনকে আপন হাস্ত বলে অধিকার করিলেক। ঐ সিংহ শাবক কএক দিবস পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও বন ভ্রমণ করিয়া বনান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথাকার পশুদিগের নিকটে আপন মনো দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ দিগকে প্রতিফল প্রদান রূপ সহায়তা প্রার্থনা করিলেক, তাহাতে তাহারা ঐ ব্যাঘ্রের পরাক্রম জ্ঞাত হইয়া সহায়তা দানে অস্বীকৃত হইল ও কহিল যে তোমার ঐ স্থান এমত ব্যাঘ্রের হস্তে পতিত হইয়াছে যে তাহার উপর দিয়া পক্ষীরা গমনাগমন করিতে শক্ত হয় না আর হরিণাদি তন্নিকটবর্ত্তি হইতে ভীত হয়, এবং আমারদিগের এমত শক্তি নাই, যে তাহার দন্ত ধারার আঘাত সহ্য করি, আর তুমিও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না অতএব আমারদিগের এই পরামর্শ, যে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দাসত্ব স্বীকার কর।

যাহাকে জিনিতে যুদ্ধে শক্তি নাহি হয়।

তার সনে যুদ্ধ করা যুক্তি যুক্ত নয়॥
ইহাতে উচিত এই শুন দিয়া মন।
তাহার সহিত তুমি করহ মিলন॥

এই কথা ঐ সিংহ শাবকের মনোনীত হইয়া পরামর্শ করিয়া দেখিলেক, যে ঐ বাঘের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোনীত কর্ম্ম প্রাণ পণে করি; পরে ঐ পশু রাজের অমাত্য দ্বারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অন্নগেহেতে আজ্ঞোপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দণ্ডেং এমত উত্তম রূপে কর্ম্ম করিতে লাগিল, যে রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে যদ্যপি তাবৎ অমাত্য গণেরা তাহাকে শত্রু বোধ করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তথাপি তাহাতে ক্ষোভিত না হইয়া আপন অধিকারের কর্ম্ম কদাচ ত্যাগ করিল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কর্ম্মেতে সত্বর দেখ হয় যেই জন।
সর্ব্বাপেক্ষা বহু কর্ম্ম করে সেই জন॥

এক সময় ঐ পশু রাজার বহু দূরস্থের আবশ্যক এক কর্ম্ম উপস্থিত হইল, তৎকালীন সূর্য্যের তেজঃ এমত তীক্ষ্ন ছিল, যে তাহাতে পশু গণের মজ্জা সকল উষ্ণ হইত, আর কটাহোপরি মৎস্য যাদৃশ ভর্জ্জিত হয় তাদৃশ কর্কটি সকল জল মধ্যে ভর্জ্জিত হইল।

বায়ুর উষ্ণের কথা করি নিবেদন।
মেঘ যদি সেই কালে করে বরিষণ॥
সেই কালে বারি ধারা পেয়ে বায়ু সঙ্গ।
প্রকাশ পাইতেছে যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ॥
সেই কালে পক্ষী যদি গগণে বেড়ায়।
পতঙ্গের ন্যায় তার পাখা পুড়ে যায়॥
বায়ু তাপে সূর্য্যের এমত দুঃখ হয়।
তাহা দেখি প্রস্তরের মন দগ্ধ হয়॥

অনন্তর ঐ ব্যাঘ্র চিন্তা করিতে লাগিল যে এগ্রীষ্ম সময়ে আমার সৈন্য গণ মধ্যে এমত কে আছে যে এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, ইতোমধ্যে ঐ সিংহ শাবক রাজ সমীপে আসিয়া রাজাকে চিন্তা যুক্ত দেখিয়া তাহার কারন অবগত হইতে ইচ্ছুক হইল, পরে যথার্থ কারণ বিদিত হইয়া তৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে স্বীকৃত হইল। অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে কতিপয় সৈন্য গণকে সঙ্গে লইয়া দুই প্রহরের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া অবলীলায় তৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করত পুনরাগমন কালীন রৌদ্রে উত্তপ্ত সৈন্যেরা কহিল যে আপনি রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেন, এবং রাজার নিকট আপনার যে সুখ্যাতি প্রকাশ তাহা কি কহিব, কিন্তু এইক্ষণে আমরা গমনে অশক্ত অতএব কোন বৃক্ষের ছায়ায় ক্ষণেক বিশ্রাম ও জলাদি পান করতঃ স্নিগ্ধ কলেবর হইয়া পশ্চাৎ তথায় গমন করিলে ভাল হয়।

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম তব উপযুক্ত হয়।
বড় পরিশ্রম করা অনুচিত নয়॥
কটি বন্ধ বিমোচন কর মহাশয়।
জগতের দুঃখ কভু শেষ নাহি হয়॥

পরে সিংহ শাবক হাস্য করিয়া কহিলেক, যে রাজ সভায় আমার যে সম্মান তাহা আমি অধিক পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন করিয়াছি অলস প্রযুক্ত তাহা নষ্ট করা অকর্ত্তব্য, দেখ দুঃখ সহ্য না করিলে সুখের উপলব্ধি কখন হয় না।

সেই মানবের মনো বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
আপদ তীরের ঢাল যেই মহাশয়॥
কেবল মানসে কার্য্য নাহি হয় হাত।
কলিজার রক্ত শুষ্ক চাহি অশ্রুপাত॥

পরে ঐ ব্যাঘ্র এই সকল কথা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করতঃ আজ্ঞা করিলেন, প্রধান হওনের উপযুক্ত সেই ব্যক্তি যে ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি আত্ম সুখেচ্ছা না করে সেই ব্যক্তিই সকলের সুখ দায়ক হয়।

যেই রাজা ত্যাগ করে আপনার সুখ।
অনায়াসে প্রকাশয়ে পৃথিবীর সুখ॥
যেই জন সহ্য করি আপনার ক্লেশ।
অন্য জনে দেয় সুখ সেই জন শে॥

পরে ঐ ব্যাঘ্র ঐ সিংহ শাবককে আহ্বান করিয়া বহু মান পুরঃসর ঐ বনের তাহার পৈতৃক আধিপত্য তাহাকে অর্পণ করিলেক। পরে রাজা কহিলেন এই দৃষ্টান্তানুসারে জ্ঞাত হও, যে কোন ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম ব্যতিরেকে মানসের ফল স্বহস্তগত করিতে সক্ষম হয়েন না।

পরিশ্রম বিনা কভু ধনাগম নাই।
যথার্থ জানহ ইহা মোর প্রাণ ভাই।।
যেই জন কর্ম্ম করে করি মনোযোগ।
মজুরি লইয়া সেই করে সুখভোগ।।

হে মন্ত্রীরা আমার যে ভ্রমণ করা তাহার কারণ এই যে ঐ চতুর্দ্দশ উপদেশের গুণ পরীক্ষা করিতে আমি নিতান্ত বাঞ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমারদিগের কথানুসারে ভ্রমণেতে যে কিঞ্চিৎ দুঃখ তাহা বোধ করিয়া ইহাতে কখন নিবৃত্ত হইব না।

বিবেচিয়া কর্ম্ম যদি করেন নৃপতি।
কদাচ না ঘটে তাঁরে দৈবের দুর্গতি।।

অনন্তর মন্ত্রীরা যখন জ্ঞাত হইলেন যে আমারদিগের উপদেশানুসারে মহারাজ কখন নিবৃত্ত হইবেন না, তখন ঐ রাজ বাক্যানুগত হইয়া প্রবাসের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে প্রবৃত্ত হইলেন, আর যথা রীত্যনুসারে মঙ্গলাচরণ করিয়া এই পয়ার পাঠ করিতে লাগিলেন।

ভ্রমণের ইচ্ছা তব যাহা আছে মনে।
ঈশ্বর করুন পূর্ণ তাহাই ভুবনে॥
যোগীদের আশীর্ব্বাদ করে শাহপতি।
পৃথিবী ভ্রমণে তবে হউক সেনাপতি।

পরে রায় দাবেশ্লীম আমাত্য গণ মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞ ও বিশ্বাসি কোন এক ব্যক্তিকে তাবৎ রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া কএক রাজনীতি সম্বলিত উপদেশ তাহাকে শুনাইলেন তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এই।

পৃথিবীর সারাৎসার, সেকন্দর বাদশার,
আদর্শেতে দেখ যদি মুখ।
দৌরাত্ম্য স্বরূপ মলা, তাহা হতে তুলে ফেল,
তবেত পাইবে জ্ঞান সুখ॥

পরে এই রূপে রাজ্যের ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া আপন সভাস্থ কিয়ৎ ব্যক্তি ও কিয়ৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া সরন্দীপাভিমুখে চন্দ্রের ন্যায় গমন করিলেন। তাহাতে নানা বিষয়ের পরীক্ষা ও অনেক প্রকার লভ্য হইল। পরে অনেক নদ নদী ও বন অতিক্রম করিয়া সরন্দীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ঐ রাজ্যের সদগাঙ্ক তাঁহার সজ্জাগত হইল। পরে ঐ স্থানে দুই তিন দিবস বাস করিয়া বিশ্রাম করত আপন দ্রব্যাদি সকল তথায় রাখিয়া তাঁহার ভেদজ্ঞ দুই তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যখন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন তখন ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা এতাদৃশ দর্শন

করিলেন যে তাহার কঙ্কাল দেশের ছায়া ময় দেবো পরি পতন হইয়াছে আর ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগ স্বর্গের উদ্যানের ন্যায় নানা প্রকার পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। রায় দাবেশিলীম তথায় ভ্রমণ করিতেং হঠাৎ অতিশয় অন্ধকার এক গর্ত্ত দেখিলেন এবং তত্রস্থ এক ব্যক্তির নিকট অবগত হইলেন যে ঐ স্থান বেদপাদ নামক ব্রাহ্মণের বাসস্থান হয়। কেহং তাঁহাকে হস্তি পাদ নামক করিয়া কহিত। ঐ ব্যক্তি অতিশয় বোদ্ধা ও বিজ্ঞ ছিলেন। আর তৎকালে মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যে ধৈর্য্য হইয়া ও জগতের মায়া পরিত্যাগ করত মন্দ চরিত্র রূপ যে জঞ্জাল তাহাকে তপস্যা রূপ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাত্রি জাগরণের কারণ নিদ্রাকেও ত্যাগ করত অতিশয় তপস্যার দ্বারা জ্ঞান রূপ কর্ণেতে কেবল ইহাই শ্রবণ করিতেন, যে হে পরমেশ্বর ডাক উঁহাকে স্বর্গেতে।

সত্য ধনাগার সেই করে অন্বেষণ।
তাহার ললাট যেন প্রভাত তপন॥
এক বাক্যে দৈববাণী প্রকাশ করিত।
আর ঈশ্বরের কার্য্যে ছিল সে বিব্রত॥

অনন্তর রায় দাবেশিলীম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণেচ্ছুক হইয়া ঐ গর্ত্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আহ্বানের প্রতিক্ষায় রহিলেন। পরে ঐ

ব্রাহ্মণ ভূপতির মানস জ্ঞাত হইয়া কহিলেন যে আপনি এই নিরাপদ স্থানে আগমন করুণ।

রাজ আগমনে মর্ত্ত হইল এমন।
চিনের তসবির খানা দেখিতে যেমন॥
বহু সমাদর করি ডাকে একেমন।
তাঁহার সেবায় রাজ করিল যতন॥

পরে রাজা নম্রভাবে তাঁহার নিকট গমন করত প্রণাম করিয়া দেবের রী... সারে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করত বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে কহিলেন। পরে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া রাজ্য সুখাভিলাস ত্যাগ করণের কারণ জিজ্ঞাসা করণে রাজা ঐ স্বপ্ন ও উপদেশ সকলের বৃত্তান্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন যে তুমি বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও প্রজাগণের মঙ্গল কারণ এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ অতএব তোমার সাহসের অদ্ভুত প্রশংসা।

রাজ্যের ভাজন তুমি শুনহে রাজন।
এমত হইলে রক্ষা পায় প্রজাগণ॥
যেই বৃক্ষ মূলে তুমি সদা দেহ জল।
সেই বৃক্ষ ডালে ফলে ভাল২ ফল॥

পরে বেদপাদ ব্রাহ্মণ কয়েক দিবস আপন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গুপ্ত বাক্য রূপ কৌটার মুখ খুলিয়া জ্ঞানরূপ মুক্তার দ্বারা রাজার কর্ণকে ভূষিত করিতে লাগিলেন,

ইতোমধ্যে হোমেন বাদশাহের উপদেশ পত্র রাজা উপস্থিত করিয়া তাঁহার একং উপদেশ কহিলেন ব্রাহ্মণ তাহার প্রত্যেক কথার বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন। রাজা রায় দাবেশিলীম সেই সকল বাক্য স্মরণ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। করটক দমনকের যে ইতিহাস সে এই উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর স্বরূপ হইয়াছে। আমি তাহাকে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত করিয়াছি।

প্রথমাধ্যায়।

তোষামোদ ও অপবাদক হইতে অন্তর হওন।

মহারাজাধিরাজ রায় দাবেশিলীম ঐ হস্তিপাদ ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে প্রথম উপদেশের ভাব এই যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি ভূপতির নিকট প্রতিপন্ন হয় তবে তৎ সভাস্থ ব্যক্তিরা অবশ্যই তাহার বিপক্ষ হইবেক আর ঐ বিপক্ষেরা তাহার মান হানির চেষ্টা করিয়া নানা প্রবঞ্চনার দ্বারা পৃথ্বীপতির অন্তঃকরণ তাহা হইতে পরিবর্ত্ত করিবেক, সুতরাং মহীপতির উচিত, যে উপাসকের বাক্য অতি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করেন, আর যখন অবগত হইবেন যে ইহারদিগের বাক্য প্রবঞ্চনা সম্বলিত তখন তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

উপাসক জনে স্থান দেওয়া নহে উক্ত।
তাহাদের বাক্য হয় ছল মধু যুক্ত॥

প্রকাশে আসব দান করে বন্ধু হয়ে।
অপ্রকাশে হুল বিন্ধে মর্ম্ম ছিদ্র পেয়ে॥

আপনকার নিকট আমি এই নিবেদন করি, যে এই উপদেশানুসারে এক ইতিহাস কহিতে আজ্ঞা হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণ কহিলেন, যে রাজ্যের নির্ভর এই উপদেশের মধ্যে আছে, আর যদ্যপি রাজা আত্মম্ভরি ব্যক্তি দিগকে ঐ সকল দোষ হইতে নিবৃত্ত না করেন তবে তাহারা রাজসভাস্থ মান্য ব্যক্তি দিগকে অপদস্থ করে। ইহাতে রাজ্যের অনেক প্রকার ক্ষতি হয়; এবং মেদিনি-পতিরও তক্রূপ ঘটে; আর যদ্যপি বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রতারক প্রবেশ করে তবে সে পশ্চাৎ ঐ বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে অবশ্যই ভেদ জন্মায়, যেমত ব্যাঘ্র ও গোর মধ্যে হইয়া ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সে কি প্রকার।

১ গল্প। পরে বেদপাদ ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন যে এক সওদাগর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কাল গত সুখ দুঃখাদি অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ঐ ব্যক্তি প্রভু ভক্ত বড় বুদ্ধিমান।
ভ্রমণে বিদিত ছিল কর্ম্মের সন্ধান॥

পরে যখন ঐ ব্যক্তি জরা ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তৎকালীন আপন তিন পুত্রকে ডাকিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু ধন মদে মত্ত হইয়া পিতৃ বিভবানুসারে না চলিয়া স্বীয় ব্যবসা ত্যাগ করণ

অধিক ধন ব্যয় করণ পূর্ব্বক অনায়াসে কালক্ষেপণ করিতেন। পরে তাহাদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক এই সকল উপদেশ বাক্য কহিতে লাগিলেন, যে হে পুত্রেরা যে ধনোপার্জ্জনের ক্লেশ তোমরা না জান তাহার মর্য্যাদা ও জ্ঞাত নহ। অতএব তোমরা অতি নির্ব্বোধ। কিন্তু ধন ঐহিক ও পারত্রিক উভয়েরি মঙ্গল দায়ক হইয়াছেন, এবং ইহ মুত্র যাহা অন্বেষণ কর তাহা ঐ ধনে হইতে পারে। আর মহান্ত ব্যক্তিরা এই তিন পথের পথিক হইয়াছেন। প্রথম। কেহবা অক্লেশে ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক কাল যাপন করে। এই বাঞ্ছা কেবল আত্মম্ভরি ব্যক্তি দিগের হয়। দ্বিতীয়। মান বৃদ্ধি এই মানস যাহা দিগের হয়, তাঁহারা মান্য ও কর্ম্ম কুশল হন। ধন ব্যতিরেকে এই দুই পথে কেহ গমন করিতে যোগ্য হয় না। তৃতীয়। পরমার্থ। যাহাতে যোগী দিগের পদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এই পথের পথিক তাঁহারা পরকালে মুক্ত হন, কিন্তু ইহা কেবল স্বধর্ম্মোপার্জ্জন ধনে হইতে পারে।

পরমার্থ জনে স্থিতি হয় যেই ধন।
ঋষিগণ সেই ধন শুদ্ধ করি কন॥

অতএব ইহাতে এই জ্ঞাত হওয়া গেল, যে ধন দ্বারা অনেক মানস সিদ্ধ হয়। এবং ঐ ধন শরীরায়াস ব্যতিরেকে হস্তগত হয় না। আর যদ্যপি কোন ব্যক্তি অনায়াসে ধন প্রাপ্ত হয়, তবে এই ধনের মর্য্যাদা

রাখিতে শক্য হয় না, এবং ঐ ধন অতি শীঘ্র তাহার হস্তচ্যুত হয়। অতএব তোমরা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই যে বাণিজ্য ব্যবসা আমি চিরকাল করিতেছি ইহাতে প্রবৃত্ত হও। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ আপনি আমাদিগকে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু ইহা ঈশ্বর পরায়ণের বিপরীত কথন হইতেছে, আর আমি ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, যে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবেক, আর আমার অদৃষ্টে যাহা নাই তাহা চেষ্টা করিলেও কদাচ হইবেক না।

অদৃষ্টে আছয়ে যাহা, কালেতে ফলয়ে তাহা,
শাস্ত্রে ইহা আছয়ে লিখন।
কপালে না থাকে যাহা, কদাচ না ফলে তাহা,
বৃথা তার কর আকিঞ্চন॥

অতএব আমি কোন ব্যবসা করি কিম্বা না করি, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা কখন খণ্ডন হইবেক না। ইহার প্রমাণ এই, দুই রাজ-পুত্রের ইতিহাস। এক ব্যক্তি সমগ্র পিতৃ ধনাধিকারী হইয়াও তাহা হইতে চ্যুত হইলেন ও অন্য ব্যক্তি অদৃষ্টাধীন হইয়াও অনায়াসে তদ্ধনাধিকারী হইলেন। পরে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সে কি প্রকার?।

২ গল্প। পরন্তু পুত্র কহিতে লাগিলেন, যে হলব নামক দেশে সুবিবেচক ও যোদ্ধা এক ভূপতি ছিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তাঁহারা যৌবন মদে মগ্ন হইয়া সর্ব্বদা দ্যূতক্রীড়া করত আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপণ করিতেন এবং চং ও চগনা নামক বাদ্যের যোগে এই রাগ শ্রবণ করিতেন।

আমোদ প্রমোদে কাল করহ ক্ষেপণ।
কোন দিন হবে তব মুদিত নয়ন॥
আমোদের দিন তব করিছে গমন।
দিনেং শোকাবস্থা করে আগমন॥

ঐ রাজার অসংখ্য রত্নাদি ছিল বটে তথাপি পুত্র দিগের আচরণ দেখিয়া বড় ভীত হইলেন, কেননা তাঁহার অবর্ত্তমানে এই সকল সঞ্চিত ধন তাহারা নষ্ট করিবেক। ঐ নগরের নিকট এক তপস্বী ছিলেন.

ঈশ্বরের তেজে তার শরীর উজ্জ্বল।
পরম ঈশ্বর ভাবি হয়েছে পাগল॥

ঐ ব্যক্তি রাজার অতিশয় মান্য ও আত্মীয় ছিলেন একারণ আপন তাবৎ রত্নাদি একত্র করিয়া গুপ্ত রূপে ঐ তপস্বির কুটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া কহিলেন যে আমার পুত্রেরা নির্দ্ধন হইলে তাহারদিগকে ইহার বিবরণ কহিবেন। আমি বোধ করি যে তাহারা অনেক কষ্টের পর এই ধন প্রাপ্ত হইয়া পরিমিত ব্যয়ে কালযাপন করিবেক, তপস্বি রাজার এই সকল বাক্য স্বীকার করিলেন। পরে রাজা বাটীতে একটা গর্ত্ত খনন করাইয়া প্রকাশ করিলেন যে এই গর্ত্ত

চিন্তা করতঃ কাল-যাপন করি। পরে যখন ঐ যোগীর কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন জ্ঞাত হইলেন যে তাঁহার পরলোক হইয়াছে, এবং কুটীরও শূন্য রহিয়াছে। তাহাতে অত্যন্ত খেদিত হইলেন। পশ্চাৎ ঐ স্থানে স্থিতি করিলেন এবং ঐ কুটীর সমীপে একটা নালা ছিল, তদ্দ্বারা ঐ কুটীর মধ্যস্থ কূপে জল আসিত, ঐ জলেতে তত্রস্থ ব্যক্তিদিগের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। রাজ পুত্র এক দিবস ঐ কূপ হইতে সলিলোদ্ধার নিমিত্ত এক জল পাত্র তন্মধ্যে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে জল না পাইয়া অধোমুখ হইয়া দেখিলেন, যে তাহাতে জল নাই। পরে চিন্তা করিলেন, যে কি কারণ ইহাতে জল আইসে না? আর যদ্যপি কোন রূপে ঐ নহনা বন্ধ হইয়া থাকে তবে এস্থানে থাকা দুষ্কর। অনন্তর তাহার অন্বেষণে ঐ কূপ মধ্যে নামিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত এক গর্ত্ত দেখিলেন, এবং ঐ গর্ত্ত মধ্যে কতকগুলিন জঞ্জাল পড়িয়া জল আসিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে, আর অন্তরে ভাবিলেন যে এই গর্ত্তের সীমা কত দূর পর্য্যন্ত। পরে ঐ গর্ত্তের জঞ্জাল সকল তুলিয়া ফেলিয়া তন্মধ্যে যে পাদক্ষেপ করিলেন, সে আপন পিতৃ ধনের উপর পা রাখিলেন। পরন্তু রাজ-পুত্র ঐ সকল রত্নাদি দেখিয়া পরমেশ্বরের প্রশংসা করত কহিলেন, যে আমি এই রত্নাদি পাইলাম বটে, কিন্তু

ইহাতে সৈন্য রূপ ধনের পরিবর্ত্ত করা উচিত নহে, আর আবশ্যক মতে ব্যয়াদি করা কর্ত্তব্য।

তবে আমি সদা ইহা করি নিরীক্ষণ।
উহাতে আছয়ে দিন কি রূপ দর্শন॥

ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকারী হইয়া প্রজালোকের মঙ্গল চিন্তা না করিয়া সঞ্চিত পিতৃধনের আশাতে রাজ্যের উপার্জ্জন ত্যাগ করিলেন, আর অহঙ্কারে মগ্ন হইয়া কিঞ্চিৎ অভাবের অনুসন্ধান করিতেন না। দৈবাধীন এক দিবস আর এক ভূপতি সসৈন্যে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তৎকালে রাজ-পুত্র রাজ কোষ শূন্য এবং শৃঙ্খলা রহিত সৈন্য দেখিয়া ঐ পিতৃ সঞ্চিত ধন সমীপে গমন করত অনেক অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে কোন স্থানেই কিছুই নাই।

শুনিয়া আমার বাক্য হও চিন্তা ত্যাগী।
অভাব ঘটিলে হবে বহু দুঃখ ভাগী॥

অনন্তর ঐ সঞ্চিত ধন হইতে নিরাশা হইয়া নানা কৌশলে কতকগুলি সৈন্য প্রস্তুত করিয়া শত্রু দূর করিবার নিমিত্ত নগরহইতে বহির্গত হইলেন। পরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণে যুদ্ধ হওনে শত্রু পক্ষীয় এক শর দৈবাৎ ঐ রাজ-পুত্রের গলদেশে বিদ্ধ হইল, তাহাতেই তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন, এবং শত্রু পক্ষ রাজাও তদ্রূপ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যই সম্মুখা সম্মুখী হইয়া রহিল। পরে যুদ্ধ রূপ অগ্নি

কহিলেন, যে, হা, পরমেশ্বরের কি অনুগ্রহ দেখ এই যে পক্ষী না উড্ডীয়মান হওনের শক্তি ধারণ করে, না ভ্রমণ শক্তি, তথাপি ইহাকেও আহার দিতেছেন। অতএব আমি যে আহারের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া ভ্রমণ করি সে ভাল নহে, যেহেতু চেষ্টা না করিলেও পরমেশ্বর আহার দেন।

কর্ম্ম ফল দাতা যদি হইল ঈশ্বর।
তবে আমি মিছা কেন ফিরি ঘরে ঘর॥
আহ্লাদ আমোদে করি সময় যাপন।
যাহা পাই সেই মম ললাট লিখন॥

অতএব আমার উচিত এই, যে নির্জ্জন স্থানকে আশ্রয় করিয়া চেষ্টা রহিত হই। পরে ফকীর ভাবৎ ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিল।

কারণ উপরে কভু নাহি রাখ মন।
তাহে কর নির্ভর যে কারণকারণ॥

অনন্তর ফকীর তিন দিবস দিবা রাত্রি ঐ রূপে বসিয়া থাকিল কিন্তু তাহার শরীর আহারাভাবে দণ্ডেং ক্ষীণ হইতে লাগিল, আর শেষে এমত দুর্ব্বল হইল, যে তপস্যা করণেও অক্ষম হইল। পরমেশ্বর তাহার ভ্রান্তি নিরাসার্থে অনুকম্পা করিয়া এক সিদ্ধ ব্যক্তি দ্বারা তাহাকে এই কহিয়া পাঠাইলেন, যে হে দাস আমি জগতের নির্ভর কারণের উপর রাখিয়াছি, এবং

আমি কারণ ব্যতিরেকেও কার্য্যোৎপত্তি করিতে পারি, কিন্তু আমার ইচ্ছা তাহা নহে। অতএব কারণের উপর তোমার নির্ভর করা উচিত হয়।

হইও না বাজের মত করহ শিকার।
যথা শক্তি কর তুমি পর উপকার॥
উচ্ছিষ্ট না কভু তুমি করহ ভোজন।
হইয়া ঐ ডানা ভাঙ্গা কাকের মতন॥

আমার এই ইতিহাস কহিবার কারণ এই যে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের কিছু সমগ্র ঐশ্বর্য্য নাই, অতএব যদি কোন ব্যক্তি তাবৎ ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইয়া তাহা ত্যাগ করত ঈশ্বর পরায়ণ হইতে পারে, তবে তাহাকে তোয়াক্কল অর্থাৎ পরমেশ্বরে আত্ম সমর্পণ কারী কহা যায়। আর কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে।

ব্যবসা করিতে ত্রুটি নাহিক করিবে।
ঈশ্বর কৃপাদ কিন্তু সতত ভাবিবে॥

পরে দ্বিতীয় পুত্র কহিতে লাগিল হে পিতঃ, পরমেশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করণ শক্তি আমার সমগ্র নাই অতএব কোন ব্যবসা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর আমার দেখি না, আর যৎকালীন আমি কোন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, তখন পরমেশ্বর যদ্যপি কৃপাবলোকন করিয়া আমার কর্ম্মানুসারে বিত্ত প্রদান করেন, তবে আমি তাহাতে কি করিব। অনন্তর পিতা কহিতে লাগিলেন, যে ধন সঞ্চয় করা সে অতি সহজ

ইহার মধ্যেতে কিছু দেখ চমৎকার ॥
আহার কারণে বহু ব্যক্তি হাহাকার ॥
ক্ষুধার্ত্ত যাহারা তারা কান্দে অতিশয়।
ভাগ্যমন্ত ধনে করে পাষাণ হৃদয় ॥

ঐ মহদ্ধর্ম্মী ইন্দুর আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া এই মন্বন্তরের বিষয় কিছুই জানিত না। অনন্তর ঐ চাসা এই আকালের কিছু দিন গতে অতিশয় ক্লেশিত হইয়া ঐ শস্য গৃহ দ্বার মোচন করত দেখিলেক, যে তত্রস্থ শস্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক খেদ করিয়া কহিতে লাগিল, যে অসাধ্য বিষয়ে ক্রন্দনাদি করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, এইক্ষণে অবশিষ্ট যাহা আছে তাহা স্থানান্তর করা উচিত। পরে তাহা বাহির করিতে লাগিল, তৎকালে ঐ অহঙ্কারী ইন্দুর নিদ্রিত ছিল। এবং সমভিব্যাহারি যে সকল লোভী ইন্দুর তথায় থাকিত, তাহার মধ্যে এক বুদ্ধিমান ইন্দুর ঐ চাসার গমনাগমন জন্য পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার জন্যে উপরে উঠিল। পরে তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ নীচে গমন করত আপন বন্ধুদিগকে ঐ সকল সমাচার জানাইয়া ঐ কাল্পনিক প্রভুকে একাকী রাখিয়া সকলে স্বস্বস্থানে গমন করিল।

আহার কারণে বন্ধু হয়েছিল যারা।
আহার বিহনে দেখ বন্ধু নহে তারা ॥

নির্জ্জন প্রান্তর ভাল কেহ নাহি চায়।
আত্ম লজ্জা হেতু তার মন্দ চেষ্টা পায়॥
সম্বন্ধ কারণে আসি বন্ধু যার হয়।
এ কেন জনের সঙ্গে বন্ধু করা নয়॥

পর দিবস ঐ মহমদা উন্দুর নিদ্রা হইতে উঠিয়া বন্ধু দিগকে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেক।

কেন বন্ধুগণে, না দেখি নয়নে,
না জানি গেল কোথায়।
কিসের কারণে, কেবা মোর সনে,
হেন বিচ্ছেদ ঘটায়॥

অনন্তর মূষিক বন্ধুদিগের অন্বেষণার্থে সত্বর উপরে উঠিয়া দেখিলেক, যে তত্রস্থ ধান্যাদি কিছুই নাই, তাহাতে অত্যন্ত খেদিত হইয়া ভাবিল, যে সেখানেও এক বার ভোজন করে এমত খাদ্যও নাহি, তাহাতে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া ভূমিতে মস্তকাঘাৎ করত প্রাণ ত্যাগ করিল। এই উপদেশের নিগূঢ় ফল এই, যে মনুষ্যেরা মূল ধনের আয় দেখিয়া ব্যয় করেন।

স্বীয় আয় ব্যয়ে দৃষ্টি সদত রাখহ।
আয় না থাকিলে ব্যয় অল্প করি লহ॥

অনন্তর যখন পিতার এই ইতিহাস কথন সমাপ্ত হইল, তখন কনিষ্ঠ পুত্র গাত্রোত্থান করিয়া এই ইতিহাসের প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, যে হে পিত, যে ব্যক্তি আত্ম বিষয় সাবধান পূর্ব্বক রক্ষা করত তাহা

হইতে লভ্যোৎপত্তি করিলেন, পরে সে ব্যক্তি ঐ লভ্যকে কিপ্রকার ব্যয় করিবেক। পরন্তু পিতা কহিতে লাগিলেন, যে সকল কর্ম্মের মধ্যম যে সেই প্রশংসনীয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা। অতএব পরিবার ভরণ পোষণে মধ্যম চলন অতি উত্তম। বিশেষতঃ ধনী লোকের উচিত, যে উৎপন্ন ধনের অনর্থক ব্যয় হইতে নিবৃত্ত হয় ইহাতে সে ব্যক্তি কখন লজ্জিত হয় না, আর নিন্দা কারকের মুখও বন্ধ করে, ইহা যথার্থ যে ধনের ক্ষতি ও অধিক ব্যয়ের কারণ কেবল কদর্য্যী হইয়াছে।

প্রকাশ করিয়ে এই বিধের বচন।

ব্যয়ী হইতে ভাল হয় সদত কৃপণ।

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের উচিত এই, যে কৃপণতার দুর্নাম ও লজ্জা হইতে অন্তর থাকে, কেননা কৃপণের দুর্নাম ইহকালে ও পরকালে ব্যাপিয়া থাকে, আর সংসারী হইয়া কৃপণ হইলে সর্ব্বদা নিন্দার ভাগী হয় ও তাহার বাসনাও কখন পূর্ণ হয় না, আর তাহার ধন কেবল অনর্থক নষ্ট হয়। চতুর্দ্দিক হইতে আগত বারি দ্বারা পরি-পূর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণীর জল ব্যয় ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাধীন বহির্গমনে চেষ্টিত হইয়া এক কালে চতুর্দ্দিক হইতে বাহির হয়।

কৃপণের ধন যদি কমেতে লাগিল।

অবশ্য জানহ তাহা হরণ হইল॥

মূর্খ না হইতে যদি পায় পুত্রগণ।
স্মরণ হইলে তারে করয়ে ভর্ৎসন॥

অনন্তর ঐ পুত্রেরা পিতার এই ইতিহাস সকল স্মরণ করিয়া, আর এই ইতিহাসের যথার্থ ফল জ্ঞাত হইয়া প্রত্যেক জন এক২ ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণিজ্যাভিলাষে অতি দূর দেশে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ভার বাহক দুই উত্তম স্থূলাকার বলীবর্দ্ধ ছিল।

আকারে গজের মত ব্যাঘ্র আক্রমণে।
দেখিতে সুন্দর অতি সত্বর গমনে॥

তাহারদিগের একের নাম শঞ্জবা ও অন্যের নাম নন্দবা ছিল, সওদাগর আপনি তাহারদিগকে সাবধান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু অধিক প্রবাসে ও অধিক গমনে ইহারদিগের দুর্ব্বলতা ক্রমে প্রকাশ পাইল। ঈশ্বরেচ্ছাধীন পথ মধ্য স্থিত কর্দ্দমেতে শঞ্জবা পতিত হইল। পরে সওদাগরের আজ্ঞানুসারে তাহাকে কর্দ্দম হইতে তুলিলেক, কিন্তু তাহার চলৎ শক্তি ছিল না, একারণ তাহার সেবার কারণ এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে এই বলীবর্দ্দ সুন্দর রূপ সুস্থ হইলে, আমার নিকট উপস্থিত করিবা। পরে ঐ গো সেবক, দুই তিন দিবস বনমধ্যে একাকী থাকনে উচাটন হইয়া শঞ্জবাকে তথায় রাখিয়া তাহার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ সওদাগরের নিকট

গিয়া কহিলেক, আর মন্দবাও পথশ্রান্তি জন্য ক্লেশে ও সঞ্জবার বিচ্ছেদে কিছু দিনান্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু শঞ্জবা কিয়দ্দিবসানন্তর সুস্থ হইয়া আহারান্বেষণে চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করতঃ এক মাঠে উপস্থিত হইল, ঐ মাঠ নানা জাতীয় পুষ্প ও তৃণাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।

মাঠের শোভার কথা শুন মহাশয়।
বিরাজিত তাহে পুষ্প তৃণ জলাশয়॥
তাহা হতে দৃষ্ট দৃষ্টি হকু বহু দূর।
দেখিলে কহিতে তুমি তাকে স্বর্ণপুর॥

পরে শঞ্জবা ঐ স্থান অতিশয় মনোনীত করিয়া তথায় স্থিতি করিলেক এবং বন্ধন ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া নানা প্রকার তৃণ জলাদি ভক্ষণে অত্যন্ত হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ হওনে এক দিবস এক ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেক। আর ঐ মাঠের নিকটাবর্ত্তি কাননে এক পশু রাজ বাস করিত, তাহার প্রতাপে ত্রস্ত যাবৎ পশুরাই তাহার আজ্ঞাকারী ছিল এবং ঐ পশুরাজ সকল পশুর অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ট করিয়া মানিত, কিন্তু গরু কখন দেখে নাই ও তাহার শব্দও কখন শুনে নাই একারণ ঐ শব্দ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল। কিন্তু ঐ ভয় প্রকাশ ভয়ে স্থানান্তর গমনে নিবৃত্ত হইয়া স্বস্থানেই থাকিত। তাহার সৈন্যগণের মধ্যে করকট ও দমনক নামে অতিশয় বুদ্ধিমান দুই শৃগাল

ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে দমনক নামে যে শৃগাল সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বড় আত্ম সন্মানাকাঙ্ক্ষি ছিল, সে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দ্বারা অনুমান করিলেক যে আমার দিগের পশুরাজ কোন কারণে ভীত হইয়া থাকিবেন। পরে দমনক করকটকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে রাজা স্থানান্তর গমনাগমনে রহিত হইয়া এক স্থানে যে স্থিতি করিয়াছেন ইহার কারণ তুমি কি তর্ক করিয়াছ।

রাজার মলিন আস্য দেখে বোধ হয়।
বুঝি কিছু চিন্তা যুক্ত আছয়ে হৃদয়।।

অনন্তর করকট কহিলেক যে তোমার এ কথায় কি প্রয়োজন?।

রাজার সহিত তব এরূপ অন্তর।
মানব বানরে যথা প্রভেদ বিস্তর।।
একারণ কহি শুন বচন আমার।
রাজার কথায় আছে কি কার্য্য তোমার।।

অধিকন্তু দেখ আমরা এই রাজার আশ্রয়ে আহারাদি পাইয়া অনায়াসে কালযাপন করিতেছি তাহাতেই যথেষ্ট, অতএব ইহাঁরদিগের গোপনীয় কথার ও অবস্থার আলোচনা ত্যাগ করহ কেননা আমরা এমন জাতি নহি যে রাজারদিগের নিকট কোন প্রকারে মান্য হইতে পারি, কিম্বা আমারদিগের কথাই বা কি রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে, একারণ কহি যে আমারদিগের এ সকল কথায় থাকা অনর্থক আর

অনধিকার চর্চ্চক যে হয় সে ঐ বানরের ন্যায় দণ্ডী হয়। দমনক কহিলেক সে সে কি প্রকার?

৫ গল্প। করকট কহিতে লাগিল। এক বানর দেখিলেক যে কোন এক সূত্রধর কাষ্ঠোপরি বসিয়া করাত দ্বারা তৎকাষ্ঠ চিরিতে ও করাত গমনাগমনের পথ প্রশস্তের কারণ এক কীলক মারিয়া অন্য কীলক তুলিতে ছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ ঐ সূত্রধর কোন এক কর্ম্মান্তরে গমন করিলেক, ইত্যবকাশে ঐ বানরের তৎ কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হওনে ঐ কাষ্ঠের উভয়াংশ মধ্যে তাহার অণ্ডকোষ পতিত হইল, পরে কপি কীলকান্তর না মারিয়া সম্মুখস্থিত কীলক উত্তোলন করিবা মাত্র ঐ কাষ্ঠের উভয়াংশ মিলিত হওয়াতে তাহার অণ্ডকোষ বদ্ধ হইল। অনন্তর দুঃখি বানর বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করতঃ কহিতে লাগিল।

ত্যজি আত্ম কর্ম্ম পর কর্ম্মে যেবা যায়।
সদত আপদ তার বিধাতা ঘটায়॥
এই হেতু বলি আমি শুন মহাশয়।
স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত না হয়॥

আমার কর্ম্ম ফল মূলাহরণ করা, আমার কর্ম্ম কি করাত টানা ও কুঠার পাড়া।

স্বধর্ম্মে থাকিলে সব ভাল হয় বটে।
এরূপ করিলে কিন্তু শেষে এই ঘটে॥

বানরের এই সকল খেদোক্তি করণ সময়ে সূত্রধর

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, পরে বানরের দণ্ড করাতে বানর যদ্রূপ কর্ম্ম করিয়াছিল তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হইল।

যার কর্ম্ম তারে সাজে কিঞ্চ জন কহে।
ছুতারের কর্ম্ম করা বানরের নহে॥

এ দৃষ্টান্তের কারণ এই যে সকলেরি আপনং কর্ম্ম করা উচিত আর কি উত্তম কহিয়াছে।

শুনং প্রিয় বন্ধু করি নিবেদন।
বন্ধু হতে শুনিয়াছি আছয়ে স্মরণ॥
সব কার্য্য সকলের করা সাধ্য নয়।
কর্ম্ম ভেদ ব্যক্তি ভেদ আছয়ে নিশ্চয়॥

অধিকন্তু কহিতেছি যে এ কর্ম্ম তোমার নহে, তুমি যে যৎকিঞ্চিৎ আহার পাইতেছ তাহাতেই সন্তোষ হইয়া থাকহ। পরে দমনক কহিতে লাগিল, যে যে ব্যক্তি রাজার নিকট শ্রেষ্ঠ হইতে বাঞ্ছা করে, সে কিঞ্চিৎ আহার দ্বারা সন্তোষ হইতে পারে না, কেন না উদর সর্ব্বত্রেই সকল বস্তুর দ্বারা পূরণ করা যায়, বরং রাজার নিকট থাকিলে এই হয়, যে উত্তম সম্মান ও আত্ম বন্ধু প্রতিপালন এবং শত্রু দমন করা যায়, আর আত্মো-দরভরণে যে ব্যক্তি সন্তোষ থাকে তাহাকে পশু করিয়া কহা যায়। যেমন কুক্কুর যৎকিঞ্চিৎ অস্থি পাইলেই সন্তোষ থাকে, ও মার্জ্জার যেমন কিঞ্চিৎ

আহার পাইলেই তুষ্ট থাকে। আর আমি দেখিয়াছি যে ব্যাঘ্র শশক শিকার সময়ে যদ্যপি মৃগ দর্শন করে, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া সেই মৃগ শিকারে প্রবৃত্ত হয়।

ঈশ্বর মানবে কর সাহস বিস্তর।
তাহাতে হইবে তব মান বহুতর॥

উচ্চপদ স্থিত ব্যক্তি পুষ্পের ন্যায় অল্পায়ু হইলেও যশ দ্বারা চিরজীবিত্ব প্রাপ্ত হয়, আর নীচ কর্মান্বিত ব্যক্তি দেবদারুবৃক্ষের ন্যায় চিরস্থায়ী হইলেও বিজ্ঞ জন সমীপে গণ্য হয় না।

শুনহে বান্ধব জন করি নিবেদন।
যশস্বি জনের কভু না হয় মরণ॥
সেই সে পুরুষ জান যশ আছে যার।
ইহার অধিক আমি কি কহিব আর॥

অনন্তর করকট কহিতে লাগিল, যে যাহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান, এবং পৈতৃকত্ব অধিকারী হয়, তাহারা এ সকল কর্ম্মে সাহস করণের যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা এমত জাতি নহি, যে উচ্চপদের যোগ্য হই, কিম্বা তাহার চেষ্টা করি।

নদীর মানসে ইচ্ছা যদি করে-ফোঁটা।
তাহাতে বঞ্চিত হয় সার মাত্র খোঁটা॥

পরন্তু দমনক কহিতে লাগিল, যে শ্রেষ্ঠের কারণ বুদ্ধি ও নম্রতা কিন্তু জাতি নহে, আর যে ব্যক্তি সুবুদ্ধি হয়, সে আপনার নীচত্ব মোচন করিয়া শ্রেষ্ঠ পদে

নিয়োগ করিতে যোগ্য হয়, আর নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলেও কালে নীচপদ প্রাপ্ত হয়।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহায়ে গগনে পাতি ফাঁদ।
অনায়াসে পারি আমি ধরে দিতে চাঁদ॥

আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রধান হইতে পারে না বটে, কিন্তু দেখ প্রস্তরকে অধিক ক্লেশ ব্যতিরেকে স্কন্ধে তুলিতে সক্ষম হয় না, আর ফেলিতে অনায়াসে পারা যায়, আর যে ব্যক্তি অধিক ক্লেশ সহিষ্ণু হয়, সেই প্রধান কর্ম্মে সাহস করিতে যোগ্য হয়।

কোমল স্বভাব জনে ইচ্ছা অসম্ভব।
ব্যাঘ্র তুল্য পরাক্রমী জনেতে সম্ভব॥

আর যে ব্যক্তি আপন সুখের কারণ লজ্জা ত্যাগ করে, তাহার দুঃখ কখন মোচন হয় না, এবং যেজন পরিশ্রমকে ভয় না করে তাহার মনোভিলাষ অতি শীঘ্র পূর্ণ হয়, অধিকন্তু মান্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপণ করে।

সহিষ্ণু না হলে সত্য মান্য নাহি হয়।
তাহার দৃষ্টান্ত কহি শুন মহাশয়॥
প্রস্তর সহিয়া বহু সূর্য্যের কিরণ।
নানা নামে খ্যাত হয়ে অতি মান্য হন॥

আর ঐ দুই বন্ধুর ইতিহাস কি শ্রবণ কর নাই, দেখ তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি অধিক ক্লেশ সহিষ্ণু হইয়া

রাজ্য প্রাপ্ত হইল, আর অন্য ব্যক্তি বর্ত্তমান সুখে অলস হইয়া দুঃখী ও পরাধীন হইল। করকট কহিলেক যে সে কিপ্রকার?।

৬ গল্প। পরে দমনক কহিতে লাগিল, যে কোন দেশীয় সালেম ও গালেম নামে দুই বন্ধু একা হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতঃ কোন এক উচ্চ পর্ব্বত সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের নীচে এক সুন্দর নদী ছিল, তাহার নীর পরম সুন্দরীস্ত্রীর মুখ লাবণ্যের ন্যায় নির্ম্মল ও পরম সুন্দরী কুলবধুর বাক্যের ন্যায় সুমিষ্ট হইয়াছে। ঐ নদীর সমীপে সরব বন তাহাতে বৃক্ষাদি নানা জাতীয় পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ও সরোবর ছিল।

সরোবর শোভা কিছু করি বিবরণ।
এক পার্শ্বে শোভা পায় পুষ্পের কানন॥
আর পার্শ্বে সরব পাদপ সুশোভিত।
তাহাতে সমুল লতা আছয়ে বেষ্টিত॥

অনন্তর ঐ দুই বন্ধু নানা প্রকার সভয় কাননাতিক্রম করিয়া ঐ সরোবর নিকটে উপস্থিত হওনে ঐ স্থান উত্তমতা দর্শন করিয়া তথায় কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলেন, পরে তত্রস্থ নদী ও পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে২ ঐ পুষ্করিণীর জলাগমন স্থানে দূর্ব্বা দল শ্যাম বর্ণের অক্ষরেতে অঙ্কিত এক শ্বেত প্রস্তর দেখিলেন, তাহার বিবরণ এই, যে

অতিথীয়েরা তোমরা এখানে আসিয়া এস্থানের মান বঞ্চিত করিলে, কিন্তু আমি তোমারদিগের নিমিত্ত এক উত্তম বস্তু রাখিয়াছি। তাহার নিয়ম এই যে তুমি এই সরোবরের জলাধিক্য জানে, কি অন্য প্রকারে কোন ভয় না করিয়া এই স্থান হইতে ঐ পর্ব্বত সমীপস্থিত তীরে উপস্থিত হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত এক ব্যাঘ্র দেখিবা মাত্র তাহাকে স্কন্ধে করতঃ কোন ভয়ানক জন্তুকে ভয় না করিয়া অতিবেগে পর্ব্বতোপরি গমন করিলে, তোমার মনো বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

গমন বিহনে যথা না পায় মঞ্জিল।
শ্রম বিনা হয় তথা বাঞ্ছায় শিথিল॥
অলস জনার কথা কি কহিব আর।
সূর্য্যের কিরণে দেখ ব্যাপিত সংসার॥
তথাপি না যায় রশ্মি অলসের কাছে।
ইহার অধিক দুঃখ আর কিবা আছে॥

অনন্তর ঐ পত্রের ভাব জ্ঞাত হইয়া হাতেম সালেমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে হে ভাই আইস আমরা এই ভয়ানক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিবরণ জ্ঞাত হই।

সাহসে গগনে পদ করিব ক্ষেপণ।
নতুবা জীবন শেষ জন্মের মতন॥

পরে সালেম কহিতে লাগিলেন, যে হে বান্ধা ইহার লেখক কে, তাহার নিশ্চয় নাই, আর ইহার ভাবি

বৃত্তান্তও জানাগেল না, অতএব কেবল লিখন দেখিয়া ইহাতে লভ্য হইবে এই বোধে যে সাহস করা সে মূর্খের কর্ম্ম। দেখ কোন বিজ্ঞেরা যথার্থ বিষ জানিয়া কখন ভক্ষণ করেন না, আর কোন বিদ্বান ব্যক্তি ভাবি সুখেচ্ছায় বর্ত্তমান সুখ কখন ত্যাগ করে নাই। পরন্তু সালেম কহিতে লাগিলেন, যে হে বন্ধো, সুখেচ্ছা যে সে অতি তুচ্ছ কিন্তু ভয়ানক কর্ম্মেতে যে প্রবৃত্ত হওয়া সে মহত্ত্বের কর্ম্ম।

সুখ ইচ্ছা করে যেবা আপন অন্তরে।
সৌভাগ্য হইতে সেই থাকয়ে অন্তরে।।

সাহসী ব্যক্তি কিঞ্চিৎ খাদ্য পাইয়া এক স্থানে বাস করে না, বরং যে পর্য্যন্ত উচ্চপদ প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সচেষ্টিত থাকে, দুঃখ রূপ কণ্টক বিদ্ধ না হইলে সুখ রূপ পুষ্প কখন চয়ন করা যায় না, আর বাঞ্ছা রূপ ধনাগারের দ্বার দুঃখ রূপ ছোড়ান ব্যতি-রেকে কখন মুক্ত করা যায় না, অতএব আমার এমত সাহস আছে, যে তদ্দ্বারা আমি ক্লেশকে ভয় না করিয়া ঐ পর্ব্বতোপরি অবশ্য গমন করিব।

ঐ স্থানে যাইতে যদি বহু ক্লেশ হয়।
তথাপি আমার তাহা ত্যাজ্য করা নয়।।
ইহার কারণ কহি শুনহ নিশ্চয়।
তীর্থ অভিলাষি বনে নাহি করে ভয়।।

অনন্তর সালেম কহিতে লাগিলেন, যে ঐশ্বর্য্যের

গৌরব পুরুষের কারণ দুঃখে প্রবৃত্ত হওয়া যায় বটে,
কিন্তু অপার দুঃখে প্রবৃত্ত হওয়া পরামর্শ সিদ্ধ নহে,
কেননা বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করিলে এমনও
ঘটিতে পারে, যে তাহাতে জীবনের সংশয় হয়।

প্রথমে আপন পদ করি দৃঢ় তর।
পশ্চাৎ উচিত হওয়া কর্ম্মেতে সত্বর॥
যে সব কর্ম্মেতে তুমি করিবে প্রবেশ।
তাহার নির্গম পথ জান সবিশেষ॥

এই লিখন লোকদিগকে প্রতারণা করিবার কারণ কি
কৌতুকার্থে লিখিয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই, আর এই
সরোবর সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়াও দুষ্কর যদ্যপি
তাহাও হয় হউক, আর প্রস্তর নির্ম্মিত ব্যাঘ্র মহত্তার
প্রযুক্ত স্কন্ধে উত্তোলন করিতে অশক্ত হওয়াও
সম্ভবে, যদি তাহাও হয় তবে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া
এক দৌড়ে পর্ব্বতোপরি যাওয়াও অসম্ভব, তাহাও
যদ্যপি হয়, তথাপি শেষ কি হইবে তাহার নির্ণয়
নাই, অতএব আমি এ কর্ম্মে তোমার সঙ্গে নহি, এবং
তোমাকেও এ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিবারণ
করিতেছি। পরে গালেম উত্তর করিলেন, যে তুমি
এ সকল কথা ত্যাগ কর, যে হেতুক অন্যের কথা ক্রমে
আমি স্বীয় মানস পরিত্যাগ করিব না, আর যে গুস্তি
বন্ধন করিয়াছি, তাহা কোন প্রতারকের কিম্বা অন্য
কোন লোকের পরামর্শেতে মুক্ত করিতে বাঞ্ছিত নহি

আর আমি জানি, যে আমার সঙ্গি হইবার শক্তি তোমার নাই, অতএব আমার সহিত তোমার ঐক্য কখনই হইবে না, কিন্তু তুমি দেখ, এবং আশীর্ব্বাদ করহ, যাহাতে আমি এ কর্ম্মে উত্তীর্ণ হই।

জানি তুমি কভু শক্ত নহ মদ্য পানে।
কি রূপ মানব মত্ত হয় মদ্য পানে॥

সালেম জানিলেন এ কর্ম্ম হইতে ইহার মনকে নিবৃত্ত করা যাইবেক না, অতএব কহিতে লাগিলেন, যে হে ভাই, আমি দেখিতেছি, যে আমার কথা শুনিয়া এ অনুচিত কর্ম্ম তুমি কখন ত্যাগ করিবে না, আর ইহা দর্শন করিবার শক্তিও আমার নাই, কারণ যে কর্ম্ম আমার বিবেচনা সিদ্ধ না হয়, তাহা দেখিতে আমি ইচ্ছা করি না, অতএব আমি এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি।

এই বিবেচনা আমি করেছি নিশ্চয়।
এঘোর বিপদে মোর থাকা ভাল নয়॥

পশ্চাৎ আপন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে রাখিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় হইয়া গমনোন্মুখ হইলেন। অনন্তর গালেম জীবনাশা ত্যাগ করিয়া এই কহিতে লাগিলেন

এই সরোবরে আমি নিমগ্ন হইব।
শরীর পতন কিম্বা সমুক্তা উঠিব॥

সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ জলাশয়ে পাদক্ষেপ করিলেন।

সরোবর নহে ইহ নদীর স্বরূপ।
কোন হেতু ধরিয়াছে সরোবর রূপ॥

পরে গালেম ঐ জলাশয়কে আপদীয় বোধ করিয়া ও সন্তরণ দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছায় তীর প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করত, সেই ব্যাঘ্রকে স্কন্ধে করিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করতঃ অতি বেগে পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে সুসেব্য বায়ু, ও সদৃশ্য প্রান্তর যুক্ত অতি বড় এক নগর দর্শন করিলেন।

অমরাবতীর তুল্য সেই যে নগর।
অমর উদ্যান সম দেখিতে সুন্দর॥

পরে গালেম ঐ পর্ব্বতোপরি স্থিত হইয়া ঐ নগর নিরীক্ষণ করত, হঠাৎ সেই প্রস্তর নির্ম্মিত ব্যাঘ্র হইতে এমত এক শব্দ শ্রবণ করিলেন, যে তাহাতে ঐ পর্ব্বত ও প্রান্তর সকল কম্পিত হইল, আর ঐ ধ্বনি সেই নগর মধ্যে ও গত হইল, তাহাতে তত্রস্থ লোকেরা ঐ পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়া গালেমের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহা দেখিয়া গালেম আশ্চর্য্য হইলেন। ইতোমধ্যে তথাকার মান্য ও প্রধান ব্যক্তিরা তথায় আসিয়া আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা করত, গালেমকে অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া ঐ নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। পরে গোলাব ও কর্পূর বাসিত জল দ্বারা তাহাকে অভিষেক করিয়া রাজ পরিচ্ছেদান্বিত করণ পূর্ব্বক রাজ্যের তাবৎ ভার তাহার হস্তে সমর্পণ

করিলেন। পরন্তু গাসেম ইহার ভাবৎ বৃত্তান্ত তাহার দিগকে জিজ্ঞাসা করণে তাহারা উত্তর করিলেক, যে এখানকার জ্যোতিষ বেত্তারা গণনা দ্বারা এই সরোবরকে ভেলেস্ম রূপ করিয়াছেন, আর এই ব্যাঘ্রকে অনেক কৌশলে ও নক্ষত্রের শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া এই লিখন দৃষ্টানুসারে সাহস পূর্ব্বক এই সরোবরে নিমগ্ন হইয়া যদি পার হইতে পারে, আর এই ব্যাঘ্রকে স্কন্ধে করি অতিবেগে এই পর্ব্বতোপরি আগমন করিলে, এই ব্যাঘ্র এই রূপ শব্দ করে, আর তৎকালে যদি এই রাজ্য অরাজক থাকে, তবে আমরা ঐ শব্দ শুনিয়া সকলে ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহাকে আনন্দ পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করি, আর যদ্যপি রাজা বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে এই রূপ করে তবে সে নষ্ট হয়। অতএব মহারাজ এস্থানের এই রীতি চিরকাল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি এরাজ্যের রাজা আপনি হইলেন, এইক্ষণে আপনকার যাহা ইচ্ছা তাহা করুণ, আমরা আপনকার অধীন হইলাম।

এরাজ্যে এখন তব হলো অধিকার।
যে রূপ তোমার ইচ্ছা করহ বিচার॥

অতঃপর গাসেম বোধ করিলেন, আমার ক্লেশ

স্বীকার করণের যে মতি হইয়াছিল, তাহার কারণই এই।

সদা আগমনে লক্ষ্মী সচেষ্টিতা হন।

যাহা কর তাহা হয় মঙ্গল কারণ॥

এই উপদেশ একারণ আমি কহিলাম, যে মধু মক্ষিকার হুল বিদ্ধ জন্য বেদনা সহ্য ব্যতিরেকে মধু পান কথন করা যায় না; আর যে ব্যক্তি মান্য হইতে ইচ্ছুক হইবেক, সে কখন অর্ব্বাচীনের সহিত সঙ্গ ও অধীনতা এবং ক্ষুদ্র পদ বাঞ্ছা করিবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত আমি পশু-রাজের নিকট সম্মান যুক্ত ও সভাসদের মধ্যে গণ্য না হইব তদবধি আমি চেষ্টায় ত্রুটি করিব না। পরন্তু করকট কহিতে লাগিল, যে এরূপ মানসের উপদেশ তুমি কোথায় পাইয়াছ, আর একর্ম্মে তুমি যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে কি কৌশল নিশ্চয় করিয়াছ। দমনক উত্তর করিলেক, যে আমি এই সময় পশু-রাজের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি, কারণ এখন তিনি চিন্তা যুক্ত আছেন, অতএব আমি বোধ করি, যে আমার উপদেশ দ্বারা পশু-রাজ তুষ্ট হইতে পারেন, এই ছলে পশ্বাধিপতির সমীপে আমি অনায়াসে মান্য হইতে পারিব। করকট উত্তর করিলেক, যে তুমি কখন কোন রাজার কোন কর্ম্ম কর নাই ও তাহার রীতি এবং নীতি ও জ্ঞাত নহ, অতএব কি রূপে মান্য হইতে পারিবে আর যে সম্মান

তোমার আছে, বরং তাহাও নিরাশ হইবে পুনর্ব্বার তাহার স্থাপন করিতেও পারিবে না। দমনক কহিলেক, যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি যদি মহৎ কর্ম্মের চেষ্টা করে তবে সে তৎকর্ম্ম করণে যোগ্য হয়, আর অদৃষ্টে ঐশ্বর্য্য থাকিলে তদনুসারে তৎ প্রাপ্তি মাগ সে দেখিতে পায়। যেমন সমাচার পত্রে লিখিত আছে, যে এক জন সূত্রধর সৌভাগ্য ক্রমে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব্ব কালীয় এক রাজা ঐ নতুন রাজাকে পত্র দ্বারা লিখিলেন, যে তুমি সূত্রধরের কর্ম্ম ভাল জ্ঞাত আছ, রাজ কর্ম্ম কাহার নিকট শিখিয়াছ, তাহাতে তিনি উত্তর লিখিলেন, যে যিনি আমাকে এ পদারূঢ় করিয়াছেন, তিনি আমাকে রাজনীতি শিক্ষা করাইতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই।

শিক্ষায় নিযুক্ত যদা মম বুদ্ধি হয়।
উচিত২ কর্ম্ম সদত করয়॥
অর্থ যদি মানবের করস্থিত হয়।
সকল ঐশ্বর্য্যকে সে করয়ে সঞ্চয়॥

করকট কহিতে লাগিল যে তুমি কিছু পশু-রাজের পুরুষানুক্রমে অনুগৃহিত পাত্র নহ, এবং এমত কোন বিশেষ গুণও তোমার শরীরে নাই যে তদ্দারা তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিবে বরং ইহাতে এমত হইতে পারে যে মানসের বিপরীত পশুরাজের অনুগ্রহ হইতে চ্যুত হইবে। পরে দমনক কহিতে

লাগিল যে দেখ পরিশ্রম ও রাজ অনুগ্রহ এবং ক্রম
বাড়িতেকে রাজার নিকট কোন ব্যক্তি এককালে মান্য
হইয়াছে অতএব আমিও ঐরূপ হইতে চেষ্টা করি-
তেছি, আর ইহার নিমিত্ত যে অধিক পরিশ্রম ও দুঃখ
সহ্য করিব তাহাও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং যে
ব্যক্তি ভূস্বামির নিকট দাসত্ব স্বীকার করে তাহাকে
প্রথমত এই পঞ্চ কর্ম্ম বিশিষ্ট হওয়া উচিত।
প্রথম। ক্রোধরূপ অগ্নির কণাকে ধৈর্য্যরূপ বারির
দ্বারা শীতল করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ। দুষ্কামনা
হইতে অন্তর হওয়া। তৃতীয়তঃ। লোভ রহিত হওয়া
চতুর্থ। সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া। পঞ্চম
আগত আপদকে তাচ্ছল্য না করা, যে ব্যক্তি এই
সকল গুণে গুণী তাহার মনস্কাম অবশ্যই সফল হয়
ইহা শ্রবণ করত করকট কহিতে লাগিল আমি নিত
জানিলাম যে তুমি পশ্বাধিপতির সমীপবর্ত্তি হইবে
কিন্তু রাজার অনুগ্রহ যে তোমার প্রতি হইবে তাহা
কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। অনন্তর দ
নক কহিতে লাগিল যে আমি যদি ঐ রাজ সমীপ
স্থিত হইতে পারি তবে আমি এই পঞ্চরীত্যনুসা
চলিব। প্রথমতঃ। প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযু
থাকিব। দ্বিতীয়তঃ। সর্ব্বদা তাঁহার অধীনে কা
যাপন করিব। তৃতীয়তঃ। পশ্বাধিপতি যে সক
বাক্য ও কর্ম্ম কহিবেন ও করিবেন তাহার প্রশং

করিব। চতুর্থ। পশুরাজ যে সকল কর্ম্ম করিবেন তাহাতে ভাল মন্দ হওনের যে সম্ভাবনাজ্ঞাত করা-ইয়া তাঁহার সন্তোষ করিব। পঞ্চম। পশ্বাধিপতি যদি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহাতে পশ্চাৎ মন্দ হইতে পারে এবং তিনি সেই মন্দভোগী হয়েন তবে আমি ন্যূনতা ও মিষ্টবাক্য দ্বারা তৎকর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিযুক্ত করিতে চেষ্টিত হইব ও পশ্চাৎ তাহাতে যে মন্দ ঘটিবে তাহাও তাঁহাকে জ্ঞাত করা-ইব পশুরাজ যখন আমার এই সকল গুণজ্ঞ হই-বেন তখন আমি অবশ্যই পশ্বাধিপতির অনুগ্রহের ভাজন হইব, আর তিনিও আমার বাক্যে সহবাসে-চ্ছুক হইবেন কেননা কোন গুণ অপ্রকাশ থাকেনা আর গুণি ব্যক্তি অন্যকে উপদেশ দেওনে অক্ষম হয়েননা।

মৃগনাভি সমগুণ জানহ নিশ্চয়।
তাহার সৌরভ কভু ছাপা নাহি রয়॥
যাহা এই রূপ গুণ কর উপার্জ্জন।
পৃথিবী ব্যাপিয়া যায় হইবে ঘোষণ॥

করকট কহিতে লাগিল যে এ বিষয়ে তোমার বুদ্ধি অচল হইয়াছে কিন্তু এ কর্ম্মে তোমার অন্তর থাকা উচিত কেননা রাজারদিগের কর্ম্ম বড় আপদীয় আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে এই তিন কর্ম্ম করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যে ব্যক্তি বর্ব্বর সে ইহাতে প্রবৃত্ত হয়।। প্রথমত। রাজসেবা। দ্বিতীয়তঃ। কালকূট

পরীক্ষা। তৃতীয়তঃ। নারী নিকট আত্ম ছিদ্র প্রকাশ করা। অপরঞ্চ পণ্ডিত বর্গের মহীপাল দিগকে শৈলতুল্য কহিয়া বর্ণন করিয়াছেন যেহেতুক গিরি রত্নাকর হইয়াছেন কিন্তু তদুপরি নানাপ্রকার হিংসক ও ক্লেশদায়ক জন্তু সর্ব্বদা বাস করে অতএব তান্নিকটবর্ত্তি হওন ও তথায় স্থিতি করণ অতি সুকঠিন। কোনং পণ্ডিতের ভূপালদিগকে নদ তুল্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব কোন বাণিজ্যকারক যদি বৃহন্নদীতে গমন করেন তবে তাহাতে হয়ত অধিক লভ্য হয় নতুবা মূলধনের সহিত বিনাশকে প্রাপ্ত হয়েন।

অধিক লভ্যের আশানদী মধ্যে আছে।
কিন্তু কোন সুখ দেখ নাহি তার কাছে॥

পরে দমনক কহিতে লাগিল যে তুমি যাহা কহিলে সে আত্মায়তার কথা কিন্তু আমিও জ্ঞাত আছি যে রাজা জ্বলন্ত অনল প্রায় হইয়াছেন, আর যে ব্যক্তি ঐ অগ্নির সমীপস্থ হয় তাহার চিন্তা অধিক।

ভূপেন্দ্র সমীপে ভয় কর সেইরূপ।
জ্বলন্ত অনলে শুষ্ককাষ্ঠ যেই রূপ॥

কিন্তু যে ব্যক্তি শঙ্কায় শঙ্কিত হয় সে কখন উচ্চ পদারূঢ় হইতে পারেনা।

ভয়ে আরোহণ বিনে লভ্য নাহি হয়।
ভয়ে আরোহণে সে মুর্খতা দূর হয়॥

এবং অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিরেকে কেহ এই তিন কর্ম্মে

প্রবৃত্ত হইতে পারে না। প্রথমতঃ। রাজ সেবা। দ্বিতীয়তঃ। জলপথ গমন। তৃতীয়তঃ। শত্রু সহিত যুদ্ধ করা। অতএব আমি আমাকে ন্যূন সাহসী বোধ করিনা তবে আমি কেন ভূপালের নিকট কর্ম্ম করিতে ভীত হইব।

এরূপ সাহস যদি করে মোর মন।
ইচ্ছারূপ ফল আমি করিব সাধন॥
বড় হইবার ইচ্ছা যদি থাকে মনে।
সাহস করিয়া চেষ্টা কর প্রাণপণে॥

অপরঞ্চ করকট কহিতে লাগিল যে যদ্যাপি আমি তোমার চেষ্টার বিপক্ষ তথাপি তুমি ইহাতে নির্ভর করিয়াছ অতএব ঈশ্বর তোমার মঙ্গলদায়ক হউন।

এই যে তোমার পথ জানহ নিশ্চয়।
নিরুদ্বেগে যাহ তুমি নাহি কর ভয়॥

অতঃপর দমনক পশুরাজের নিকট গমন করতঃ প্রণাম করিলেক, পশুরাজ ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে এ ব্যক্তি? তাহারা উত্তর করিলেক যে এ অমুকের পুত্র, অনেক দিবসাবধি ইহার পিতা মাহারাজের নিকট দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। পশুরাজ কহিলেন যে হাঁ আমি জ্ঞাত আছি। পরে পশ্বাধিপতি তাহাকে আপন নিকট ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কোথায় থাকহ। দমনক কহিলেক যে পিতার ন্যায় রাজদরবারে দাসত্ব রূপে নিযুক্ত হইয়া এই

মানস করিয়া রহিয়াছি যে যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন কর্ম্মের ভার আমাকে অর্পণ করেন তবে আমি সাধ্যানুসারে তৎকর্ম্ম করণে সচেষ্টিত হই। মহারাজের দরবারে মহৎ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে অনুমান হয় যে এ ক্ষুদ্র অধীন হইতেও তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে।

কিবা ক্ষুদ্র কিবা বড় পৃথিবী মধ্যেতে।
সময় বিশেষে এরা লাগয়ে কর্ম্মেতে॥

দেখুন সুচ হইতে সময় বিশেষে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, তাহা কখন বর্শা হইতে নিষ্পন্ন হয় না, আর যে কর্ম্ম ছুরিকা দ্বারা সিদ্ধ করা যায় তাহা অসি হইতে কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে না এবং ক্ষুদ্র দাস হইতে কখন প্রভুর ক্লেশ দূর হয় ও লভ্যও হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দেখুন পথি মধ্যে পতিত যে শুষ্ক কাষ্ঠ তাহাতেও উপকার সম্ভাবনা আছে, যদ্যপি তাহাতে কোন বিশিষ্টোপকার না হয় তথাপি তাহা হইতে ক্ষুদ্র তৃণের কর্ম্মও কর্ণ কুণ্ডলাদিও হইতে পারে।

পুষ্প গুচ্ছ অন্য সুখ নাহি দিতে পারি।
শুষ্ক কাষ্ঠ রূপে হই চুল্লি উপকারী॥

পশ্বাধিপতি দমনকের বুদ্ধির তাৎপর্য্য দেখিয়া ও মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন সভাসদ ব্যক্তিদিগের

প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন যে বোদ্ধা ব্যক্তি যদি অপ্রকাশ থাকে তবে তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতার দ্বারা গুণ অপ্রকাশ কদাচ থাকে না, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ তৎকারির মানসে তাহা ন্যূন হয় না।

আশক্ত হইয়া প্রেমী হয় যেই জন।
কপাল দেখিয়া তার চিনে সর্বজন॥

দমনক এই বাক্যে সন্তোষ হইয়া বোধ করিলেক যে আমার গুণ বুঝি পশু-রাজের হৃদগত হইয়াছে, পরে নানা প্রকার উপদেশ বাক্য কহিতে লাগিল যে তাবৎ ভৃত্য দিগের কর্ত্তব্য এই যে রাজারদিগের যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হয় তাহা বুদ্ধি দ্বারা সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক ভূপতির নিকট নিবেদন করিবেক আর উপদেশের রীতি কখন ত্যাগ করিবেক না এরূপ হইলে নরপতি আপন ভৃত্যদিগের বাক্য মনোনীত করিয়া আর যাহার যে রূপ বুদ্ধি ও মনোযোগ এবং আত্মীয়তা তাহা পরীক্ষা করণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লভ্য গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন যেহেতুক যখন কোন বীজ মৃত্তিকার নীচে স্থিত হয় তখন তাহার প্রতিপালনে কেহ চেষ্টিত থাকে না, আর সেই বীজ অঙ্কুরিত হইলে এ অমুক বৃক্ষ ও লভ্য দায়ক বোধ করিয়া প্রতিপালন দ্বারা তাহা হইতে লভ্য প্রাপ্ত হয়েন, বিস্তর কথনের তাৎপর্য্য এই যে রাজাদিগকে নীতিজ্ঞ করা আর জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাকে

সে রূপ অনুগ্রহ ও প্রতিপালন করেন তাহা হইতে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন।

কণ্ঠক মৃত্তিকা রূপ হইয়াছি আমি।
তুমি জলধর আর বাসরের স্বামী।
বারি বৃষ্টি যদি তুমি সদা মোরে দিবে।
গোলাব লালেহ তবে পাইতে পারিবে॥

পশ্বরাজ দমনকের একল বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে বোদ্ধা ব্যক্তিদিগকে কি প্রকার প্রতিপালন করা যায় ও কি প্রকারেই বা তাহারা লজ্জা দায়ক হয়। পরে দমনক উত্তর করিলেক যে এ কর্ম্মের যথার্থ এই যে রাজা রাজস্বাংশের প্রতি দৃষ্টি না করেন আর নির্গুণ ব্যক্তিরা পৈতৃক কর্ম্মের প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে তৎকর্ম্ম অর্পণ না করেন, কেননা গুণ দ্বারাই ব্যক্তিদিগের জাতির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পিতৃ পিতামহের নাম দ্বারা কখন জাতির বৃদ্ধি হইতে পারে না।

নিজ গুণ প্রকাশিয়া সাহসী হইবে।
পূর্ব্ব পুরুষের নাম পূঁজি না করিবে॥
মৃত ব্যক্তি নামে তুমি বাঁচিতে না চাও।
বরঞ্চ আপন নামে মৃত্যুকে বাঁচাও॥
পিতার নামেতে পরিচয় নাহি দেও।
কুক্কুর হইয়া হাড়ে তুষ্ট নাহি হও॥

ইন্দুর মানবের সহিত এক গৃহে বাস করে বটে, কিন্তু

সে দুঃখ দায়ক হয় এ কারণ মনুষ্যেরা তাহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, আর বাজপক্ষী সর্ব্বদা বনচারী ও ভ্রমণকারী হইলেও তাহা হইতে লভ্য আছে একারণ তাহাকে সাদরে হস্তোপরি রাখিয়া প্রতিপালন করেন, অতএব মহারাজের কর্ত্তব্য এই যে পরিচিত অপরিচিত রূপে বিবেচনা না করিয়া বরং যোদ্ধা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন, আর যাহারা নির্গুণ ও অলস তাহাদিগকে যোদ্ধা ও গুণি ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ না করেন, করিলে এই হয় যেমন মস্তকের ভূষণ চরণে অর্পণ ও চরণের ভূষণ মস্তকে ধারণ আর যে স্থানে গুণী ব্যক্তি অপদস্থ ও নির্গুণ ব্যক্তি পদস্থ হয় সেই রাজ্যের ভদ্র কথন হয় না, তজ্জন্য যে অমঙ্গল তাহা রাজা ও প্রজার উপর বর্ত্তে।

সকলে যেখানে, চাঁদকে বাখানে,
ভুক্তির নাহিক মান।
বলক ত্বগাকে, তাহার ছায়াকে,
নাহি করে তথা দান॥

দমনকের এই সকল বাক্য সমাপ্তানন্তর পশুরাজ উঁহার প্রতি কৃপাবলোকন করতঃ তাহাকে রাজ সভাসদের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া তদুপদেশানুসারে রাজকার্য্যাদি করিতে লাগিলেন। দমনক স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যতার দ্বারা পশ্বাধিপতির বিশেষানুগত হইল, আর রাজ্যের তাবৎ রাজকার্য্যের পরামর্শের ভার উঁহার প্রতি অর্পিত

হইল। দমনক এক দিবস উত্তম সময় ও বিরল পাইয়া পশুরাজের নিকট নিবেদন করিলেক যে মহা-রাজ অধিক দিবসাবধি একস্থানে স্থিতি করিতেছেন ও শিকার জন্য ভ্রমণেও নিবৃত্ত আছেন, ইহার কারণ আপনকার নিকট আমি জানিতে প্রার্থনা করি, আর তদ্বিষয়ের সাহার্য্য আমাহইতে যাহা হয় তাহা আমি প্রাণপণে করিব। পশ্বাধিপতি দমনকের নিকট আত্ম শঙ্কার বিষয় গোপন রাখিবার বাঞ্ছা করিলেন, ইত্তো মধ্যে সেই শঞ্জীবক পুনর্ব্বার তদ্রূপ ভয়ানক শব্দ করিলে পশুরাজ পূর্ব্বের ন্যায় ভীত হইয়া শঙ্কার বিবরণ দমনকের নিকট কহিতে বাধ্য হইলেন এবং কহিলেন যে শব্দ এই শ্রবণ করিলে ইহাই আমার শঙ্কার কারণ কিন্তু আমি জানি না যে এই ভয়ানক ধ্বনি কাহার, অনুমান করি যে এই ধনীর অনুসারে তাহার শরীর ও শক্তি হইতে পারিবেক যদ্যপি ইহা যথার্থ হয় তবে এস্থানে বাসকরা আমার দুঃসাধ্য হইবেক। দমনক কহিলেক যে এই শব্দ ব্যতিরেকে আপনকার চিন্তার বিষয় আর কিছু আছে কি না। তাহার উত্তর করিলেন যে না, দমনক কহিলেক যে এই তুচ্ছ শব্দের নিমিত্ত পৈতৃক স্থান ত্যাগ করা উচিত নহে কেন না শব্দের বিশ্বাস কি যে তাহাতে নির্ভর করিয়া স্বস্থান ত্যাগ করেন। রাজাদিগের উচিত যে পর্ব্বতের ন্যায় এক স্থানে স্থিত থাকেন, আর পর্ব্বত যেমন

বায়ু দ্বারা কম্পিত হয় না তদ্রূপ রাজারদিগের উচিত যে কোন সামান্য ভয়ে স্বস্থান ত্যাগ না করেন।

ভয়রূপ বায়ুতে না হেল কদাচন।
দৃঢ় রূপে স্থির থাক পর্ব্বত যেমন॥

আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বড় শব্দ ও বৃহৎ শরীর শঙ্কার কারণ নহে, কেননা এমন অনেক আছে যে দর্শনে বৃহৎ কিন্তু বলে কিছুই নহে দেখুন সারস যে এত বড় পক্ষী তিনিও বাজের থাবায় কাতর হয়েন, আর যে ব্যক্তি শরীরের বৃহত্ত্ব গণনা করেন তাঁহার ঐ দশা ঘটে যেমন ঐ উল্কামুখির ঘটিয়াছিল। পশ্বাধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কি প্রকার।

দমনক কহিতে লাগিল যে উল্কামুখী আহারান্বেষণে বন মধ্যে ভ্রমণ করতঃ এক বৃক্ষ মূলে উত্তরিল, সেই বৃক্ষশাখায় একটা ঢক্কা নামক বাদ্য যন্ত্র আন্দোলায়মান ছিল, যৎকালীন প্রবল বায়ু দ্বারা শাখান্তরের আঘাতে তৎকালে এক ভয়ঙ্কর শব্দ [illegible] হইত, এবং এক কুক্কুট সেই স্থানে মৃত্তিকাতে চঞ্চ্বাঘাত দ্বারা আহারান্বেষণ করিতেছিল এমত কালে ঐ উল্কামুখী তাহাকে শিকার করিতে উদ্যত ইতোমধ্যে সেই ঢক্কার পুনঃ শব্দ হয়, তৎ শ্রবণে দৃকপাত করত কুক্কুট হইতে যাহার শরীর বৃহৎ দেখিয়া মাংসল পশু জ্ঞানে কুক্কুটকে ক্ষুদ্র বোধে ত্যাগ করিয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক ঐ ঢক্কাকে ছিন্ন করিয়া

দেখিলেক যে তাহার মধ্যে কিছুই নাই, পরে লজ্জায় ও দুঃখে রোদন করত কহিতে লাগিল যে হায় অন্তর শূন্য ও বায়ু পূর্ণ বৃহৎ শরীরের আশায় যথার্থাহার আমার হস্ত চ্যুত হইল।

চক্কার গভীর শব্দ শুনিতে সুন্দর।
দেখ শূন্য থাকে সদা তার অন্তর॥
যদি ভব থাকে বুদ্ধি কর এই কর্ম্ম।
আকারে নাহিক ভুল দেখ তাহার মর্ম্ম॥

এই দৃষ্টান্ত দেওনের কারণ যে মহারাজ বৃহৎ আকার ও ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া শিকার ও ভ্রমণ জন্য যে আনন্দ তাহা করিবেন না যদ্যপি আপনি উত্তম রূপ বিবেচনা করেন তবে ঐ বৃহদাকার ও গভীর শব্দের কোন আশঙ্কা নাই আর আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি ইহার ভেদজ্ঞ হইয়া মহাশয়কে বিশেষ জ্ঞাত করাই। পশুরাজ এই বাক্যে সম্মত হইলেন। দমনক যখন পশ্বাধিপতির অদৃশ্য হইল তখন পশুরাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি বড় অনুচিত কর্ম্ম করিলাম, পূর্ব্বে চিন্তা না করিয়া ইহাই ঘটিল, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে রাজাদিগের উচিত যে আপন ভেদ এই দশ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করেন। তদযথা। প্রথমত। যে ব্যক্তি রাজার নিকট নিরপরাধে বহু দিন হইল দণ্ডী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যাহার ধন সম্পত্তি ও সম্মান রাজার নিকট নষ্ট হই

য়াছে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি পুনরাশা শূন্য হইয়া কর্ম্মচ্যুত হয়। চতুর্থ। যে ব্যক্তি অসৎ ও বিবাদানুসন্ধানী। পঞ্চম। অপরাধী বহু ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য ব্যক্তিকে ক্ষমা করত যাহার দণ্ড করা গিয়াছে। ষষ্ঠ। সমানাপরাধী কএক ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্যাপেক্ষা যে অধিক দণ্ডী হইয়াছে। সপ্তম। অসৎ কর্ম্মকারী অপেক্ষা যে সৎ কর্ম্মকারী হইয়া অধিক অনাদৃত হয়। অষ্টম। যাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিল সে পুনঃ তৎপদাভিষিক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তির সহিত অন্য রাজার ঐক্যতা থাকে; নবম। যে ব্যক্তি রাজার ক্ষতিতে আপন লভ্য জ্ঞান করে। দশম। যে ব্যক্তি রাজার নিকট অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার বিপক্ষের সহিত সন্ধি করে। রাজারদিগের উচিত যে এই পূর্ব্বোক্ত দশ ব্যক্তিকে কোন ভেদ জ্ঞাত করাইবেন না, আর যে ব্যক্তির মনুষ্যত্ব ও ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা না হইয়াছে তাহাকেও জানাইবেন না।

আত্মছিদ্র সকলেরে নাহি জানাইবে।
ভেদজ্ঞাপনের পাত্র অত্যল্প জানিবে॥

এই সকল উপদেশানুসারে দমনকের পরীক্ষা নাকরিয়া আমি যে তাহাকে প্রেরণ করা আমার উচিত ছিল না। এই দমনককে বোধ হয় যে বোদ্ধা বটে কিন্তু এই ব্যক্তি দুঃখি হইয়া আমার নিকটহইতে বহু দিবস হইল অন্তর হইয়াছিল যদ্যপি সেই দুঃখ

উঁহার স্মরণ থাকে তবে এই সময় বিপক্ষাচরণ করিয়া কোন বিবাদ উপস্থিত করিতে পারে, কিম্বা আমার বিপক্ষের শক্তি ও প্রতাপাধিক্য দেখিয়া তাহার পক্ষ হইয়া আমার যে সকল ভেদ সে জ্ঞাত আছে তাহা তাহাকে জানাইলেও পশ্চাৎ তাহার উপায়ান্তর,আর হইতে পারিবেক না, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

দুষ্ট নাহি হও সন্দ রাখহ অন্তরে।
দুষ্ট প্রবঞ্চনা হতে থাকহ অন্তরে॥

এই উপদেশের অন্যথাচরণ আমি কেন করিলাম ইহার প্রেরণেতে যদ্যপি কোন আপদ না ঘটুক কিন্তু ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এই সকল সন্দেহ মন মধ্যে আন্দোলন করতঃ পশুরাজ একবার উঠিতে ছিলেন ও একবার বসিতেছিলেন আর তাহার আগমন অপেক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছিলেন ইতোমধ্যে হঠাৎ দমনককে দূর হইতে দৃষ্টি করতঃ কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া স্বস্থানে স্থিতি করিলেন। পরে দমনক তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

চন্দ্র সূর্য্য যত দিন আকাশ মণ্ডলে।
তত দিন মোর রাজা থাকুন কুশলে॥
রাজার সম্মতি রূপ সূর্য্যের কিরণ।
দাসের উপরে সদা হউক পতন॥

হে মহারাজ যে শব্দ আপনকার কর্ণ গোচর হইয়া-

ছিল সে একটা গুরুর শব্দ, সে এই কাননের চতুর্দ্দিগে তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করে, তাহার কর্ম্ম কেবল খাওয়া আর শোওয়া। পশু-রাজ কহিলেন উঁহার শক্তি কি অনুমান হয়, দমনক উত্তর করিলেক, যে উঁহার শক্তি প্রকাশক কর্ম্ম আমি কিছুই দেখি নাই, আর তাহাকে দেখিয়া আমার শঙ্কাও কিছু জন্মে নাই একারণ তাহাকে আহ্বান ও লঘুতাও কিছু করি নাই। পশ্বাধিপতি কহিলেন, যে তাহাকে দুর্ব্বল বোধ করিয়া তাচ্ছল্য করা উচিত নহে, কেননা দেখ বলবান্ বায়ু কখন তৃণের উপর আঘাত করে না, কিন্তু দৃঢ় বৃক্ষকে মূলের সহিত উৎপাটন করে অতএব মহৎ ব্যক্তিরা আপন সম-যোগ্য না পাইলে শক্তি ও প্রতাপ কখন প্রকাশ করেন না।

চেষ্টা নাহি করে বাজ চটক শিকারে।
শাহিন মশক প্রতি ধাবা না বিস্তারে॥

পরন্তু দমনক কহিতে লাগিল, যে উঁহাকে গণ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা আপনকার উচিত নহে, যে হেতুক আমি বুদ্ধি দ্বারা তাহার ভাবৎ অবগত হইয়াছি, অতএব যদি আপনকার অনুমতি হয়, তবে তাহাকে আপনকার নিকট আনয়ন করিয়া মহারাজের আজ্ঞা-কারী করিয়া দেই। পশু-রাজ এই কথায় হৃষ্টান্তঃকরণে অনুমতি করিলেন। পশ্চাৎ দমনক শঞ্জীবকের নিকট গিয়া দৃঢ়ান্তঃকরণে কথোপকথন করিতে লাগিল।

দমনক জিজ্ঞাসা করিল সঞ্জীবকে।
কোথা হতে আইলে তুমি বলহ আমাকে॥

এস্থানে তোমার আসিবার ও স্থিতি করিবার কারণ কি? শঞ্জীবক আত্ম বিবরণ যথার্থ রূপে প্রকাশ করিলেক। দমনক শঞ্জীবকের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেক, যে এ কাননাধিপতি পশুরাজ তাঁহার নিকট তোমাকে লইয়া যাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর তিনি কহিয়াছেন, যে যদ্যপি তুমি শ্রবণ মাত্রেই আমার সহিত তথায় গমন কর, তবে তোমার এপর্যন্ত তথায় আগমন জন্য, যে অপরাধ তাহা তিনি ক্ষমিবেন, কিন্তু যদি বিলম্ব করহ তবে আমি অতি শীঘ্র তথায় গমন পূর্ব্বক তোমার তাবৎ বৃত্তান্ত মহারাজকে জ্ঞাত করাইব। শঞ্জীবক পশু-রাজের নাম শুনিবা মাত্র ভীত হইয়া কহিলেক, যে যদি তুমি আমার সহকারী হইয়া আমার অপরাধের দণ্ড হইতে আমাকে মুক্ত করহ, তবে আমি তোমার সহিত গমন করিতে সক্ষম হই, ও তোমার সঙ্গ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ সন্দর্শন করি। দমনক তাহার হৃদগত যাহাতে হয়, এরূপ শপথ করণ পূর্ব্বক উভয়ে গমন করিলেক। পরে দমনক কিঞ্চিৎ অগ্র হইয়া শঞ্জীবকের আগমন সংবাদ পশু-রাজের নিকট প্রদান করিলেক, কিঞ্চিৎ বিলম্বে শঞ্জীবক তথায় উপস্থিত হইয়া রাজনীত্যনুসারে প্রণাম করিলেক। অনন্তর পশু-রাজ

স্নেহ প্রকাশক বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে তুমি এস্থানে কত দিন আসিয়াছ? আর তোমার এখানে আসিবার কারণইবা কি? শঞ্জীবক আপন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাবৎ কহিলেক। পরে পশু-রাজ কহিলেন, যে এস্থানে স্থিতি করিলে আমার অনুগ্রহ ও স্নেহ পাইতে পারিবে, কেননা স্বভাবতঃ তাবৎ প্রজাগণের উপরেই আমার অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রকাশ আছে।

আমার রাজ্যেতে বহু করিলে ভ্রমণ।
মম নিন্দা করে নাহি পাবে হেন জন॥
প্রথম মানস মম এই সে জানিবে।
সদা ভাবি কিসে প্রজা সুখেতে থাকিবে॥

পরে শঞ্জীবক প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করতঃ স্বকীয়েচ্ছায় পশু-রাজের আজ্ঞাকারী হইল। পশ্বাধিপতি ও আত্মীয় রূপে প্রতি দিন তাহার অধিক সম্মান করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যেই তাহার অবস্থা বুদ্ধি ও কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যে এক জন খ্যাত বোদ্ধা আর তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাকে অতিশয় বিশ্বাসী জ্ঞান করিলেন।

সুচরিত্র বুদ্ধি বড় দেখেন তাহার।
কথায় ওজন করে বুঝে তারাতার॥
বিচার করিয়া বুঝে যেজন যেমন।
তাহার সম্মান করে করিয়া তেমন॥

পৃথিবী ভ্রমিয়া বহু দর্শী হইয়াছে।
প্রবাসে হয়েছে সভা ভূপতির কাছে॥

অনন্তর পশু-রাজ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অনেক বিবেচনা করিয়া শঞ্জীবককে আপন ভেদজ্ঞ করিয়া তাবৎ কর্ম্মের ভার তাহাকে অর্পণ করতঃ সর্ব্বাপেক্ষা তাহার সম্মান বর্দ্ধিত করিলেন। দমনক যখন দেখিল যে শঞ্জীবককে সর্ব্বোপরি কর্ত্তা করিয়া আমারদিগের কথা না শুনিয়া তাহার বাক্যানুসারে তাবৎ কর্ম্মাদি করিতে লাগিলেন, তখন দমনকের অন্তঃকরণে হিংসা জন্মিয়া স্থানান্তর গমনের বাঞ্ছা হইল, ও রাগ রূপ অগ্নি হইতে হিংসা রূপ স্ফুলিঙ্গ তাহার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল।

হিংসা রূপ অগ্নি যদি প্রজ্বলিত করে।
প্রথমে হিংসক তবে তাহে পুড়ে মরে॥

অনন্তর এই চিন্তায় দমনকের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইল, পরে দমনক পশুরাজের এই সকল কুব্যবহার করকটকে জানাইবার কারণ তথায় গমন করিয়া কহিতে লাগিল হে ভ্রাত দেখ আমার বুদ্ধির অল্পতা কি পর্য্যন্ত, আমি পশুরাজের নিকট প্রাণপণে কর্ম্মাদি করিয়া গরুকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলাম সেই বেটা পশুরাজের এমত প্রিয় হইল যে তাবতের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে আর আমিও অমান্য হইয়া পদচ্যুত হইয়াছি। করকট কহিলেক।

শুন ওহে প্রাণ ভাই কি কহিব আর।
আপনি করেছ কর্ম্ম উপায় কি তার॥
না বুঝে করিয়া কর্ম্ম কেন ভাবিতেছ।
আপন পায়েতে তুমি কুঠার মেরেছ॥
দ্বন্দ রূপ ধূলি তুমি আপনি তুলেছ।
আপনার চক্ষে তাহা নিক্ষেপ করেছ॥

তোমাকেও ঐ রূপ ঘটিল যাহা ঐ ফকীরকে ঘটিয়াছিল। দমনক কহিলেক যে সে কি প্রকার?।

৮ গল্প। করকট কহিতে লাগিল, যে এক রাজা কোন এক ফকীরকে বহু মূল্য এক বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এক তস্কর তাহার সন্ধান পাইয়া তল্লোভী হইয়া কপট ভক্তি দ্বারা তাঁহার নিকট দাসত্ব স্বীকার করতঃ পরমার্থের পথ অবগত হইবার কারণ চেষ্টা করিতে লাগিল, এই উপলক্ষে তাঁহার তাবৎ ভেদজ্ঞ হইল। এক দিবস রাত্রে উপযুক্ত সময় পাইয়া ঐ রাজ-দত্ত বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিল। পর দিবস ফকীর সেই বস্ত্র ও দাস উভয়েরি অভাব দেখিয়া বোধ করিলেন যে বস্ত্র ঐ লইয়াছে। পরে তাঁহার অন্বেষণার্থে নগর মধ্যে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে পথে দেখিলেন যে দুই মৃগ পরস্পর যুদ্ধ করতঃ উভয়েরি মস্তক ক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতেছে, সেই রণস্থলে ঐ দুই ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপান্বিত যোদ্ধার শরীর হইতে বিন্দু২ শোণিত পতন হইতে ছিল তৎ-

কালে এক উল্কামুখী তথায় আসিয়া ঐ সকল শোনিত পান করিতে২ হটাৎ ঐ উভয় যোদ্ধার মস্তকদ্বয়ান্তগত হইয়া তদাঘাতে পঞ্চত্ব পাইল। ফকীর ইহা দর্শনে লোভের এক প্রকার পরীক্ষা জ্ঞাত হইয়া তথাহইতে রাত্রি কালে এক নগরে উত্তরিলেন, তৎকালে ঐ নগরের দ্বার বন্ধ ছিল একারণ আত্ম স্থিতি জন্য ঐ নগরের চতুপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন. দৈবাৎ সেই সময় একটা স্ত্রী লোক ছাতের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি করতঃ ভ্রমণ কারী ফকীরকে দেখিয়া বিদেশী বোধে আপন বাটীতে আসিবার কারন আহ্বান করিলেক, ফকীর তাহাতে সম্মত হইয়া দ্রুত গমন করতঃ তথায় যাইয়া গৃহের এক প্রদেশে বসিয়া জপাদি করিতে লাগিলেন, ঐ স্ত্রীলোক কুটনী নামে খ্যাতা ছিল এবং তাহার কয়েকটা রমণী রমণ ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিল।

তার মধ্যে ছিল এক পরম সুন্দরী।
তার স্থানে হাব ভাব শিখে বিদ্যাধরি।।
তাহার মুখের শোভা ছিল যে এমন।
তাহে হিংসা করে দগ্ধ হয়েন তপন।।
এ রূপ নয়ন বাণে বিদ্ধ করে মন।
তীক্ষ্ন ধার তীরে লক্ষ ভেদয়ে যেমন।।
লোহিত বরণ ওষ্ঠ বিম্বের সমান।
মুখের বচনে যেন মধু করে দান।।

সেই নারী নিরুপমা মরাল গামিনী।
চাঁচর চিকুর যেন ঝুলিছে সাপিনী ॥
তাহার নাগর বড় দেখিতে সুন্দর।
চিকুর সৌরভে করে আমোদ বিস্তর ॥
সেই নর মিষ্টভাষী উজ্জ্বল ললাট।
সিংহ কটি মধ্য সম কটি মধ্য ঠাট ॥
তাহার কুটীল কেশ এমন শোভিত।
তার কাছে তরুলতা সদাই লজ্জিত ॥

সেই নাগর ঐ নাগরীতে এরূপ আশক্ত ছিল যে সর্ব্বদা রতি রতিপতির ন্যায় একত্রে বাস করিত কেন না পাছে অন্য জনে তাহার মধুপান করে।

যদি অন্য জন মনে করহ বসতি।
তবে মোর বড় হিংসা জন্মে তার প্রতি ॥

এই রূপ হওয়াতে ঐ কুটনী উপার্জ্জনের অল্পতা দেখিয়া অত্যন্ত ত্যক্ত হইল, এবং ঐ রমণীকে তাহা হইতে কোন প্রকারে অন্তর করিতে না পারিয়া ঐ নায়ককে বিনাশ করিতে চেষ্টিতাছিল, কিন্তু ঐ ফকী-রের তথায় বর্ত্তমান দিবসে তাহার বিনাশ নিশ্চয় মানসে তাহারদিগকে অধিক মদ্য পান করাইলেক। যখন তাহারা উভয়ে নিদ্রিত হইল, তখন কুটনী কিঞ্চিৎ বিষ ঘর্ষণ করিয়া একটা নল মধ্যে স্থাপন করিয়া ঐ নিদ্রিত পুরুষের নাসিকায় সংযোগ করিয়া ফুৎকার দেওন সময়ে ঐ পুরুষের ফুৎ পবন হওনে ঐ

বিষ কুটনীর মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

পরের অনিষ্ট চেষ্টা পায় যেই জন।
অবশ্য ঘটয়ে তার মন্দ প্রকরণ॥

পরে ফকীর এই সকল দৃষ্টি করতঃ অনেক কষ্টে রজনী প্রভাত করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করত স্থানান্তরের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক চর্ম্মকার শিষ্যের ন্যায় ভক্তি করিয়া সমাদর পূর্ব্বক ফকীরকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নিজ পরিজনকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া বন্ধু জন সদনে নিমন্ত্রণে গমন করিলেন। তাহার স্ত্রীর এক উপপতি ছিল।

সুন্দর পুরুষ সেই সুকান্ত বদন।
চাঁচর চিকুর তার জিনি নবঘন॥
লম্পট পুরুষ সেই কহে মিষ্ট বাণী।
চক্ষের পরদা তার নাহি একটু খানি॥
এরূপ নায়ক সঙ্গে সঙ্গ যদি হয়।
সতত আপদ প্রাণে তাহাতে ঘটয়॥

ইহারদিগের উভয়ের সংঘটনকারিকা এক নাপিনী ছিল।

তাহার গুণের কথা কহিতে না পারি।
অগ্নি জল এক ঠাঁই করে সেই নারী॥
কথার মিষ্টতা তার কহা কিছু ভার।

প্রস্তুর গলিয়া হয় মোমের আকার ॥
আর কিছু কথা তার করি নিবেদন।
অতি উচ্চে আর নিচে করয়ে মিলন ॥

পরে চর্ম্মকারের স্ত্রী স্থানান্তর পতি গমনে উপযুক্ত সময় পাইয়া কুট্টনীর নিকট কহিয়া পাঠাইলেক, যে আমার প্রাণনাথকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিবে, যে অদ্য রজনীতে চিনি মাছির ভ্যান-ভ্যানানি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আর আজিকার যে সঙ্গ সে প্রহরির গুহ্য ধ্বনি ব্যতিরেকে সুনিষ্পন্ন হইবেক।

উচ্চ এস হইয়াছে বিধির ঘটনা।
দুই জনে পুরাইব মনের বাসনা ॥

পরে কুট্টনীর স্থানে তাহার প্রাণেশ্বরীর এই সমাচার পাইয়া আস্তে ব্যস্তে মনোবাঞ্ছা পূরণেচ্ছায় প্রিয়তমার গৃহ দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার খুলিবার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল, ইতোমধ্যে চর্ম্মকার কালান্তক যমের ন্যায় হটাৎ উপস্থিত হইয়া, ঐ পুরুষকে আপন গৃহ দ্বারে দেখিলেক, ইহার পুর্ব্বেও এই উভয়ের সংঘটন সন্দেহ উহার ছিল, তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহার ভাবি সন্দেহ ভঞ্জন হইল। পরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আপন স্ত্রীকে অতিশয় প্রহার করিয়া একটা স্তম্ভেতে তাহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া আপনি শয়ন করিলেক। ফকীর এই সকল দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যে এরূপ নিরপরাধে এই স্ত্রীলোকটাকে প্রহার করা উপযুক্ত হয় নাই, আমার উচিত ছিল যে উহাকে এদণ্ড হইতে রক্ষা করা। কিঞ্চিৎ বিলম্বে সেই নাপিতনী আসিয়া কহিলেক, যে হে ভগি ইহাকে তুমি এরূপ প্রত্যাশায় কেন রাখিয়াছ, শীঘ্র বাহিরে আসিয়া উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করহ।

দেখিতে বাসনা যদি থাকে তব মনে।
শীঘ্রগতি যাও তুমি তাহার সদনে॥
এখন বহিছে তার নিশ্বাস প্রশ্বাস।
বিলম্ব করিলে তার হইবে বিনাশ॥

পরন্তু চর্ম্মকারের স্ত্রী কুট্টনীকে খেদান্তঃকরণে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল।

অক্ষুধিত জন তুমি আছ হৃষ্ট মনে।
ক্ষুধিত জনের দুঃখ জানিবে কেমনে॥
আশকে আশক্ত মন আছয়ে যাহার।
কি রূপে জানিবে তুমি মন দুঃখ তার॥
শুন ওহে ঘুঘু পক্ষী থাকহ কাননে।
কয়াদি পাখির দুঃখ জানিবে কেমনে॥

হে হিতৈষিনি, আমার দুঃখের বিবরণ কিছু শ্রবণ কর়হ, আমার এই নিষ্ঠুর স্বামী প্রাণনাথকে দ্বারে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় গৃহ মধ্যে আসিয়া কঠিন প্রহার দ্বারা আমার শরীর চূর্ণ করিয়া আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদি এজন ও সে জনের প্রতি তোমার স্নেহ থাকে,

তবে এই বন্ধন তুমি স্বীকার করিয়া শীঘ্র আমার এ বন্ধন মুক্ত করিয়া দেহ। আমি প্রাণনাথের নিকট ক্ষমা চাহিয়া অতি শীঘ্র আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিতেছি, ইহাতে আমরা উভয়ে তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব। পরে কুট্টনী আপন বন্ধন স্বীকার করত তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তথায় গমন করিতে অনুমতি দিল। ফকীর এই আচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিল। অনন্তর চর্ম্মকার চৈতন্য হইয়া ডাকিলেক, নাপ্তিনী প্রকাশ ভয়ে উত্তর করিলেক না। চর্ম্মকার ক্রোধান্বিত হইয়া নাকাটি নামক অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্তম্ভের পশ্চাৎ আসিয়া নাপ্তিনীর নাসিকা ছেদন করত, তাহারি হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেক, যে এই উপঢৌকন তোমার প্রিয়তমের নিকট পাঠাও। নাপ্তিনী ভয় প্রযুক্ত আহা উহু না করিয়া মনে করিলেক, যে হা, এবড় আশ্চর্য্য।

বিধির ঘটন দেখ আশ্চর্য্য এমন।
কেহ করে নষ্টা দুঃখ ভোগে কোন জন॥

পরে চর্ম্মকার স্ত্রী বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়া দেখিলেক, যে নাপ্তিনীর নাক কাটা গিয়াছে, তাহাতে অপ্রস্তুতা হইয়া তাহার নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহার বন্ধন মোচন করিয়া আপনি তদবস্থায় রহিল। অনন্তর নাপ্তিনী ঐ নাক হস্তে করিয়া আবাসাভিমুখে গমন করিল।

আশ্চর্য্য করিয়া শুন এসব কাহিনী।
মনে হাসে মনে কাঁদে সেই নাপিতিনী॥

পরে ঐ সকল দৈব ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া চকরের মনে আশ্চর্য্য বৃদ্ধি হইল। চর্ম্মকারের স্ত্রী অনেকক্ষণ পরে যোড় কর কহিতে লাগিল, যে হে পরমেশ্বর, আমার স্বামী আমার উপর বিস্তর দৌরাত্ম্য করিয়া আমার মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন, অতএব আপনি আমার প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া শরীরের প্রধান শোভা কর, যে নাসিকা তাহা পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দেন। এই সকল কথা কহন সময়ে তাহার স্বামী বিনিদ্রিত হইয়া তাহার ছল রোদন ও ঈশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা শুনিতেং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, যে ওরে দুষ্টাচারিণী পরমেশ্বর ব্যভিচারিণী দিগকে কখন বর প্রদান করেন না।

দৈব কার্য্যে ইষ্ট সিদ্ধ বাঞ্ছা যদি কর।
তবে আগে শুদ্ধ কর বচন অন্তর॥

পরে ঐ স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, যে হে কুৎসিতাচারিণা আমি সতী, তুমি আমার মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিলা, কিন্তু আমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ দেখ, তিনি আমাকে ঐ অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া আমার ছিন্ন নাসিকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরে ঐ নির্ব্বোধ পুরুষ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়া আনিয়া দেখিল, যে যথার্থই তাহার নাসিকা যোড়া

লাগিয়াছে, আর তাহাতে কাটার চিহ্নও নাই তৎক্ষণাৎ সাপরাধি হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত বন্ধন মোচন করিলেক, আর প্রতিজ্ঞা করিলেক, যে আমি সপ্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইব না, এবং এই সতী স্ত্রীর বিনা অনুমতি কোন কর্ম্মও করিব না, কেননা এব্যক্তি পরমেশ্বরে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই সফল হয়। ওদিকে নাপ্তিনী ছিন্ন নাসিক হস্তে করিয়া গৃহে গমন করত আশ্চর্য্য রূপে চিন্তা করিতে লাগিল, যে আমি কি উপায় দ্বারা স্বামী ও প্রতিবাসী এবং বন্ধুদিগের নিকট পরিত্রাণ পাইব, ইত্যোমধ্যে নর-সুন্দর অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নাপ্তিনীকে কহিলেক, যে আমার ভাঁড়ি দেহ আমি অমুকের বাটীতে খেউরী করিতে যাইব। তাহাতে নাপ্তিনী শঠতা দ্বারা কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ভাঁড়ি না দিয়া একখানি খুর তাহাকে দেওয়াতে নাপিত উন্মাদিত হইয়া সেই খুর তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কটু বাক্য কহিতে লাগিল। পরে নাপ্তিনী ছল করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া চীৎকার শব্দে কহিতে লাগিল, যে দেখ২ নিরপরাধে আমার নাক কাটিলেক। ইহা শ্রবণে নাপিত আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রতিবাসির আসিয়া দেখিলেক, যে নাপ্তিনীর বস্ত্রে রক্ত ও নাসিকা কাটা, পরে সকলেই নাপিতকে তিরস্কার করিতে লাগিল, নাপিত স্বীকার অস্বীকার উভয়ের কিছুই স্বীকার

করিতে পারিল না। ক্ষণেক কাল পরে সূর্য্য দেব প্রকাশ হইলে, নাপ্তিনীর আত্ম বন্ধুগণ আসিয়া নাপিতকে কাজির নিকট লইয়া গেল। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ ফকীর চর্ম্মকারের গৃহ হইতে বাহির হইয়া কাজির সহিত তাঁহার পূর্ব্বের আলাপ ছিল, একারণ ঐ বিচার স্থানে উপস্থিত হইয়া কাজির সহিত রীত্যনুসারে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে যখন নাপ্তিনীর পক্ষলোকেরা কাজির নিকট আদ্যোপান্ত করিলেক, তখন কাজি নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি নিরপরাধে নাপ্তিনীর নাসিকা ছেদন কেন করিলে? নাপিত সংকুচিত হইয়া তাহার উত্তর প্রদানে অশক্ত হইল, কাজি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে তাহার নাসিকা ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ সময় ফকীর উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, যে হে কাজি, কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা সবিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করহ, কেননা চোর কি আমার বস্ত্র লয় নাই? আর উদ্ধা সুখীকে কি হরিণেরা মারে নাই? ও বিষ কি কুট্টনীকে মারে নাই? এবং চর্ম্মকার কি নাপ্তিনীর নাক কাটে নাই?। এই সকল আপদায় বিষয়ের প্রমাণ স্থল আমি হইয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া কাজি নাপিতের দণ্ড করণে রহিত হইয়া ফকীরের প্রতি দৃষ্টি করত কহিতে লাগিলেন, যে ইহার বিস্তার করিয়া কহ। পরে ফকীর যাহা শুনিয়াছিল, ও দেখিয়াছিল, তাহার

আদ্য অন্ত বিস্তার রূপে কহিতে লাগিলেন, যে যদ্যপি আমি তাহাকে শিষ্য করিতে বাঞ্ছা না করিতাম, তবে আমার বস্ত্র চুরি যাইত না, আর উল্কামুখী যদি রক্ত পানেচ্ছুক না হইত, তবে হরিণের আঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইত না, ও ঐ কুট্টনী যদি সেই পুরুষকে মারিতে চেষ্টা না করিত, তবে সেও প্রাণে মরিত না, এবং নাপ্তিনী যদি মন্দ কর্ম্মের সাহায্য না করিত, তবে তাহারও নাক কাটা যাইত না, ও লজ্জাও পাইত না, যে ব্যক্তি পরের মন্দকারী হয় তাহার ভাল ইচ্ছা করা উচিত নহে, আর যে ব্যক্তি মিষ্ট ভক্ষণেচ্ছুক হয় তাহার নিম্ব ফল রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে।

পণ্ডিত লোকেতে ইহা বলেছে নিশ্চয়।
করিলে পরের মন্দ কালে মন্দ হয়॥

পরে করকট কহিলেক, যে এই দৃষ্টান্ত আমি এই কারণ দেখাইলাম, যে তুমি আপন দুঃখের পথ আপনি করিয়াছ।

যেমন করেছ কর্ম্ম তেমনি ভুগিবে।
এখন কান্দিলে আর বল কি হইবে॥

অনন্তর দমনক কহিলেক, যে তুমি যাহা কহিতেছ সে যথার্থ। আমি আপনার মন্দ আপনিই করিয়াছি, কিন্তু আমি যে ইহা হইতে মুক্ত হই তাহার কি উপায় ভাবিতেছ। পরন্তু করকট কহিলেক, যে এ কর্ম্মে প্রথমাবধি তোমার সহিত আমার ঐক্য নাই, এইরূপেও

ইহা হইতে আমি অন্তর আছি, আর একর্ম্মেতে যে এইরূপে আমি প্রবিষ্ট হই, তাহার কোন কারণ আমি দেখিতে পাইনা তোমার বর্ম্মের উপায় তুমিই দেখ কারণ, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন " আত্ম বুদ্ধি শুভকরী পর বুদ্ধিতে বিনাশ হয়", পরে দমনক কহিলেক, যে কোন উত্তম ছল দ্বারা ঐ গরুকে আমি পদচ্যুত করি পদচ্যুত করা কি বরং উহাকে এস্থানে হইতে দেশান্তর করিয়া দেই, কেননা ইহাতে অলস করিলে লজ্জা ও বোদ্ধাদিগের নিকট অপ্রশংসা হয়, আর তোমার পদ আমি প্রার্থনা করি না, এবং আমার যাহা আছে তাহা হইতেও অধিক চেষ্টা করি না, আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বোদ্ধারা এই পঞ্চ কর্ম্ম করিতে যদি চেষ্টা করেন তবে কেহ তাহা দূষিতে পারে না। প্রথমতঃ যাহার যে সম্মান আছে তাহা হইতে অধিক চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষিত দুঃখ হইতে অন্তর হওয়া। তৃতীয়তঃ সঞ্চিত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। চতুর্থ উপস্থিত আপদের নিবৃত্তি করা। পঞ্চম ভাবি দুঃখের নিবারণ ও লাভের কারণ দৃষ্টি করা, আর আমি এই চেষ্টা করি যে পুনঃ পদারূঢ় হই তাহার উপায় এই, যে ঐ গরুকে এক কালে নষ্ট কিম্বা স্থানান্তর করি আমি ঐ চটক হইতে ন্যূন নহি যে বাশা অর্থাৎ চটক শিকরাকে প্রতি ফল দিয়াছিল। করকট কহিলেক যে সে কিপ্রকার?।

৯ গল্প। পরে দমনক কহিতে লাগিল, আমি শুনিয়াছি যে দুই চটক এক বৃক্ষ শাখোপরি বাসা করিয়া জল ও শস্য ভক্ষণ দ্বারা কাল যাপন করিত ঐ বৃক্ষ নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি এক বাসা নামক পক্ষ বাস করিত, শিকার কালে সে বিদ্যুতের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া পতত্রিগণকে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিত।

পক্ষিগণ প্রতি যবে থাবা বিস্তারিত।
বহু পক্ষী এক কালে গ্রহণ করিত॥

আর যখন চটকদিগের শাবক হইত, এবং তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া উড়েং ঐ সময়ে তাহাদিগকে ঐ বাসা লইয়া আপন শাবকদিগকে আহার প্রদান করিত চটকেরা মায়া প্রযুক্ত বাস স্থান ত্যাগ করিতে পারিত না, আর বাসার দৌরাত্ম্যেতে তথায় বাস করা তাহাদিগের দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

মায়া জন্য সেই স্থান ত্যজিবারে নারে।
বাসার দৌরাত্ম্যে বাসে থাকিতে না পারে॥

একবার চটক শাবকদিগের গমনাগমন শক্তি হওয়াতে তাহারদিগের পিতা মাতা বড় সন্তোষ হইয়াছিল কিন্তু এক দিবস হঠাৎ বাসার নিষ্ঠুর ব্যবহারের চিন্তা তাহারদিগের মনে উপস্থিত হওনে আহ্লাদাপেক্ষা দূরে গিয়া মন পীড়ায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে তাহারদিগের সন্তান বর্গের মধ্যে সুবুদ্ধি এক শাবক পিতা মাতার আনন্দে নিরানন্দ দেখিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেক, যে আপনকারদিগের নিরানন্দের কারণ কি? তাহাতে তাহারা কহিলেক, হে পুত্র তাহার বিবরণ কি কহিব।

জিজ্ঞাস কি আমাদের দুঃখের কারণ।
নয়ন বারির স্থানে জান বিবরণ॥

পরে বাসার দৌরাত্ম্যের বিবরণ তাবৎ কহাতে ঐ পুত্র উত্তর করিল, হে পরমেশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত হওয়া বোদ্ধাদিগের কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাবৎ রোগেরি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যদ্যপি আপনারা চেষ্টা করেন, তবে আমাদিগের এ আপদ হইতে মুক্ত হওয়া ও আপনকারদিগের অন্তঃকরণের চিন্তা দূর হওন অসম্ভব নহে। এই বাক্য চটা চটির হৃদগত হইল। পরে এক জন শাবকেরদিগের রক্ষণাবেক্ষণের কারণ তথায় থাকিল, ও অন্য জন ঐ চেষ্টার কারণ উড্ডীয়মান হইল, পরে কিয়দ্দুর গমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যে আমি কোথায় যাই, আর আমার অন্তঃকরণের দুঃখই বা কাহাকে জানাই।

মানস পীড়ায় আমি সদত পীড়িত।
তাহার ঔষধ আমি আছি অবিদিত॥
মনোদুঃখ সম পীড়া আর কিছু নাই।
তাহার ঔষধ আমি খুঁজিয়া না পাই॥

শেষ অন্তঃকরণে এই নিশ্চয় করিল যে প্রথমতঃ আমার সম্মুখে যে জন্তু উপস্থিত হইবে তাহারি নিকট

আমার মনোযোগ জানাইয়া তাহার নিকট হইতে ইহার ঔষধ লইব। ইতোমধ্যে সমন্দর নামক অগ্নি মধ্যস্থিত এক কীট অগ্নি হইতে বাহির হইয়া মাঠের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল, হঠাৎ তাহার প্রতি চটকের দৃষ্টিপাত হওনে তাহার আকৃতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিলেক যে আইসহ আমার অন্তঃকরণের দুঃখ তোমার নিকট প্রকাশ করিব, আমি বোধ করি যে তোমা হইতে আমার মনোদুঃখ নিবারণের উপায় হইতে পারে। পরে সম্বোধন করণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেক। সমন্দর স্নেহ পূর্ব্বক অতিথি সেবার রীত্যনুসারে জিজ্ঞাসা করিলেক যে তোমার বদন কেন মলীন দেখিতেছি? পথশ্রান্ত প্রযুক্ত যদি হইয়া থাক তবে এই স্থানে কিছু ক্ষণ স্থিতি করিলে তোমার সে দুঃখ দূর হইবে যদ্যপি আর কোন বিষয়ের কারণ হইয়া থাকে তবে তাহাও বলহ আমি সাধ্যানুসারে তাহার উপায় চেষ্টা করিব। পরে চটক আত্ম দুঃখ বিবরণ এরূপ প্রকার করিয়া কহিলেক যে প্রস্তরের নিকট কহিলে সেও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

দুঃখের বারতা মোর শুনে সেই জন।
তার মনে শতক্ষত হয় ততক্ষণ॥

পরেসমন্দর চটকের এরূপ দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়া খেদ রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কহিলেক যে চিন্তা

করিও না, আমি ঐ আপদ হইতে তোমাকে শীঘ্র মুক্ত করিতেছি, অদ্য রাত্রি কালে এরূপ করিব যে বাসার বাসা মূলের সহিত দগ্ধ হইবে। তুমি তোমার স্থানের চিহ্ন আমাকে জানাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করহ। আমি অদ্য রাত্রিতেই তোমার নিকট উপস্থিত হইব। চটক আপন বাসস্থানে নিঃসন্দেহ রূপে তাহাকে জানাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে উত্তরিল। পরে সমন্দর স্বজাতীয় কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ও গন্ধকের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। পরে চটক তাহারদিগকে বাসার বাসায় লইয়া গেল, তৎকালে বাসা অসাবধান পূর্ব্বক সপরিবারে নিদ্রিত ছিল, তাহারা ঐ প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ও গন্ধক বাসার বাসায় নিঃক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল, পরে যখন বায়ুর গমনাগমন দ্বারা ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তখন তাহারা নিদ্রাচ্যুত হইয়া ঐ অগ্নি নির্ব্বাণের নিরুপায় দেখিয়া সপরিবারে ভস্মসাৎ হইল।

পরের অনিষ্ট চেষ্টা কারক যে হয়।
তাহার অনিষ্ট দেখ হয় যে নিশ্চয়॥

এ দৃষ্টান্ত দেওনের কারণ এই যে সকলেরি শত্রু দূর করণের চেষ্টা কর্ত্তব্য কেননা আপনি যদি দুর্ব্বল ও শত্রু প্রবল হয় তথাচ ঐ শত্রুহইতে জয়ের সম্ভাবনা তাহার আছে। অনন্তর করকট কহিতে লাগিল যে এক্ষণে পশু-রাজ তাহাকে তাবৎ আমাত্যগণ মধ্যে

শ্রেষ্ট করিয়াছেন আর তাহার প্রতি পশু-রাজের যে স্নেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মান বড় দুঃসাধ্য যেহেতুক রাজবর্গের যে ব্যক্তিকে প্রতিপালন করেন তাহার অধিক দোষ না দেখিলে তাহাকে নষ্ট করেন না।

সলিল কাষ্ঠকে কভু নাহিক ডুবায়
প্রতিপাল্য জনে ডুবাইতে লজ্জা পায়।

পরে দমনক কহিতে লাগিল যে পশু-রাজ তাবৎ আমাত্যগণকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া তাহাকে যে শ্রেষ্ট জ্ঞান করিয়াছেন তাহার এমন বিশেষ কারণই বা কি সে যেহেতুক কিন্তু এই কারণ সকলেই আপনার কর্ম্ম ও তাঁহার হিত চেষ্টা হইতে অন্তর হইয়াছে ও তাহাতে পশু-রাজের বিপদও ঘটিতে পারে আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে এই ছয় কারণের এক কারণ ঘটিলেই রাজা ও রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হয়। তদ্যথা। প্রথমতঃ। হিতকারী ব্যক্তিদিগকে নিরাশ করা আর বোদ্ধা ও পরীক্ষকদিগকে ত্যাগ করা। দ্বিতীয়তঃ কলহ, কেননা তাহাতে অকারণ বৈরতা ও অমঙ্গল জন্মায়। তৃতীয়তঃ পরস্ত্রীর প্রতি লোভ ও মৃগয়েচ্ছা ও মদ্যপান আর ক্রীড়াশক্ত হওয়া। চতুর্থ, কালের পরীবর্ত্তন অর্থাৎ মারীভয় ও মন্বন্তর ও ভূমিকম্প ও দিগদাহ এবং জলকম্প ইত্যাদি। পঞ্চম। দুঃস্বভাব, অর্থাৎ অধিক কোপ ও অপরিমিত দণ্ড করা।

ষষ্ঠ । মূর্খতা, অর্থাৎ সন্ধিস্থলে যুদ্ধ ও যুদ্ধস্থলে সন্ধি করা ।

যুদ্ধ কালে যুদ্ধ সন্ধি সন্ধির সময় ।
ইহা বিপরীতে দেখ বড় মন্দ হয় ॥

পরে করকট কহিতে লাগিল যে আমি জানিলাম যে তুমি তাহার সহিত শত্রুতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ কিন্তু আমি জানি যে পরের মন্দ করা কখন ভাল নহে, কেননা ঘটিতে সেই মন্দ তাহার ঘটে ।

করিলে পরের মন্দ মন্দ হয় বটে ।
দেখ কালে সেই মন্দ এসে তারে ঘটে ॥

আর যে ব্যক্তি লজ্জায় লজ্জিত হইয়া শুভাশুভের পরিবর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি করে সেই কুশলেচ্ছুক হয়, আর বাক্য ও করকে পর দুঃখ হইতে সাবধান রাখে, যেমন ঐ দাদগরশাহি অর্থাৎ সুবিচারক রাজা । দমনক কহিলেক সে কি প্রকার ? ।

১০ গল্প । করকট কহিতে লাগিল যে আমি শুনিয়াছি পূর্ব্ব কালীয় এক রাজা ছিলেন, তিনি প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন কেননা দৌরাত্ম্য রূপ ঝড়েতে তাঁহারা বিচার ও পরোপকার রূপ যে পদ তাহা চঞ্চল হইয়াছিল ।

মহী দন্ধ কারী রাজা নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ।
বিরক্ত তাবৎ প্রজা কুবাক্য প্রচুর ॥

প্রজা লোকেরা তাঁহার দৌরাত্ম্য জন্য পরমেশ্বরে

নিকট তাঁহার অমঙ্গল প্রার্থনা করিত। এক দিবস ঐ রাজা মৃগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন পরে তথা হইতে পুনরাগমন করিয়া নগরে ঘোষণা করিলেন যে হে প্রজাগণেরা কুশল দর্শনের প্রতি আমার অন্তঃকরণের চক্ষু অদ্যাবধি যে মুদ্রিত ছিল একারণ আমার পাপিষ্ঠ হস্ত দুঃখি দিগের প্রতি দৌরাত্ম্য রূপ অসি নিক্ষেপ করিয়াছিল, এইক্ষণে সেই চক্ষু উন্মীলিত হইয়া প্রজা পালনে ও বিচার করণে অটল হইলাম, অতএব পর দিবসাবধি কোন দৌরাত্ম্য কারকের হস্ত দ্বারা মনো দুঃখ রূপ শৃঙ্খল কোন প্রজাগণের দ্বারে যুক্ত হইবে না আর কোন দুঃখ দায়কের পাদ কোন দুঃখি ব্যক্তির গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে শক্ত হইবে না।

রাজা হতে যেই রাজ্যে প্রজা দুঃখে রয়।
দেখ কভু সেই রাজ্যে কুশল না হয়॥

পরে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ প্রজা লোকেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল, আরত থাকার দুঃখি দিগের আশা রূপ পুষ্পোদ্যানে বাঞ্ছা রূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল।

সহসা পাইয়া এই শুভ সমাচার।
আহ্লাদিত হল মন তাবৎ প্রজার॥

পরে ঐ রাজার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা একরূপ প্রতাপ জন্মিল যে মৃগ ব্যাঘ্রের স্তন দুগ্ধ পান করিতে লাগিল, আর বাজ-পক্ষীর ভক্ষ যে তদবর পক্ষী সেও বাজের

সহিত আমোদ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই কারণে ঐ রাজার উপাধি শাহদাদগর অর্থাৎ সদ্বিবেচক হইল।

বিচারের মূল হইল এরূপ অটল।
গন্ধকের রক্ষক দেখ হইল অনল॥

অনন্তর ঐ রাজার ভেদজ্ঞ এক ব্যক্তি উপযুক্ত সময় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনকার এরূপ হওনের কারণ কি? আর আপনকার দৌরাত্ম্য রূপ কুস্বাদুর সহিত দয়া ও স্নেহরূপ সুস্বাদের পরীবর্ত্ত হওনেরি বা কারণ কি? রাজা কহিতে লাগিলেন যে অদ্য আমি মৃগয়াতে গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করতঃ হঠাৎ দেখিলাম যে একটা কুক্কুর এক উল্কামুখীর পশ্চাৎ দৌড়িয়া তাহার চরণাস্থিতে দংশন করিলেক, তাহাতে ঐ উল্কামুখী খঞ্জ হইয়া এক গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল, পরে কুক্কুর নিরাশ হইয়া ফিরিবাতে এক পদাতিক অকস্মাৎ তাহাতে এক প্রস্তরাঘাত করিলে তাহার পদ ভগ্ন হইল, পরন্তু ঐ পদাতিক কয়েক পদ গমন না করিতেই একটা অশ্ব তাহাকে এক পদাঘাত করিলেক তাহাতে তাহার পদ ভগ্ন হইল, পরে ঐ ঘোড়া কিছু দূর না যাইতেই তাহারও পদ গর্ত্তে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই সকল দর্শন করিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল, আর আমি কহিলাম যে হে, মন তুমি দেখিলে যে উহারা কি কর্ম্ম করিয়া কি

ফল পাইল, অতএব কোন ব্যক্তির উচিত নহে যে ঐ কর্ম্ম করে কিন্তু যে করে তাহাকে ঐ রূপ ঘটে।

মন্দ নাহি কর, সূক্ষ্ম বিবেচনা॥
সদা সাবধান থাক ভুলনা ভুলনা।
ইহার কারণ কিছু বলি হে তোমারে।
ভাল মন্দ এক ঠাঁই পাবে দেখিবারে॥
সর্ব্ব কার্য্যে ভাল চেষ্টা যদি হে করিবে।
আপনাকে শ্রেষ্ঠ তবে দেখিতে পাইবে॥
মন্দ মার্গে যদি তুমি গমন করিবে।
তবে তুমি পদতলে সদত থাকিবে॥

এদৃষ্টান্ত আমি এই কারণ আনিলাম যে তুমি এই দৃষ্টান্তানুসারে শত্রুতা ও হিংসা ত্যাগ করহ। এরূপ না হউক যে তোমাকে উহা ঘটে, আর এক বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন যে মন্দ করিওনা মন্দ করিলেই মন্দ হয় এবং পথিমধ্যে কূপ খনন করিওন., করিলেই আপনি তাহাতে পতিত হইবে। পরে দমনক কহিলেক যে আমি দৌরাত্ম্যকারক নহি, কিন্তু দৌরাত্ম্যগ্রস্ত হইয়াছি; দৌরাত্ম্যগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দৌরাত্ম্যকারকের প্রতি ফল দেওনে সচেষ্টিত হয় তবে তাহার পরীবর্ত্তে কি হইতে পারিবে। পরে করকট কহিতে লাগিল, হাঁ! আমি যথার্থ জানিলাম যে তাহার হিংসা করণে তোমার মন্দ ঘটিবে না বটে কিন্তু তাহাকে নষ্ট করিবার উপায় তুমি কি স্থির করিয়াছ তাহা বলহ, দেখ

তোমার শক্তি অপেক্ষা উহার শক্তি অধিক, আর তোমার বন্ধু অপেক্ষা উহার বন্ধু ও সাহায্যকারক অধিক। অনন্তর দমনক কহিতে লাগিল যে কর্ম্ম নির্ব্বাহে অধিক শক্তি ও অধিক সাহায্য কারক কারণ নহে বরঞ্চ উহাতে বুদ্ধি ও কৌশল শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। দেখ কনক সূত্র দ্বারা কাক কর্ত্তৃক কৃষ্ণ সর্প হত হইয়াছিল, করকট কহিলেক যে সে কি প্রকার।

১১ গল্প। পরে দমনক কহিতে লাগিল যে পূর্ব্ব কালীয় ইতিহাস বেত্তারা কহিয়াছেন যে এক কাক এক পর্ব্বত মধ্যস্থ এক প্রস্তর গহ্বরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ গর্ত্তের পার্শ্বে এক কৃষ্ণ সর্প বাস করিত তাহার আস্যস্থিত যে বিষ সে দ্বিতীয় কালান্তকের ন্যায় ছিল। যখন ঐ বায়সের শাবক হইত তখন ঐ সর্প ভক্ষণ করিত, তাহাতে ঐ কাকের অন্তঃকরণ সন্তান বিচ্ছেদে সর্ব্বদা দগ্ধ হইত, আর ঐ সর্পের দৌরাত্ম্য যখন অপরিমিত হইল তখন ঐ দুঃখি বায়স তাহার বন্ধু শৃগালের নিকট এই বৃত্তান্ত তাবৎ কহিয়া কহিলেক যে আমি প্রাণ দগ্ধকারক এই সর্প শত্রু হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টায় আছি। পরে শৃগাল জিজ্ঞাসা করিলেক যে কি গুণে উহার দৌরাত্ম্য হইতে অন্তর হইবে, আর ইহারি বা কি উপায় স্থির করিয়াছ। বায়স উত্তর করিলেক যে যখন ঐ সর্প নিদ্রিত থাকিবেক তখন আমার তীক্ষ্ন চঞ্চু দ্বারা উহার

উজ্জ্বল চক্ষু খুলিয়া ফেলিব তবে আমার চক্ষু পুত্তলিকা স্বরূপ সন্তানদিগকে আর নষ্ট করিতে পারিবেক না, আর আমার সন্তানেরাও ঐ নিষ্ঠুর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অকণ্টকে থাকিবেক। শৃগাল কহিতে লাগিল তোমার এ উপায় ভাল নহে কেন না বোদ্ধাদিগের শত্রু দূর করা এই প্রকারে উচিত যে যাহাতে প্রাণের হানি শঙ্কা না থাকে। হে ভাই শত্রু দূর করণে এ কৌশল কখন স্থির করিওনা কেননা পাছে ঐ উদ্বিড়ালের ন্যায় তোমাকে ঘটে, যে উদ্বিড়াল কর্কটকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া প্রিয়তম যে প্রাণ তাহাকে নষ্ট করিয়াছিল। কাক কহিলেক যে সে কি প্রকার।

১২ গল্প। পরে জম্বুক কহিতে লাগিল যে কোন এক জলাশয়ের সমীপে এক উদ্বিড়াল বাস করিত, সে তাবৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বল পূর্ব্বক কেবল মৎস্যাহরণেচ্ছুক হইয়া আত্মোদর পূর্ণোপযুক্ত মৎস্য প্রতিদিন আহরণ করত কালক্ষেপণ করিত যখন সে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন মৎস্যাহরণে অশক্ত হওনে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া সর্ব্বদা এই চিন্তা করিত।

এ বড় দুঃখের কথা শুন মহাশয়।
মম আয়ু সঙ্গী যারা তারা নাহি রয়॥
এমন ত্বরায় তারা গমন করিল।
মম প্রাণ তার সঙ্গে যাইতে নারিল॥

হায়! অতি প্রিয়তম যে আয়ু তাহাকে বৃথা কার্য্যে নষ্ট করিয়া বৃদ্ধাবস্থার সাহায্য কারী যে বন্ধু তাহা আমি কিছু সঞ্চয় করি নাই, দেখ অদ্য আমার কিছু মাত্র শক্তি নাই, আর আহার ব্যতিরিকে ও প্রাণ-ধারণের অন্য কোন উপায় দেখি না, অতএব এই ক্ষণে কোন কৌশল ক্রমে তাহা নির্ব্বাহ করা উপযুক্ত, যেহি এই কৌশলেতেই আমার দিনপাত হইতে পারিবে, পরে চিন্তা ও আহা উহু এবং ক্রন্দন করিতেং ঐ জলাশয় সমীপে উপবিষ্ট হইল, অনন্তর এক কর্কট অন্তর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া আত্মীয়তা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে মহাশয় আপনাকে আমি বড় চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি তাহার কারণ কি। ধেড়িয়া উত্তর করিলেক যে আমি কি জন্যে চিন্তাযুক্ত না হইব, তুমি জান যে আমি প্রাণ ধারণের কারণ দুই এক মৎস্য প্রতি দিন ধরিয়া খাইতাম তাহাতে তাহার দিগেরও কিছু ক্ষতি হইত না, আমারও সময় ধৈর্য্য ও সন্তোষ রূপ অলংকরণে ভূষিত হইত, অদ্য দুই ব্যক্তি ধীবর কহিতেং যাইতে ছিল যে এই জলাশয়ে অধিক মৎস্য আছে অতএব ইহা ধরিবার উপায় কিছু করা উচিত, তাহার মধ্যে একজন কহিলেক যে অমুক জলাশয়ে ইহা হইতেও অধিক মৎস্য আছে তাহা অগ্রে ধরিয়া পশ্চাৎ ধরিব, যদ্যপি এমত হয় তবে সুতরাং প্রাণের

আশাত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতে হইবে, কর্কট ইহা শুনিয়া মৎস্যদিগের নিকট অতি শীঘ্র গমন করিয়া এই ভয়ানক সংবাদ শ্রবণানুসারে তাহাদিগকে কহিল। এই অশুভ সংবাদ পাইয়া তাহারা অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া কর্কটের সহিত ধেড়িয়ার নিকট আগমন করিয়া কহিলেক যে তোমা কর্তৃক কথিত এই সমাচার কর্কটের নিকট পাইয়া আমরা উপায় রহিত হইয়াছি।

বুদ্ধিসাধ্য মত মোরা বিচার করিয়া।
উপায় না পাই ফিরি চক্রেতে ঘুরিয়া॥

এইরূপে আমারা তোমার সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেছি কেননা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বোদ্ধা ব্যক্তি যদি শত্রু হন তথাপি তাঁহার নিকট পরামর্শগ্রহণ করিলে তিনি যথার্থ উপদেশের অন্যথাচরণ কখন করিতে পারেন না, বিশেষতঃ যাহাতে তাঁহার লভ্য আছে আর তুমি আপনি কহিয়া থাক যে তোমারদিগের হইতে আমার প্রাণ ধারণ হইতেছে অতএব আমাদিগের কি উপায় তুমি দেখিতেছ, উব্রিড়াল উত্তর করিলেক যে এই কথা আমি ধীবরদিগের নিকট শুনিয়াছি এবং তাহারদিগের সমযোগ্য হইয়া বিবাদ করাও আমারদিগের সাধ্য নহে, কিন্তু উহার এই উপায় ব্যতিরেকে আর আমি কিছুই দেখি

না, আমি জ্ঞাত আছি যে এই জলাশয়ের সমীপে আর এক জলাশয়ান্তর আছে।

তাহার গুণের কথা কি কহিব আর।
প্রভাত সময় তুল্য জল পরিষ্কার॥
দর্পণে যেমন দেখা যায় প্রতিকৃতি।
ততোধিক তার জলে দেখায় আকৃতি॥
অধিক কি কব তার কি লাল বর্ণনা।
তার তলে দেখা যায় শিক তার কণা॥
মৎস্য ডিম্ব যত ক্ষুদ্র আছহ বিদিত।
তাহাও তাহার মধ্যে হয় প্রকাশিত॥
ইহার সহিত অনুমানের ডুবরি।
নাহি পায় তার অন্ত অনুমান করি॥
ছলেতে কহিছে ধেড়ে শুন সব ভাই।
ইহাতে ধীবর চক্ষু কভু পড়ে নাই॥
এই সরোবর মৎস্য হতে সুখী নাই।
জল বেড়ি বিনা অন্য বেড়ি দেখে নাই॥
ইহার তুলনা দেখ সমুদ্র সহিত।
পরিমান কি কহিব আদ্যন্তর হিত॥

অদ্য তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তথায় বাস করিতে পার তবে অবশিষ্ট পরমায়ু আহ্লাদামোদে ক্ষেপণ করিতে পারিবে। পরে তাহারা কহিলেক যে আপনি যাহা কহিলেন সে উত্তম বটে কিন্তু আপনকার সাহায্য ব্যতিরেকে একর্ম্ম আমারা নির্ব্বাহ

করিতে পারি না। পরন্তু উদ্বিড়াল উত্তর করিলেক যে আমি সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না কিন্তু বিপদ অতি নিকট দেখিতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া মৎস্যেরা রোদন করত মিনতি করিলে এই নিশ্চিত হইল যে প্রতি দিন কিয়ৎ মৎস্যদিগকে লইয়া এথায় রাখিবেক। পরে ধেড়িয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে কয়েকটি মৎস্য লইয়া ঐ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর বসিয়া আহার করিতে লাগিল, আর যৎকালীন সে মৎস্যদিগকে লইতে আসিত তৎকালীন তাহারা সকলে অগ্রে যাইবার কারণ ব্যস্ত সমস্ত হইত। যে ব্যক্তি শক্রর ছল বাক্যে বিহ্বল হয় আর দুষ্টের কথায় বিশ্বাস করে তাহার দশাই এই। অনন্তর কয়েক দিবস গতে ঐ আরোপিত জলাশয়ে কর্কট গমনেচ্ছুক হইয়া ধেড়িয়াকে আত্ম মনোগত বাঞ্ছা জ্ঞাত করাইলেক। উদ্বিড়াল মনে করিলেক যে ইহা হইতে আর আমার প্রবল শক্র নাই, অতএব ইহাকেও এই সময় ইহার বন্ধুদিগের নিকট পাঠাই। পরে কর্কটকে প্রথমতঃ আসিয়াই স্কন্ধে করিয়া ঐ মৎস্যদিগকে ঐ মহা নিদ্রাগারে লইয়া চলিল কর্কট অন্তর হইতে মৎস্যদিগের পতিত কণ্টকাদি দেখিয়া মনে২ কহিলেক যে একি ব্যাপার দেখিতে পাই। পরে আপন অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিল যে বোদ্ধারা যখন দেখিল যে শক্র নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন যদি তাহার উপায়

না দেখেন তবে আপন মৃত্যুর চেষ্টা আপনি করেন, আর যদ্যপি উপায় চেষ্টা করেন তবে এই দুই অবস্থা হইতে অন্তর হয়েন না। প্রথমতঃ জয় হইলে পৃথিবী মধ্যে পুরুষত্ব ঘোষণা হয়। দ্বিতীয়তঃ উহার বিপরীত হইলে যত্ন করার আবশ্যক যদ্যপি যত্নেতে সিদ্ধ না হয়, তাহাতে তাহার দোষ নাই।

মন্দ আশে মন্দ চেষ্টা যদি করে শ্রেষ্ঠা।
বুদ্ধিমান হও যদি কর প্রতি চেষ্টা॥
যদ্যপি মানস সিদ্ধ হয় তবে ভাল।
নতুবা তোমার দোষ লোকেতে এড়াল॥

পরে কর্কট খেড়িয়ার গলা টিপিতে আরম্ভ করিল, খেড়িয়া বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ছিল, একারণ ক্ষণেকেতেই টিপিতে টিপিতেই অচেতন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর কর্কট খেড়িয়ার স্কন্ধ হইতে নামিয়া পদব্রজে গমন করতঃ অবশিষ্ট মৎস্য দিগের নিকট, উত্তরিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশকরতঃ তাহাদিগের জীবনের প্রশংসা করিতে লাগিল তাহাতে তাহারা আহ্লাদিত হইয়া খেড়িয়ার মরণে আপনকার দিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিলেক।

শত্রু নাশ পরে যদি ক্ষণমাত্র বাঁচি।
শত্রায় করিয়া জ্ঞান আনন্দেতে নাচি॥
শত্রু বিনাশের প্রতি শত্রুতা না ভাবি।
তাহার বিচ্ছেদে কিন্তু বড় ভাল ভাবি॥

পরে শৃগাল কহিলেক যে এই দৃষ্টান্ত আমি এই কারণ দেখাইলাম যে অনেক ব্যক্তি এই রূপ আপন ছলেতে আপনি নষ্ট হইয়াছে কিন্তু আমি তোমাকে এক পথ দেখাইতেছি তদনুসারে চলিলে তুমিও স্থির থাকিবে, এবং তোমার শত্রুও বিনাশ হইবে। বায়স উত্তর করিলেক যে বন্ধু ও বোদ্ধাদিগের কথার অন্যথাচরণ করা ভাল নহে।

মদ্য প্রদ বন্ধু যদি গঞ্জা খেতে কহে।
তার বিপরীতে চলা বন্ধু কার্য্য নহে।।

পরে শৃগাল কহিলেক যে তুমি উড্ডীয়মান হইয়া ঘাটে মাঠে ও গৃহস্থের বাটীতে অন্বেষণ করতঃ যেখানে অলঙ্করণ দেখিতে পাইবে তথায় গমন করিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের দৃষ্টিগোচরে গমন করিবে, ইহাতে নিশ্চয় জানহ যে মনুষ্যেরা তোমার পশ্চাৎ২ যাইবেক, পরে যেখানে সর্প আছে তথায় যাইয়া তাহার উপর ঐ অলঙ্করণ নিক্ষেপ করহ তাহাতে ঐ মনুষ্যেরা প্রথমতঃ সর্পকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তাহা গ্রহণ করিবেক, তুমি স্বহস্তে তাহার মরণ চেষ্টা না করিয়া তাহার শত্রুতা হইতে মুক্ত হইবে। এই কথা শ্রবণানন্তর বায়স উড্ডীয়মান হইয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইল, পরে দেখিলেক যে একটা স্ত্রীলোক আভরণ ছাতের উপর রাখিয়া শৌচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পরে বায়স ঐ আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন

করিয়া শৃগালের কথানুসারে সেই সর্পের উপর নিক্ষেপ করিল; যাহারা ঐ কাকের পশ্চাৎ২ আসিয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল, তাহাতে কাকও আপদ হইতে মুক্ত হইল।

কাকের নয়ন বারি দেখ নিবারিল।

মধ্যে থাকি অনায়াসে শত্রু বিনাশিল॥

অনন্তর দমনক কহিলেক, যে এ দৃষ্টান্ত আমি এই নিমিত্ত আনিলাম, যে কৌশল দ্বারা যাহা নির্ব্বাহ হয় তাহা বল দ্বারা হয় না। পরে করকট কহিলেক, যে ঐ বলীবর্দ্দের শক্তি ও বুদ্ধি ও প্রতাপ এবং বিবেচনা সম্পূর্ণ রূপ আছে, কোন ব্যক্তি ছল দ্বারা তাহার মন্দ করণে সক্ষম হইবেক না, কেমনা তুমি তাহার যে ছিদ্রান্বেষণ করিবে সে তাহাই কৌশল দ্বারা বন্ধ করিবেক, আর আমি বোধ করি যে তুমি তাহার প্রতি যে বিপদ রূপ অন্ধকার অর্পণ করিবে সে তাহাই বুদ্ধি রূপ সূর্য্য দ্বারা বিনাশ করিবেক, তুমি কি ঐ শশকের ইতিহাস শ্রবণ কর নাই, যে সে উল্কামুখীকে বদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিয়া আপনি বদ্ধ হইয়াছিল। দমনক কহিলেক যে সে কি প্রকার।

১৩ গল্প। করকট কহিতে লাগিল যে আমি শ্রবণ করিয়াছি এক কেন্দুয়া ব্যাঘ্র আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতে ছিল, ইতোমধ্যে দেখিলেক যে একটা শশক কণ্টকজা জঙ্গালের উপর শয়ন করিয়া

রহিয়াছে, কেঁদুয়া বাঘ তাহাকে অনায়াস লভ্য জ্ঞান করিয়া ক্রমে২ তাহার নিকট গমন করিতে লাগিল, শশক ভয় ক্রমে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়নে উদ্যত হইল, কেঁদুয়া তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কহিল।

এস এস বন্ধু, এস এস তব সনে।
অশক্ত হয়েছি আমি বিচ্ছেদ বেদনে॥
যেওনা যেওনা বন্ধু, শুন মম কাছে।
তোমার বিচ্ছেদে মোর প্রাণান্ত হয়েছে॥

অনন্তর শশক তাহার ভয়ে সেই স্থানে থাকিয়াই মজ্জবৎ হইয়া ক্রন্দন করতঃ বিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, যে আমি জানিতেছি আপনি পশুদিগের রাজা এবং আপনকার জঠরানল অত্যন্ত দীপ্ত হওনে শারীরিক বল আহার হেতু প্রেশিত হইয়াছে, কিন্তু আমার শরীর অতি কৃশ অতএব ইহাতে আপনকার এক গ্রাসের অধিক হইবে না, তাহাহইতে কি হইতে পারিবে, আর আমাকে আহার করিলেই বা কি হইবেক, ইহার নিকটেই এক উল্কামুখী আছে তাহার শরীর এমত স্থুল যে তাহাতে নড়িতে চড়িতে পারে না, আমি বোধ করি যে তাঁহার মাংস এমত সতেজ ও শীতল যেমন অমৃত কুণ্ডের জল, আর তাহার শোণিত শর্করোদকের ন্যায় মিষ্ট অতএব মহাশয় যদ্যপি পদক্ষেপ করেন, তবে আমি তাহাকে

কোন কৌশল দ্বারা বন্ধ করিব, তন্মাংসে আপনকার জলযোগ হইতে পারিবে, তাহাকে আপনকার সন্তোষ হয় ভালই, নতুবা আমি মহাশয়ের নিকট বদ্ধই আছি

শুন শুন মহাশয় করিহে মিনতি।
উপস্থিত আছি কর অনা উপস্থিতি॥

পরে কেঁদুয়া শশকের ছল বাক্যে ভুলিয়া উল্কামুখীর স্থানাভিমুখে গমন করিল ঐ উল্কামুখী ছলনাতে এত পরিপক্ক ছিল, যে সকল ছলগ্রাহিকে শিক্ষা করাইতে পারিত।

সেই উল্কামুখী ছিল চতুরের সার।
সেই বল বিনা করে করে অধিকার॥
তাহার গুণের আমি কি কব আমূল।
প্রান্তের গ্রামের সেই বাজীর পুতুল॥
আর কিছু শুন তার বাজীর কথন।
গৃহ মধ্যে কত খেলা খেলে সেই জন।
প্রান্তরের মধ্যে যত পশুরা থাকিত।
তাহার দৌরাত্ম্যে তারা চীৎকার করিত॥
বিপরীত কথা আর অধিক কি কব।
চতুর কুক্কুর করে ভেউ ভেউ রব॥
লম্ফন কালেতে চক্ষে অদৃষ্ট হইত।
আকাশ প্রাঙ্গন লেজে মার্জন করিত॥

ঐ উল্কামুখীর সহিত শশকের শত্রুতা ছিল, একারণ উপযুক্ত সময় পাইয়া কেঁদুয়াকে তাহার গর্ত্ত সমীপে

রাখিয়া আপনি গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া রীত্যানুসারে প্রণাম করিলেক উল্কামুখীও তাহাকে সপ্রণাম অভ্যুত্থান করিয়া কহিলেক।

কোথা হতে এলে এস কোথা বসাইব।
মম চক্ষুদ্বয়ে তব বাস স্থান দিব।

পরে শশক কহিলেক যে অনেক দিবসাবধি ইচ্ছা আছে, যে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করি কিন্তু সাংযামঙ্গতি প্রযুক্ত এসৌভাগ্যে রহিত আছি। সম্প্রতি অতিশয় ক্ষমতা বান এক ব্যক্তি কোন উত্তম স্থান হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনকার নির্জ্জন বাস শ্রবণ করিয়া এ অধীনকে উপলক্ষ করত পৃথিবু্যজ্জ্বল কারক আপনকার শরীরকে দর্শন করিয়া অন্তঃকরণের চক্ষুকে উজ্জ্বল করিতে ও মৃগনাভির ন্যায় তোমার শরীরের সৌরভ দ্বারা প্রাণের মজ্জাকে সৌগন্ধ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন। যদ্যপি এক্ষণে সাক্ষাৎ করণে অনুমতি করেন ভালই, কিম্বা এক্ষণে আপনকার ইচ্ছা না হয়, তবে সময়ান্তরেও হইতে পারে।

হঠাৎ আপদ মত চলে যায় যাউক।
নতুবা বরের মত আসিবে আসুক॥

পরে উল্কামুখী এই সকল কথোপকথন দ্বারা প্রবঞ্চনা বোধ করিয়া অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেক যে ইনি আমার সহিত যদ্রূপ আলাপ করিলেন আমারও

তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য, অতএব উহারি শর্করোদক উহা কেই কণ্ঠে ঢালি।

মারিলে ঢেলার ঘা এই সে উচিত।
প্রস্তর আঘাতে তাকে করিবে চূর্ণিত॥

অনন্তর উল্কামুখী কয়েকটা বিনয় বাক্যে কহিলেক যে অতিথি সেবার কারণ আমি প্রস্তুত আছি, আর মহৎ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত এই নির্জ্জন স্থানকে মুক্ত দ্বার করিয়া রাখিয়াছি কেননা তাঁহাদিগের সিদ্ধকায় দর্শনে আমার সভা আছে বিশেষতঃ তুমি যে প্রকার কহিলে তাহাতে আতিথ্য প্রদানে ও তাঁহার সেবায় আমি কি ক্রুটি করিব।

দেখ যত জীব জন্তু আছে মহীপৃষ্ঠে।
সকলে আহার করে আপন অদৃষ্টে॥
তুমি তাকে খেতে দিলে এই মনে ভাব।
সেথায় আপন কিন্তু তব যশ লাভ॥

কিন্তু তুমি ক্ষণেককাল বিলম্ব কর যে আমি গৃহাদি মার্জ্জন করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে তাঁহার কারণ আসন প্রস্তুত করি। শশক বোধ করিলেক যে উল্কামুখী আমার বাক্যে ভুলিয়াছে, অতএব কেঁদুয়ার সহিত ত্বরায় সাক্ষাৎ করিবেক পরে শশক উত্তর করিলেক, যে ঐ অতিথি ব্যক্তির অত্যান্তিক যে ধুম ধাম তাহা নাই আর তাঁহার স্বভাব উদাসীনের ন্যায় একারণ স্থানের ও আসনের বড় পারিপাট্যের আব-

শক রাখেন না, কিন্তু আপনকার বাঞ্ছা যে তাঁহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ক্লেশ সন তাহাতেও হানি নাই, তোমার যে রূপ ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এই সকল কথোপকথনানন্তর শশক কেঁন্দুয়ার নিকট আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত কহিল, আর তাহার ভুলিবার সংবাদও দিয়া পুনর্ব্বার তাহার শরীর মাংসের প্রশংসা করিল। কেঁন্দুয়া লোভের দন্তকে তীক্ষ্ণ করিয়া উল্কামুখীর মাংসাস্বাদনে মুখকে সন্তোষ করিতে লাগিল। শশক এই রূপ কেঁন্দুয়ার সন্তোষ জনক কর্ম্ম করাতে নিশ্চয় আপন মুক্তি হওনের বাঞ্ছা করিল, কিন্তু উল্কামুখী আপন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত পূর্ব্বেই ঐ স্থান মধ্যে বৃহৎ এক গর্ত্ত তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, এবং বহির্গমন জন্য একটা গোপনীয় পথও করিয়াছিল, যে হঠাৎ আপদ বিপদ হইলে তদ্দ্বারা পলায়ন করা যায়, আর শশককে অপরাধি করিবার কারণ ঐ গর্ত্তের নিকট আসিয়া ঐ বিস্তৃত তৃণাদিকে এরূপ করিয়া রাখিলেক, যে কিঞ্চিৎ আঘাতেতেই অন্তর হয়। পরে উল্কামুখী সেই গোপনীয় পথ দ্বারা নির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেক, যে হে মহৎ অতিথেরা অনুগ্রহ করিয়া আগমন করুণ, পরে তাঁহারা ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিবামাত্র উল্কামুখী সেই গোপনীয় পথ দ্বারা পলায়ন করিলেক। শশক বড় আহ্লাদে কেঁন্দুয়া অত্যন্ত

সোতে ঐ অন্ধকার কুটীরে আসিয় ঐ কাল্পনিক সুপা-
সনে পাদক্ষেপ করিবামাত্র তন্মধ্যে পতিত হইল।
অনন্তর কেঁদুয়া ছগনা শশকেরি বোধ করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিয়া তাহার পুতারণা হই-
তে পৃথিবীকে মুক্ত করিলেক। এই দৃষ্টান্ত দেওনের
কারণ এই তুমি জান যে কোন ব্যক্তি ছলদ্বারা যো-
দ্ধাকে পরাভব করিতে পারে না আর যোদ্ধাও ভাবি
দর্শী ব্যক্তি কখন কাহার ছলনাতে মগ্ন হয় না।
দমনক কহিলেক যে তুমি যাহা কহিতেছ তাহাই
বটে, কিন্তু ঐ গরুটা বড় অহঙ্কারী ও আমার শত্রুতা
অজ্ঞাত আছে এ কারণ উহাকে প্রতিফল দেওনে
শক্ত হইব, কেন না শরক্ষেপকের শর যদি গুপ্ত রূপে
নিঃক্ষিপ্ত হয় তবে তাহা শীঘ্র তাহাতে বর্ত্তে, আর
কহিলেক যে তুমি কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে শশকের
ছল ব্যাঘ্রের উপর কি প্রকার বর্ত্তিয়াছিল, সেও
ব্যাঘ্র বুদ্ধিমান হইয়াও অজ্ঞাত প্রযুক্ত তাহাতে
মগ্ন হইয়া মরণ রূপ ঘুর্ণাতে পতিত হইয়াছিল,
পরে করকট কহিলেক যে সে কি প্রকার?।

১৪ গল্প। দমনক কহিলেক যে সমাচার এ লিখি-
য়াছে যে বোগদাদ নগরের নিকট নানা জাতীয়
বৃক্ষাদি যুক্ত এক প্রান্তর ছিল ঐ প্রান্তর এমন
রমণীয় যে তাহার বায়ু স্বর্গ বায়ু হইতেও সৌরভ

যুক্ত, আর তাহার পুচ্ছের যে ছটা সে আকাশের চক্ষুস্বরূপ যে তারা তাহাতে উজ্জ্বল করিয়াছে এবং তত্রস্থ বৃক্ষের প্রত্যেক শাখাস্থ পুষ্প সহস্র২ তারার ন্যায় দীপ্ত হইতেছে।

নবীন সরস শস্য দলে হিমকণ।
বৈদূর্য্য ভাজনে খেলে পারদ যেমন॥
ক্ষুদ্র প্রবাহের তীরে পুষ্প বিকশিত।
মৃগনাভি গন্ধ বায়ু তথায় বহিত॥

ঐ মাঠে অনেক পশু বাস করিত। ঐ স্থানে উত্তম ঘাস ও সুবায়ু ও অধিক জল এবং যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য, এ কারণ তাহারা সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপণ করিত। তন্নিকটে এক মহাক্রোধন ব্যাঘ্র থাকিত, সে তাহাদিগকে আপন ভীষণাকৃতি দেখাইয়া তাহারদিগের জীবনের যে আমোদ তাহা নষ্ট করিত. এক দিবস তাবৎ পশু ঐক্য হইয়া ঐ ব্যাঘ্রের নিকট গমন করতঃ আপনারদিগের দাসত্ব ও আজ্ঞা কারিত্ব প্রকাশ করিয়া কহিল, যে হে মহারাজ আমরা আপনকার সৈন্য এবং প্রজার স্বরূপ আর আপনি প্রত্যহ অনেক ক্লেশে আমারদিগের মধ্যে এক আদটি শিকার করিতে পারিতেন কি না, কিন্তু আমরা সর্ব্বদা আপনকার ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতাম, আর আপনিও আমারদিগের অন্বেষণে দৌড়া দৌড়ি করিয়া অনেক ক্লেশ পাইতেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিবেচনা

করিয়াছি, তাহাতে আপনকারও ভাল এবং আম-রাও সুস্থির থাকি, যদ্যপি তাহাতে আপনি কোন আপত্তি না করেন আর প্রত্যহ আমাদিগকে ত্যক্ত না করেন, তবে আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে আপন-কার রন্ধনশালায় উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করি এবং তাহাতে আমরা কোন ক্রটি করিব না। ব্যাঘ্র তাহা স্বীকার করিলেন। পশুরা প্রত্যহ কাঠিনী পাত করিয়া যাহার নামে কাঠিনী পাত হইত তাহাকেই উপঢৌকন স্বরূপ তাঁহার নিকট পাঠাইত। এই প্রকারে কতক দিবস গত হইল। এক দিবস ঐ কাঠিনী পাত এক শশকের নামে হইল, তাহাতে ঐ শশক বন্ধুদিগের নিকট কহিলেক যে যদ্যপি তোমারা আমার কিছু সাহায্য কর, তবে আমি ঐ দৌরাত্ম্য কারকের দৌরাত্ম্য হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিতে পারি, তাহাতে তাহারা কহিলেক যে ইহাতে ক্ষতি নাই। শশকের তথায় গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওনে তাহার আহারের সময় গত হইল তাহাতে ব্যাঘ্র ক্রোধান্বিত হইয়া দন্ত কিড়িমিড়ী শব্দ করিতেছিল, তৎকালে শশক মন্থর গমনে তাহার নিকট গমন করতঃ প্রণাম করিয়া দেখিলেক যে ব্যাঘ্র অতিশয় ক্ষুধান্তঃকরণে জঠরানলে বায়ু সংযোগ করিয়াছে, আর চাঞ্চল্য গতি দ্বারা তাহার কোপাধিক্য প্রকাশ পাইতেছে।

উদর তন্দুল উষ্ণ করা ভাল নয়।
আহার বিহীন দিনে দুঃখদ সে হয়॥

পরন্তু ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেক যে তুমি কোথ হইতে আসিতেছ, আর পশুরাই বা কি অবস্থায় আছে শশক কহিলেক যে তাহারা রীত্যনুসারে একটা শশকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিল, আমি তাহাকে লইয়া আপনকার দর্শন বাঞ্ছায় আসিতেছিলাম পথমধ্যে আর একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে লইলেক, আমি তাহাকে বারং যত কহিলাম যে এ শশক মহারাজার আহার, সে আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহি লেক যে এ অধিকার আমার, আর এ স্থানের শিকার তাহার অধিকারী আমি।

তুমি কি কখন নাহি করহ শ্রবণ।
একাকী কাননে থাকে ব্যাঘ্র একজন॥

হে মহারাজ সে এত গর্ব্ব ও আত্মশ্লাঘা করিলে যে তাহা আমি শ্রবণ করিতে অশক্ত হইলাম, আর তাহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে আমি শীঘ্র আসিতেছি, অতএব আপনকার নিকট সবিশেষ জ্ঞাত করাইলাম। পরে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র মূর্খত প্রযুক্ত বৃথা লজ্জায় লজ্জিত হইয়া কহিলেক।

বিদ্রোহী মারণে আমি হই এই রূপ।
অন্যান্য ব্যাঘ্রকে যুদ্ধ শিখাইতে ভূপ॥

এমন কে আছে ব্যাঘ্র আমার শিকারে।
সাহস করিয়া হস্ত তাহাতে বিস্তারে॥

পরে ব্যাঘ্র শশককে কহিলেক যে যদি সে ব্যাঘ্রকে দেখাইয়া দিতে পারিস তবে তোর মনের যে প্রতি কাম তাহা তাহাকে দিব, আর আমারও কণ্টক ঘুচাইব। শশক কহিলেক যে আমি দেখাইতে কেন না পারিব, আর আপনকাকে যে অনেকং কটু বাক্য কহিয়াছে তাহাতে আমার অন্তঃকরণে এমনি হইয়াছিল, যে যদি আমি বলে পারিতাম তবে তাহার মস্তক এই প্রান্তরের পশুদিগেরকে ভক্ষণ করাইতাম।

এই সে প্রার্থনা মোর ঈশ্বরের কাছে।
তোমার যুদ্ধেতে দেখি মনে যাহা আছে॥

পরে এই কথা কহিয়া শশক গমনোন্মুখ হইল, বর্ব্বর ব্যাঘ্র শশকের ছলেতে বঞ্চিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। পরন্তু শশক ব্যাঘ্রকে একটা গম্ভীর কূপের নিকট আনিল। তাহার জল এমন নির্ম্মল যেমন চীনের আদর্শে শরীরের প্রতি বিম্ব যথার্থ রূপ দেখা যায়, তাদৃশ তাহাতেও দেখা যায়।

তাহাতে আপন মূর্ত্তি দেখে যেই জন।
যথার্থ প্রকৃতি বিম্ব করে দরশন॥

পরে শশক কহিলেক হে মহারাজ আপনকার শত্রু এই কূপের মধ্যে বাস করিতেছে, আমি তাহাকে বড় ভয় করি অতএব, মহাশয় যদি আমাকে স্কন্ধে করিয়া লন

তবে তাহাকে আমি দেখাইতে পারি। এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র তাহাকে স্কন্ধে করিয়া কূপ মধ্যে দৃষ্টি করতঃ আপন ও শশকের মূর্ত্তি জলমধ্যে দেখিল. তাহাতে বোধ করিল যে এই ব্যাঘ্র আমার উপঢৌকন স্বরূপ যে শশক তাহাকে লইয়া স্কন্ধে করিয়া রাখিয়াছে। পরে শশককে পরিত্যাগ করতঃ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কূপমধ্যে পতিত হইয়া দুই তিন ডুবের পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, শশক নিরুদ্বেগে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পশুদিগের নিকট আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেক। এই শুভ সংবাদ পাইয়া তাহারা পরমেশ্বরের প্রশংসা করতঃ ঐ নন্দ কাননে বিচরণ করিয়া এই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিল।

শত্রু বিনাশের পর শরবৎ পান।

সম্প্রতি বৎসর পরমায়ুর সমান।

এই দৃষ্টান্তানুসারে এই বোধ হইল যে শত্রু যদি বড় বলবান হয় এবং অসাবধান থাকে তবে তাহাকে পরাজয় করা যায়। করকট কহিলেক যে সন্দাকে তুমি বিনাশ করিতে পারিবে কিন্তু দেখ, যেন তাহাতে পশু-রাজের কোন দুঃখ না হয়, অতএব কোন ছল দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিতে হইবেক, যদি পশু-রাজের দুঃখ ব্যতিরেকে কোন উপায় করিতে না পার তবে তাহাতে কদাচ প্রবৃত্ত হইও না, কেননা কোন বোদ্ধা ব্যক্তি কখন আপন সুখের নিমিত্ত প্রভুর ক্ষতি করে

না, এই কথোপ কথনানন্তর উভয়েরি কথার শেষ হইল। পরে দমনক রাজ-সভায় না গিয়া কিছু দিন বিরলে থাকিল। অনন্তর এক দিবস নির্জ্জন পাইয়া পশু-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তিতের ন্যায় নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। পশু-রাজ কহিলেন অনেক দিবস তোকে দেখি নাই মঙ্গল তো? দমনক উত্তর করিলেক, ঈশ্বর করুন যে পশ্চাৎ ভাল হউক। পশু-রাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া সশঙ্কিত হইয়া কহিলেন,যে নূতন কিছু হইয়াছে কহিলেক হাঁ, কৈ, কি বল দেখি, ও কহিলেক তবে নির্জ্জন স্থান চাহি, পশু-রাজ কহিলেন যে এই তো সময় রে শীঘ্র বল কেননা ভাবৎ কর্ম্মে বিলম্ব করা ভাল নয়, যদ্যপি আজিকার কর্ম্ম কালি করা যায় তবে শত২ আপদ উপস্থিত হয়।

বিলম্ব না কর শুপ্ত কথা বল মোরে।
বিলম্ব করিলে বহু আপদ সঞ্চারে।।

দমনক কহিলেক যে যে কথা শুনিলে শ্রবণ কারকের ঘৃণা জন্মে সে কথা বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র উপস্থিত করা উচিত নহে, কিন্তু শ্রবণ কারকের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর যদি বক্তার বিশ্বাস থাকে আর শ্রোতারও উচিত যে বক্তার অবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করেন, যে এ উপদেশ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কি না আর যখন জ্ঞাত হয়েন যে বক্তার বাক্য প্রতিপালন রূপ ঋণ পরিশোধ

ব্যতিরেকে অন্য প্রকার নহে, তখন তাহার বাক্য গ্রাহ্য করেন বিশেষতঃ ঐ লড়া যদি শ্রোতাকে বল্লে, পশু-রাজ কহিলেন যে তুই তো জানিস, যে তাবৎ রাজ বর্গ হইতে আমি বুদ্ধির সম্পত্তা দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছি, আর তাবৎ লোকের কথা শ্রবণে রাজাদিগের ন্যায় বিবেচনা আমি আপন অন্তঃকরণে বিবেচনা করি, অতএব নিরুদ্বেগে তোর মনে যাহা উদয় হয় তাহাই বল, অপ্রকাশ রাখিস্ না। দমনক কহিলেক আমারও এইক্ষণে আপনকার বুদ্ধির উপর আস্থা হইয়াছে, আর প্রকাশ আছে যে আমি স্নেহ ও ধার্ম্মিক তার কথা কহি আর সন্দেহ ও বৃথা এবং কারণ ইহাতে মিশ্রিত বাক্য আমি কহি না, আর মহারাজের স্বভাব রূপ কষ্টি প্রস্তর ব্যতিরেকে আমার বাক্য রূপ স্বর্ণের পরীক্ষা কেহ করিতে পারে না।

মোর বাক্য ভাল মন্দ জানিতে সত্বর।
রাজার স্বভাব কষ্টি হয়েছে প্রস্তর॥

পরে পশু-রাজ কহিলেন তোর অধিক ধার্ম্মিকতা প্রকাশ আছে, আর তোর তাবৎ কথাই স্নেহ ও উপদেশ ঘটিত বোধ হয়, আর তোর কথার নিকট দিয়াও যায় না। দমনক কহিলেক যে তাবৎ পশুর জীবন স্বরূপ আপনি হইয়াছেন, আর তাবৎ প্রজার মধ্যে যে ব্যক্তি শুদ্ধ শরীর ও সুজাত বলে প্রশংসিত আছে তাহার উচিত যে হক পরিশোধ ও যথার্থ

উপদেশের বিবরণ রাজার নিকট কর কেনন; বোদ্ধারা কহিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি রাজার নিকট যথার্থ বিষয় লুক্কাইত করে কিম্বা বৈদ্যের নিকট পীড়া লুক্কাইত করে, আর আপনার অনাহার বন্ধুদিগের নিকট কহে না সে আপনার ক্ষতি আপনি করে। পশু-রাজ কহিলেন যে তোর কৃতজ্ঞতা ও আত্মীয়তা আমার নিকট অনেক দিবসাবধি প্রকাশ আছে, আর তোর সত্যতা ও ধার্ম্মিকতা আমিও জানিয়াছি, অতএব তোর মনে এইক্ষণে কি উপস্থিত হইয়াছে তাহা বল, যাহা শুনিলে পর তাহার কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যায় দমনক যখন পশু-রাজকে কথায় ছলনা দ্বারা ভুলাইলেক তখন কহিতে লাগিল, সঞ্জীবক সেনাপতি পাত্র মিত্রগণ সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিয়া কহিয়াছে; যে পশু-রাজের বল ও বুদ্ধির পরিমাণের পরীক্ষা আমি করিয়াছি, আর তাবৎ বিষয়ে হলতা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়াছি।

পূর্ব্বে যাহা অনুমান মোর হয়ে ছিল।
এখন সে নয় মোর জ্ঞান যে হইল।

আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে মহারাজ সেই কুজনের সম্মান যথেষ্ট করিয়াছেন, আর হজরৎ উমরের ন্যায় তার উপর তাবৎ কর্ম্মের অনুমতি দেওনের ভারার্পণ করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই সকল অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে তাহা হইতে এই সকল প্রকাশ হইল, আর যে ব্যক্তি

নিষেধ বিধি ও আজ্ঞা প্রদানের শক্তি আপন হস্তগত করে তাহার মজ্জার বাসাতে কলহ রূপ ভূত ডিম্ব প্রসব করিবে. এবং পাপের ইচ্ছা তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে প্রকাশ পাইবে।

নীপ রূপ কূপ হইতে গগণ উপরে।
যাহাকে উঠায় পৃথ্বী মান্যমান করে॥
এ বড় আশ্চর্য্য রাজা বাঞ্ছা সেদা করে।
বড়র মস্তক ফেলে ফাঁদের ভিতরে॥

পশুরাজ কহিলেন হে দমনক তুমি উত্তম রূপ বিবেচনা কর এ কি কথা যাহা কহিতেছ আর ইহার বিবরণ কোথা হইতে জ্ঞাত হইয়াছ, তোমার কথা ক্রমে যাহা বোধ হইতেছে যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ইহার উপায় কি হইতে পারে। দমনক কহিলেন যে সঞ্জীবকের যে মহৎ সম্মান তাহা আপনকার নিকট প্রকাশ আছে, আর রাজা যখন দাসবর্গের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ধনে মানে প্রতাপে আপনার তুল্য দেখেন তখন তাহাকে শীঘ্র নিকট হইতে অন্তর করা উচিত, নতুবা অপ্রতুল ঘটিয়া রাজ্য পদচ্যুত করে, আর ইহার উপায় মহারাজ হইতে যাহা হইবে তাহাতে কি আজ্ঞাদের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে. আমি ইহা জানি যে ইহার উপায় শীঘ্র করা উচিত যদ্যপি বিলম্ব করেন বোধ হয় তবে ইহার উপায়ে অনুপায় ঘটিবে।

পিঁপীড়ার তুল্য শত্রু হইয়াছে ফণী।
মগজ খুলিয়া তাকে বধেন আপনি॥
ইহারে বধিতে কিছু বিলম্ব না কর।
বিলম্ব করিলে সর্প হবে অজাগর॥

আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে মনুষ্যেরা দুই প্রকার হয়েন, সাবধান ও অসাবধান, অসাবধান ব্যক্তি কোন আপদ উপস্থিত হইলে ব্যাকুল উদ্বিগ্ন ও ক্লেশিত হয়, আর সাবধান দুই প্রকার আছে, প্রথমতঃ আপদ উপস্থিত হওনের পূর্ব্বেই জানিতে পারে, যেমন আরং ব্যক্তিরা পরিণামে জ্ঞাত হয়, আর ঐ ব্যক্তি বিপদ কূপ দুর্গাতে পতিত হওনের পূর্ব্বেই মুক্ত কূপ তটে উত্তরিতে পারে তাহাকে ভাবীদর্শী কহা যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন আপদ উপস্থিত হয় তখন আপন অন্তঃকরণকে সুস্থির রাখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান ও ভয় করে না, আর নিশ্চয় এই ব্যক্তির নিকট উপায়ের পথ লুক্কাইত থাকিবেক না, এবম্প্রকার ব্যক্তিকে উপস্থিত নিবর্ত্তক কহা যায়। ভাবীদর্শী ও উপস্থিত নিবর্ত্তক এবং অসতর্ক এই তিন ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় ঐ তিন মৎস্যের ইতিহাস আছে, যাহারা এক জলাশয়ে একত্রে বাস করিত। পশু-রাজ কহিলেন যে সে কি প্রকার?।

১৫ গল্প। দমনক কহিতে লাগিল যে ইতিহাস বেত্তারা কহিয়াছেন যে এক জলাশয় ছিল, ঐ জলাশয়

পথ হইতে অন্তর একারণ পথিক লোক দ্বারা অজ্ঞাত ছিল, তাহার জল ঈশ্বরের প্রতি তপস্বীদিগের ভক্তির ন্যায় নির্ম্মল, আর তাহার দৃশ্য অমৃত কুণ্ডান্বেষণ কারকদিগের তৃপ্তি জনক হইয়াছে, এবং প্রবাহ বিশিষ্ট জলাশয়ের সহিত তাহার যোগ ছিল, ঐ জলাশয়ে এমত আশ্চর্য্য তিন মৎস্য বাস করিত, যে তাহাদিগের হিংসায় গগণস্থিত মীন সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় উত্তপ্ত লজ্জা রূপ কটাহে ভর্জ্জিত হইত। ঐ তিন মৎস্যের এক মৎস্য ভাবিদর্শী, আর একটা উপস্থিত বিবর্ত্তক, এবং অন্যটা অসতর্ক ছিল। হঠাৎ বসন্তকাল উপস্থিত হইল, সেই বসন্তকাল যে স্বর্গ উদ্যানের ন্যায় প্রস্ফুটিত পুষ্প কানন দ্বারা পৃথিবী শোভিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্প দ্বারা উজ্বল হইয়াছিল, যেমন গগণে উড়ুগণদ্বারা ভূষিত আছে, আর বায়ু শয্যা কারক স্বরূপে পৃথিবীকে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র শয্যা দ্বারা শোভিত করিয়াছিল, আর ঈশ্বরের শিল্প রূপ মালি দ্বারা মেদিনী নানা বর্ণ পুষ্পেতে সুশোভিত হইয়াছিলেন।

মন্দ২ বায়ু দ্বারা পুষ্পের কানন।
মৃগনাভি গন্ধ সদা করে বরিষণ॥
চামেলি পুষ্পের শোভা ছিল যে এমন।
বন্ধুক আস্যের শোভা দেখিতে যেমন॥
প্রিয়ার হাস্যেতে যথা প্রিয় আনন্দিত।
প্রভাত বায়ুতে তথা পুষ্প প্রস্ফুটিত॥

অনন্তর হঠাৎ এক দিবস দুই তিনধীবর তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ জলাশয়ে ঐ তিন মৎস্যের যথার্থ বিবরণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইল, পরে পরশ্বর সময় নিরূপণ করিয়া আলয়ে গমন করিল। মৎস্যেরা এই সংবাদাবগত হইয়া জল মধ্যে থাকিয়া ও বিষাদানলে মগ্ন হইল, পরে রজন্যাগতে ভাবীদর্শী মৎস্য কালের দৌরাত্ম্য ও অশুভ গ্রহের অলভ্যতা দেখিয়া পরীক্ষার বিষয়ে অটল ছিল, একারণ জাল হইতে মুক্ত হওন নিমিত্ত অন্তঃকরণে চিন্তিত হইল।

ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমন্ত জ্ঞান বিজ্ঞবর।
স্বীয় কর্ম্ম রাখে যেবা করে দৃঢ়তর॥
পশ্চাৎ কি হবে তাহা যেবা না দেখিলে।
তাহার কর্ম্মের মূল বড় হয় ঢিলে॥

পরন্তু ঐ ভাবিদর্শী মৎস্য আপন বন্ধুদিগের সহিত বিনা পরামর্শে অতি শীঘ্র জল গমনাগমন পথদ্বারা নির্গত হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে ধীবরেরা আসিয়া ঐ জলাশয়ের উভয় পার্শ্বস্থ জল গমনাগমন পথ আল রুদ্ধ করিলেক। পরে ঐ উপস্থিত নির্ব্বর্ত্তক বুদ্ধি রূপ অলঙ্কারে ভূষিত ছিল বটে কিন্তু তাহা তাহার অপরীক্ষিত ছিল, যখন দেখিলেক যে আপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে আমি আলস্য করিলাম কিন্তু অলস ব্যক্তিদিগের শেষ

এই রূপ হইয়া থাকে। আমার উচিত ছিল যে ঐ ভাবীদর্শী মৎস্যের ন্যায় আপদ পতনের পূর্ব্বেই আপন পথ চিন্তা করা।

ঘটন অগ্রেতে চেষ্টা করা সে উচিত।
হস্ত চ্যুত হলে তাহে খেদ অনুচিত॥

এইক্ষণে পলায়ন পথ রুদ্ধ হইয়াছে, অতএব ছলের সময় আর যদ্যপি বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বিপদ কালে উপায় অধিক লভ্য দায়ক হয়না, তথাচ যোদ্ধা দিগের উচিত নহে যে কোন প্রকারে বুদ্ধির লভ্য হইতে নিরাশ হয়, আর শত্রুর ছলকে নিবারণ করিতে বিলম্ব না করে, অনন্তর ঐ উপস্থিত নিবর্ত্তক মৃত্যুর ন্যায় হইয়া জলোপরি ভাসিতে লাগিল। এক ব্যক্তি ধীবর তাহাকে মৃত বোধে তুলিয়া প্রান্তরে নিক্ষেপ করিলেক, পরে ঐ মৎস্য কোন উপায়ে এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেক।

মুক্ত বাঞ্ছা থাকে যদি তবে তুমি মর।
না মরিলে পাবেনাক সুখের আকর॥

পরে ঐ অসতর্ক মৎস্য চতুর্দ্দিগে ছট ফট করতঃ শ্রান্ত হইয়া পশ্চাৎ ধরা পড়িলেক। এই দৃষ্টান্তানুসারে মহারাজের কর্ত্তব্য হয় যে সঞ্জীবকের বিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন করেন। আমাদিগের শক্তি ও উপযুক্ত সময় থাকিতেং তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিষাদ রূপ অগ্নি সে অধীনের প্রাণে প্রজ্বলিত করিয়া, তাহার পরমায়ু রূপ

গোলা গৃহকে নশ্বর রূপ বায়ু করণক তাহার গৃহের ধূমকে গগণ স্পর্শ করান উচিত।

উপযুক্ত শক্তি পেয়ে কর এই স্থির।
দুঃখ রূপ শত্রুর ভাঙ্গিয়া ফেল শির॥

অনন্তর পশু-রাজ কহিলেক যে তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি বোধ করিলাম, কিন্তু আমি অনুমান করি না যে সঞ্জীবক আমার কোন ক্ষতি করে আর পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃক পালিত হইয়া যে কৃতঘ্নতাচরণ করিবে এমত বোধ হয় না, কেননা এ পর্য্যন্ত উহার ভাল ব্যতিরেকে আমি মন্দ চেষ্টা করিনাই। দমনক কহিলেক যে ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু আপনি যে উহার ভাল করিয়াছেন তাহাতেই উহার এ পর্য্যন্ত শক্তি জন্মিয়াছে।

যে থানে অঙ্কিত করা হইল উচিত।
সেই স্থানে প্রাণ দেওয়া হয় অনুচিত॥

যে ব্যক্তি কুটিল ও দুষ্ট হয় সে যাবৎ মানস পূর্ণ করিতে না পারে তাবৎ ঐক্য ও উপদেশক থাকে কিন্তু যখন তাহার মানস পূর্ণ হয় তখন অনুপযুক্ত ইচ্ছার প্রকাশ করে, আর বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে অর্ব্বাচীনের কর্ম্মের মূল নাই, অর্থাৎ তাহাদিগের কর্ম্মে ভয় ও আশা উভই আছে, আর যখন সে ভয় রহিত হয় তখন সে হিত রূপ কূপকে অহিতরূপ অন্ধকারে পূর্ণ করে, আর যখন তাহার আশা পূর্ণ হয় তখন সে

দুষ্টতা ও কৃতঘ্নতার অগ্নি প্রজ্বলিত করে। পশু-রাজ কহিলেন ভৃত্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অর্ব্বাচীন ও দুঃসাহসী হয় তাহার সহিত কিপ্রকার ব্যবহার করা যায় যে তাহাদিগের কৃতঘ্নতা প্রকাশ না হয়, দমনক কহিলেক যে তাহাদিগকে একপ নিরাশ করা উচিত নহে, যে এক কালে আশাচ্যুত হইয়া সাক্ষাৎ করাও ত্যাগ করিয়া শত্রুর মিলন করে, আর এত ঐশ্বর্য্য দেওয়া উচিত নহে, যে বড় মান্য হইয়া যথোচিতো-ধিক স্পৃহা করে, বরং এই কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা ভয় ও আশার মধ্যে থাকিয়া কালক্ষেপণ করে, আর ইহার-দিগের কর্ম্ম নিয়ম ও ক্লেশ ও ভয় এবং আশার উপর ঘুরিয়া বেড়ায় কেননা ধনী ও নিঃশঙ্ক হইলে তাহাদিগের পাপের কারণ হয়, আর নিরাশ ও নিশ্চিন্ততা ভৃত্যদিগকে সাহসী করে, এবং তাহা রাজার মানের ত্রুটির কারণ হয়।

নিরাশ হইলে হয় সাহসী প্রধান।
অকথ্য বচন কহে নাহি রাখে মান॥
শুন ওহে বন্ধু মোরে নাহি কর হেন।
আশায় রহিত আমি নাহি হই যেন॥

পরন্তু পশু-রাজ কহিলেন যে আমার অন্তঃকরণেতে এমত উদয় হইতেছে যে সঞ্জীবকের অন্তঃকরণ রূপ যে আদর্শ তাহা ছলরূপ ময়লাতে রহিত হইয়াছে, আর তাহার প্রান্তর রূপ পত্র এই সকল

ইচ্ছার অঙ্কুরেতে শূন্য আছে, আর আমি আমার অনুগ্রহ নিরন্তর তাহার প্রতি অর্পণ করিতেছি অতএব এই সকলের পরীবর্ত্তে সে আমার মন্দ চেষ্টা কেন করিবে।

একবার যেই জন করিল মৈত্রতা।
আরবার সে কেমনে করিবে শত্রুতা॥

দমনক কহিলেক যে এই কথা সত্য জ্ঞান করুন যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ কুটিল হয় সে কখন ভদ্র দায়ক হয়না, আর যে ব্যক্তির আচরণ ও আকর মন্দ হয় তাহাকে শুদ্ধাচার করিতে চেষ্টা করিলেও সে কখন শুদ্ধাচার হয় না।

বড়২ বিজ্ঞ জনে এই কথা বলে।
ঘটমধ্যে যাহা থাকে তাহাই নিকলে॥

কিন্তু বৃশ্চিক ও কচ্ছপের ইতিহাস কি আপনকার কর্ণ গোচর হয় নাই। পশুরাজ কহিলেন যে সে কি প্রকার?।

১৩ গল্প। দমনক কহিতে লাগিল যে এক কচ্ছপের বৃশ্চিকের সহিত বন্ধুতা ছিল তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর আত্মীয়তা রূপে বন্ধুতার কথোপকথন করিত।

অহর্নিশি দুই বন্ধু আমোদ করিত।
উভয়ের ভেদ কথা উভয়ে জানিত॥

অনন্তর এক সময় কোন কারণে স্বস্থান ত্যাগ করণে তাহাদের আবশ্যক হইল। পরে উভয়ে ঐক্য হইয়া স্থানান্তর গমনে উদ্যত হইয়া ঈশ্বরেচ্ছাধীন হঠাৎ বড় এক নদী তীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বৃশ্চিক সেই নদী পার হওন দুঃসাধ্য দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া রহিল। কচ্ছপ কহিলেক, হে প্রিয় বন্ধু তোমার কি হইল তুমি কি প্রাণে বক্ত্রের গ্রীবা চিন্তার হস্তে অর্পণ করিয়া অন্তঃকরণের আহ্লাদকে একেবারে ত্যাগ করিলে। বৃশ্চিক কহিলেক হে ভ্রাতঃ এই জল পার হওনের যে চিন্তা সে আমাকে আশ্চর্য্যের ঘূর্ণায় ফেলিয়াছে অতএব এ জল পার হই এমত সাধ্য নাই কিম্বা বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ করিয়া থাকি এমত শক্তিও নাই।

তুমি যেতে পার বন্ধু হয়ে নদী পার।
আমি রহিলাম হেথা লয়ে দুঃখ ভার॥
তোমা বিনা আমি একা রব এই স্থানে।
ভাবি তাই বিচ্ছেদ কেমনে সবে প্রাণে॥

কচ্ছপ কহিলেক যে তুমি কিছু চিন্তা করিও না আমি তোমাকে অক্লেশে পার করিয়া তটে উত্তরিয়া দিব আর আমার পৃষ্ঠ-দেশকে নৌকা করিয়া বক্ষঃস্থলে তোমার আপদের ত্রাণ করিব, কেননা অনেক ক্লেশে বন্ধুতা করিয়া অনায়াসে ত্যাগ করা বড় খেদ জনক হয়।

নাও বন্ধু কেনা বন্ধু আছে তব যাহা।
কোনক প্রকারে তুমি নাহি বেচ তাহা॥

পরে কচ্ছপ বৃশ্চিককে আপন পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিয়া সন্তরণ করতঃ চলিল। ইতোমধ্যে একটা শব্দ তাহার কর্ণোগোচর হইল। ঐ শব্দ বৃশ্চিকের পত্তি দ্বারা খনন জন্য হইতেছে, ইহা বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক যে এ কি শব্দ, যাহা আমি শুনিতেছি আর এ কি শব্দ যাহা তুমি করিতেছ। বৃশ্চিক উত্তর করিলেক যে আমার হুলরূপ শর ফলকে তোমার শরীর রূপ বর্ম্মেতে পরীক্ষা করিতেছি। কচ্ছপ উষ্মান্বিত হইয়া কহিলেক, হে নির্লজ্জ তোর কারণ আমি আপন প্রাণকে ভয়ানক ঘর্ণাতে ফেলিয়াছি, আর আমার পৃষ্ঠদেশ রূপ তরণির সাহায্যেতে তুমি এই জল পার হইতেছ, আর যদ্যাপি তুমি কৃতজ্ঞ না হও এবং চিরকাল একত্র বাসের ধর্ম্ম না রাখ, তথাপি হুল ফুটাইবার কারণ কি? আর আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে তোমার হুল ফুটানেতে আমার কিছুই হইবেক না, আর অন্তঃকরণ ভেদী যে তোমার হুল সে আমার প্রস্তর রূপ পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ হইতে পারিবেক না।

যুদ্ধছলে মুষ্ট্যাঘাত দেওয়ালে যে করে।
হস্তে সে বেদনা পায় আর যে অন্তরে॥

পরে বৃশ্চিক কহিলেক ঈশ্বর এমন না করুণ যে যে

পর্যান্ত আমি বাঁচিয়া আছি ইহার মধ্যে আমার অন্তঃকরণে একপ হয় কিম্বা হইয়াছে, আমার স্বভাব হুল ফুটান ইহার অধিক নয়, তবে শক্রর বুকেই লাগুক কিম্বা বন্ধুর পিঠেই লাগুক।

স্বভাবত হয় যেবা মন্দ আচরিত।
অকারণে দেখ তাহা হয় প্রকাশিত॥
প্রস্তরে ফুটাতে হুল বিছা নাহি শক্ত।
তথাপি ফুটাতে হুল হয় যে আসক্ত॥

পরন্তু কম্বুল চিন্তা করিলেক বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে দুষ্টের প্রতিপালনে সম্মান ও কর্ম্মের উপায় নষ্ট হয় ইহা যথার্থই বটে।

স্বর্ণ অলঙ্কার ভূমে ফেলা দেখ নয়।
দুষ্টেরে আশ্রয় দেওয়া খেদের বিষয়॥

আরও কহিয়াছেন যে যাহার জন্মদাতার নিরূপণ নাই তাহাতে কিছু মাত্র আশা নাই, কেননা অপবিত্র বীর্য্যে যাহার জন্ম হয় সেও অশুদ্ধ, দেখ সে ব্যক্তি যখন পরলোক গত হয় তখনও কি প্রতি পালকের মন্দ করেনা।

তারজ জনার ভাল কিসে করা যায়।
লোকেরা গৃহেতে সর্প কিহেতু পালয়॥
নিম্ব বৃক্ষে কর যদি যত্ন অতিশয়।
তথাপি চিনির মিষ্ট তাহে নাহি হয়॥

কণ্টক পালনে যেবা হয়ত আসক্ত।
পুষ্প তুলিবারে সেই নাহি হয় শক্ত॥

এই সকল দৃষ্টান্ত দেওনে আপনকার উজ্জ্বলান্তঃকরণে অবশ্য উদয় হইয়া থাকিবে যে শঞ্জীবকের আকর শুক্র নয় এবং দুষ্ট একারণ, চিন্তাযুক্ত থাকা উচিত, আর স্নেহ কারক যে শুভ্র বন্ধু তাহার উপদেশ জ্ঞান রূপ কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা উচিত, কেননা উপদেশকেরা যদ্যপি নির্ভয়ে কঠিন বাক্য কহে সেই বাক্য যেই ব্যক্তি গ্রাহ্য না করে তবে সে পশ্চাৎ লজ্জিত ও অন্যদ্বারা ভৎর্সিত হয়, যেমন পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যের কথাতে ঘৃণা করে এবং স্বীয়েচ্ছানুসারে খাদ্য ও শকরোদক ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির ব্যাধি সবল হইয়া তাহাকে ক্রমে দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত করায়।

উপদেশ কর্ত্তা যদি শক্ত বাক্য কয়।
তাহাতে সভয় হওয়া উপযুক্ত নয়॥
সেই বাক্য ধার্য্য করা তিক্ত বড় হয়।
কিন্তু তার ফল মিষ্ট হয় অতিশয়॥

আর ইহা জানা উচিত যে রাজ বর্গের ঐ রাজা দুর্ব্বল, যিনি কর্ম্মের শেষ না দেখেন আর রাজ্যের প্রতি মনোযোগ না করেন এবং যখন কোন প্রবল বিপদ উপস্থিত হয় তখনও ভাবিদর্শী ও সাবধান তাকে অন্তর রাখেন, আর যখন সময় না থাকে ও শত্রু

তুল্য উচাতে আইসে তবে তাহার ক্ষতি হইয়া বিনাশ হইবে. আর আমার যে ছত্র যে মনো পক্ষীর ন্যায় সৌভাগ্য বৃক্ষ ও আকাশ রূপ চন্দ্রা তপের ন্যায় হইয়াছে তাহার প্রতি যদি শত্রুবিরক সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি নির্গত করে তবে পশ্চাৎ নাশকে প্রাপ্ত হইবে।

নিঃস্ব হয়ে ধনী জ্ঞান করে যেই জন।
তাহার সে জ্ঞান যেন খঞ্জের গমন॥
ঐ শিকারের শির বাড়ায়েছি যখন।
উহার গলায় ফাঁদ আমি দিব পুন॥

পরন্তু দমনক কহিলেক যে মহারাজ উহাকে খাদ্য বোধ করিয়া ও উহার উপর প্রবল হইতে পারি এই জ্ঞানে নিশ্চল হওয়া উচিত নহে, কেননা যদ্যপি আপনি সমবল হইতে না পারে তবে বন্ধুদিগের সাহায্যেতেও কার্য্যোদ্ধার করে কিম্বা ছলাদি দ্বারা নানা উপায় সৃষ্টি করে আমি এই ভয় করি যখন সে আপনকার উপর শত্রুতাচরণের লোভ তাহাদিগকে দেখাইয়াছে, অতএব এমন না হউক যে তাহাদিগের সহিত উহার ঐক্য হয়, কেননা যদ্যপি এক ব্যক্তি বড় স্থূল ও বলবান হয় তথাপি সে অনেককে পরাজয় করিতে পারে না।

অধিক জয়ানি যদি এক ঠাঁই হয়।
প্রতাপ সহিত হাতি হয় পরাজয়॥

পিপিলিকাগণ যদি হয় এক মন।
পরাক্রমী ব্যাঘ্র চর্ম্ম করে আকর্ষণ ॥

পশু-রাজ কহিলেন তোমার বাক্য আমার জ্ঞানগত হইল, আর ইহা যে তোমার আত্মীয়তার উপদেশ তাহাও জানিলাম, কিন্তু এই কারণ বদ্ধ আছি, যে আমি উহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছি, আর উহার শক্তি ও ইচ্ছা ও বর্দ্ধিত করিয়াছি, এবং সভামধ্যে উহার বুদ্ধি ও অনুরক্তি ও ধার্ম্মিকতা এবং বিশ্বাসের প্রশংসা করিয়াছি যদ্যপি এক্ষণে তাহার বিপরীত করি তবে কথার ব্যত্যয় ও লজ্জিত এবং বুদ্ধির কোমলতা এই সকলের সহিত আমার তুলনা হইবেক, আর আমার কথা ও অঙ্গীকার সকলের অন্তঃকরণে তাচ্ছিল্য ও অগ্রাহ্য হইবেক।

যে কোন ব্যক্তিকে তুমি করেছ প্রধান।
সাধ্য নহে নাহি কর তার অপমান ॥

পরে দমনক কহিলেক যে যখন কোন এক বন্ধু হইতে শত্রুতার চিহ্ন ও কোন এক দাসের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্মে সাবধান হয়েন, এবং তাহাদিগ হইতে ঐক্যতা ও প্রণয় সম্বরণ করেন, এবং শত্রুকে দিবস রূপ সুখের পূর্ব্বে রাত্রি রূপ দুঃখে পতিত করেন। এমত যে বুদ্ধি ও উপায় সে উজ্জ্বল ও যথার্থ যেমন দন্তের সহিত মনুষ্যের অনেক দিবসাবধি সহবাস আছে, এবং তদ্দারা মনুষ্যের অনেক উপকার

হইতেছে, কিন্তু যখন ঐ দন্ত মুখে বেদনা হয় তখন তাহাকে উৎপাটন না করিলে দুঃখ মোচন হয় না, আর আহার মনুষ্যের জীবনের কারণ হইয়াছে, কিন্তু সেই বস্তু যদি অজীর্ণ হয় তবে তাহাকে নিষ্কাসন না করিলে ক্লেশ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না।

যাহাকে না হয় তুষ্ট তোমার অন্তর।
প্রাণ তুল্য হলে সেই জানিহ অপর॥

পরে দমনকের ছল বাক্য পশু-রাজের শরীরান্তর্গত হওনে পশু-রাজ কহিলেন যে আমি এইক্ষণে জ্ঞাবজ্ঞ হইলাম, অতএব উহার সহিত সহবাস ও সাক্ষাৎ করা অতিশয় কঠিন হইল, এইক্ষণে এই ভাল যে কোন ব্যক্তিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, আর এই অনুমতি দেই যে উহার যথা ইচ্ছা তথা গমন করুক। দমনক ইহাতে ভীত হইল কেননা যদি শঞ্জীবকের নিকট এই সমাচার যায়, আর সে ইহার প্রত্যুত্তর পশু-রাজের নিকট অর্পণ করে তবে আমার ছল অপ্রকাশ থাকিবেক না। এই চিন্তা করিয়া দমনক পুনর্ব্বার কহিলেক, হে মহারাজ, একথা ভাবিদর্শীত্ব হইতে অন্তর কেননা যে অবধি কথা না কহা না গিয়াছে সে পর্য্যন্ত হস্তগত আছে, আর প্রকাশের পর তাহার উপায় অসাধ্য।

যাহা নাহি কহিয়াছ তাহা কহা যায়।
কহিলে আবার তাহা ঢাকা নাহি যায়॥

যে কথা মুখ হইতে নির্গত হয় ও যে তীর ধনুর্মুক্ত হয় তাহা পুনর্ব্বার হস্তে আইসে না, অতএবই মৌন ধরে। ইহা দৃষ্টান্তেতে আসিয়াছে যে যাহা মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে তাহা ক্ষতি হইয়াছে, আর কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে জিহ্বা মনের ভাব প্রকাশক হইয়াছেন ও মন শরীরাধিপতি হইয়াছেন, আর বাক্য শরীরস্থ মনোগতাদির নিবেদন কারক হইয়াছেন, আর যে পর্য্যন্ত বাক্য রূপ কোটার দ্বার নিরব থাকিবার কীলক দ্বারা বদ্ধ থাকে সে পর্য্যন্ত জীবন রূপ পুষ্পোদ্যানে পুষ্পাচয় নিরুদ্বেগে উৎপত্তি হয়, আর পরমায়ু রূপ তাহাতে অনুদ্বেগ ও স্বাস্থ্য রূপ ফল অর্পিত হয়, কিন্তু যখন বুদ্ধি রূপ পুষ্প প্রকাশিত হয়, তখন মিষ্ট বাক্য রূপ যে বুলবুল তিনি গীত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না। কেননা কথা রূপ পুষ্পোদ্যানের স্থান অন্তঃকরণের আহ্লাদের কারণ, আর মজ্জার শক্তি কারক, কিম্বা কফ নির্গত হওনের, আর শিরঃপীড়ার কারণ হইবে যে হেতুক যে মুখ বদ্ধ থাকে তাহার এই বাক্যেতে বিস্তর গুপ্তি যুক্ত করিয়াছে, আর যে কথা মন্দ জনক হয় সে কিঞ্চিৎ অনুপযুক্ত মত্তেও করিলেই বক্তাকে নিগূঢ় বন্ধন যুক্ত করে। হে মহারাজ একথা যদ্যপি শঞ্জীবক শ্রবণ করে তবে সে আপন অবস্থা জানিতে পারিবে, আর ইহাতে যদি অসন্তুষ্ট বোধ করে তবে হইতে পারে যে সে অহঙ্কার পূর্ব্বক যুদ্ধ

আহার করে কিম্বা কোন বিপদ উপস্থিত করে, আর ভাবিদর্শী ব্যক্তিরা প্রকাশ্য অপরাধের দণ্ড গুপ্ত রূপে ব্যবস্থা করেন নাই, আর অপ্রকাশ্য অপরাধের দণ্ড প্রকাশ্য রূপে করা বিধি করেন নাই, অতএব পরামর্শ এই যে গুপ্তাপরাধের দণ্ড গোপনে প্রদান করুন। পশুরাজ কহিলেন যে সন্দেহ মাত্রেই আপন ভৃত্যদিগকে হত্যা করা আর নিঃসন্দেহ ব্যতিরেকে তাহারদিগের বধাদিকে যে নষ্ট করা সে আপন পায়ে আপনি কুঠার মারা আর লজ্জা ও ধর্ম্মের পথ হইতে অন্তর হওয়া হয়

যুক্তি আর শাস্ত্রে ইহা নহে সপ্রমাণ।
শাস্তি বিনা রাজা করে অনুমতি দান॥
তাহার কারণ বলি শুনহ নিশ্চয়।
ঈশ্বরের আজ্ঞা সম রাজ আজ্ঞা হয়॥
কখন সদয় হয়ে রাখয়ে জীবন।
কখন নিষ্ঠুর হয়ে করয়ে নিধন॥

পরে দমনক কহিলেক যে রাজাদিগের দূরদর্শী ব্যতিরেকে আর উত্তম সাক্ষি নাই, অতএব সেই কুত্তম্ব যখন আপনকার নিকট আসিবেক তখন আপনি দূরদর্শীত্ব রূপে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে অমান্যের যে ভাব তাহা তাহার শরীর হইতেই প্রকাশ হইবে, আর তাহার কুরান্তঃকরণের চিহ্ন ঐ দেখিবেন যে মুক্রাপ আসিত তাহার বিপরীত আর চতুর্দ্দিগে নিরী-

ক্ষণ ও যুদ্ধ করণোদ্যত এবং সমতুল্যোচ্ছুক। পশু রাজ কহিলেন যে উত্তম কহিয়াছ যদ্যপি এরূপ চিহ্ন দৃষ্টি হয় তবে নিশ্চয় রূপ সন্দেহ দূর হইয়া সন্দেহের যে একটা শঙ্কা তাহা নিঃসন্দেহ রূপে পরিবর্ত্ত হই-বেক। অনন্তর দমনক যখন বোধ করিলেক যে আমার দুশ্ছলেতে পশুরাজ হইতে বিপদ রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তখন ইচ্ছা করিলেক যে সঞ্জীবকের নিকট গিয়া তাহারও দৃষ্টান্ত রূপ যে অগ্নিকণা তাহাও উজ্জ্বল করি।

দুই ব্যক্তি মধ্যে যুদ্ধ অনল সমান।
সদুর্ভাগ্য ঠক তথা কাষ্ঠ যে যোগান॥

পরে দমনক বিবেচনা করিলেক যে পশু-রাজের আজ্ঞানুসারে সঞ্জীবকের নিকট গমন করিলে আমার প্রতি তাঁহার দুঃসন্দেহ হইবেক না। এই বিবেচনা-নন্তর দমনক কহিলেক, হে মহারাজ যদ্যপি আপন কার অনুমতি হয় তবে আমি সঞ্জীবকের নিকট গমন করতঃ তাহার ভেদজ্ঞ হইয়া আপনকার নিকট তাহার সবিশেষ নিবেদন করি। তাহাতে পশু-রাজ অনুমতি দিলেন। পরে দমনক চিন্তিত ও দায়গ্রস্ত রূপে সঞ্জীবকের নিকট গমন করিয়া রীত্যনুসারে প্রণাম করিলেক। সঞ্জীবক দমনকের উপযুক্ত সম্মান করতঃ আন্তরিক অনুগ্রহ করিয়া কহিলেক যে হে দমনক।

শুন ওহে দমনক করহ স্মরণ।

তুমি কি আমারে নাহি করহ গনন॥

অনেক দিবস হইল যে তুমি বন্ধুদিগের চক্ষুকে তোমার শরীরের উজ্জ্বলতা দ্বারা উজ্জ্বল কর নাই, আর বন্ধুদিগের কুটীরকে অনুগ্রহ ও সহবাস রূপ চাঁদ্বার কলিকা দ্বারা পুষ্পোদ্যান কর নাই।

বহু দিন হল তুমি বন্ধুতার কথা।

ক্ষণেক না কর মনে এ কেমন কথা॥

দমনক কহিলেক যে যদ্যপি আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করণে আমি নিরাশ ছিলাম তথাপি সর্ব্বদা অন্তঃকরণে আপনকার শরীর চিন্তা করতঃ সহবাসী ছিলাম, আর সর্ব্বদা আত্মীয়তা ও তোমার মঙ্গল প্রার্থনা রূপ যে বীজ তাহা আমি মন রূপ ভূমিতে রোপণ করিতেছি।

গবাক্ষ করেছি মন তব দরশনে।

তোমার সহিত প্রেম করেছি গোপনে॥

আমি নির্জ্জনে তোমার প্রশংসা এবং ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য প্রার্থনা রূপ জপেতে নিযুক্ত আছি এবং থাকিব। শঞ্জীবক কহিলেক নির্জ্জনের কারণ কি? দমনক কহিলেক যখন কোন ব্যক্তি পরাধীন থাকে তখন এক নিশ্বাসও নির্ভয়ে পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা প্রাণে ভীত থাকে এবং ভয় ও ক্রন্দন ব্যতিরেকে এক কথাও কহিতে পারেনা অতএব সে

প্রকার বন্ধুতা আছে, আর প্রথমে তোমার সহিত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এপর্য্যন্ত সফল করিয়াছি কিন্তু এইক্ষণে যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ শুভদায়ক কি ক্ষতিজনক যাহা হউক তোমাকে জ্ঞাত করা ব্যতিরেকে আর আমার কিছুই শক্তি নাই, শত্রুবক কম্পিত হইয়া কহিলেক হে বন্ধু, ইহার বিবরণ আমাকে শীঘ্র জ্ঞাত করাও বন্ধুতার ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিত্বের কিছু মাত্র পরিত্যাগ করিও না। দময়নক কহিলেক, এক বিশ্বাসি লোকের নিকট শুনি-য়াছি যে পশুরাজ আপনি স্বমুখে কহিয়াছেন যে শঞ্জী-বক অতিশয় স্থূল-কায় হইয়াছে, আর রাজ-সভায় তাহার আগমনে আমার কোন আবশ্যক নাই, আর তাহার থাকা না থাকা তুল্য, অতএব তাহার মাংস দ্বারা আমি পশু দিগকে ভোজন করাইব আর আমিও এক দিবস তাহার মাংস ভোজন করিব এবং তাহার শরীর মাংস দ্বারা সর্ব্বসাধারণ সকলেরি বাজোৎসব করিব। আমি এই কথা শ্রবণ করণঃ তাঁহার বিষম সাহস ও দৌরাত্ম্য বোধ করিয়া আসিয়াছি, অতএব তোমাকে জ্ঞাত করাইয়া আমার সৎ প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করি, আর সুজনতার ও বুদ্ধির কর্ত্তব্য, আমার যাহা আছে তাহা পরিশোধ করি।

আমার বক্তব্য যাহা তাহা আমি কহি।
ভাল ভাব মন্দ ভাব আমি ইথে নহি॥

এইক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে ইহার উপায় তুমি শীঘ্র চেষ্টা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও কিন্তু কোন কৌশল দ্বারা এ ঘূর্ণা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, কিম্বা কোন উত্তম কথা দ্বারা এ মৃত্যু স্থান হইতে মুক্ত হইতে পারি। শঞ্জীবক যখন দমনকের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিলেক, তখন পশু-রাজের প্রতিজ্ঞা সকল মনে করিয়া কহিলেক হে দমনক ইহা অসম্ভব যে পশুরাজ আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করেন, কেননা আমা হইতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, আর আমার অচল পা সৎ-সেবা মার্গ হইতে সচল হয় নাই, কিন্তু তোমার বাক্য ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষত্ব আমি যথার্থ বোধ করি, অতএব ইহা নিশ্চয় যে আমার উপর কতক মিথ্যা কথা রচনা করিয়া ছল দ্বারা কোন ব্যক্তি পশু-রাজকে কোপান্বিত করিয়াছে, আর তাঁহার নিকট কতকগুলি দুষ্ট লোক আছে তাহারা সকলেই ঠকের গুরু রূপে প্রকাশ আছে তাহাদের নষ্টামি ও নির্ভয়তা ইত্যাদি আমি বারম্বার পরীক্ষা করিয়াছি ও দেখিয়াছি এ প্রযুক্ত তাহার ঠকামি দ্বারা অন্য দিগের প্রতি যাহা কহে তাহা পশুরাজ গ্রাহ্য করেন, আর ইহা যথার্থ যে ঐ দুষ্ট দিগের সহবাসের মধ্যেতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি দিগের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ হয়, আর ঐ মন্দ সন্দেহেতে যথার্থ পথ আচ্ছাদিত থাকে

আর এক হংসের ত্রুটির ইতিহাস এই কথার পরীক্ষায়
নির্য্যাস প্রমাণ হইয়াছে। দমনক জিজ্ঞাসা করিলেক
যে সে কি প্রকার।

১১ গল্প। সঞ্জীবক কহিতে লাগিল। এক হংস
জল মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে মৎস্য জ্ঞান করিয়া
উদ্ধারণে চেষ্টা করতঃ বিফল হইল। কএকবার
এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেক যে ইহাতে ঐ রূপ
লভ্য, যেমন পিপাসু ব্যক্তির মরীচিকা দৃষ্টি, আর
যেমন দুষ্ট বুদ্ধি দিগের লভ্য। এই বিবেচনা
করিয়া মৎস্য শিকার করা একেবারে ত্যাগ করিলেক
এবং তাহার রজনীতে যখন যথার্থ মৎস্য দর্শন
করিত তখন তাহা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জ্ঞান করিয়া
তাহারদিগে লক্ষিত করিত না। এই পরীক্ষায় এই
ফল যে সর্ব্বদা ক্ষুধিত থাকিয়া আহার ব্যতিরেকে
কাল ক্ষেপণ করিত। কোন ব্যক্তি যদ্যপি মহারাজকে
আমার কোন মন্দ কথা শ্রবণ করাইয়া থাকে, তিনি
তাহা প্রত্যয় করিয়া আমার প্রতি মন মালিন্য
করিয়া থাকেন, তবে তাহা অন্যের পরীক্ষিত বাক্যোক্ত
হইয়াছে, যেহেতুক তাহাদের সহিত আমি এত অন্য
যেমন উজ্জ্বল দিবা ও অন্ধকার রাত্রি, আর যেমন গগন
ও পৃথিবী।

শুদ্ধ জন কর্ম্ম সহ আপন কর্ম্মকে।
তুল্য ভাব নাহি ভাব কহে বিজ্ঞ লোকে॥

শিখিতে যদ্যপি তুল্য সেই সেই হয়।
তথাপি তাহাকে তুল্য জ্ঞান করা নয়॥
দুই মধু মক্ষিকার জন্ম এক স্থানে।
এক মাছি মধু দেয় আর মাছি হানে॥
দুই মৃগ ঘাস জল আহার করয়।
একে মৃগনাভি জন্মে অন্যে রক্ত হয়॥

পরে দমনক কহিলেক বুঝি পশুরাজের দশা এই কারণ হইয়াছে, দেখ রাজা দিগের স্বভাব এই যে সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্যক্তিদিগকে সম্মান প্রদান করেন, আর যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে তাহাকেও বিনা অপরাধে নষ্ট করেন।

শাহজোর মজমোরে নাহিক দেখিলে।
কথা না শুনিয়া শত কথা সে কহিলে॥
ইজ্জদ নামেতে শাহ আমাকে দেখিলে।
প্রশংসা করিনু তাঁর কিছু নাহি দিলে॥
শুনহে হাফেজ তুমি দুঃখ না হইবে।
রাজার স্বভাব এই নিশ্চয় জানিবে॥
সকলেরি খাদ্য প্রদ যে ঈশ্বর হন।
রাজ গণে তিনি জয় করুণ অর্পণ॥

শঞ্জীবক কহিলেক যদ্যপি তুমি পশুরাজের অকারণ ঘৃণার কথা আমাকে শুনাইলে বটে কিন্তু তথাপি স্থিতির পথ হইতে পলায়ন রূপ পদ ক্ষেপ করণের কোন প্রমাণ নাই, আর আশা মাত্রেই যে মনোবাঞ্ছা

পণ হয় এমত নহে, কেন না ক্রোধের যদি কোন কারণ থাকে তবে মিনতি দ্বারা তাহা ভঞ্জন করা যায়। ঈশ্বর এমন না করুন যদ্যপি কোন অপরাধিত কথা দ্বারা তিনি কোপান্বিত হইয়া থাকেন তবে তাহার উপায়ান্বেষণ করা বিফল, কারণ মিথ্যা কথা ও ছলের পরিমাণ নাই, আর পশুরাজের সহিত আমার যেরূপ ব্যবহার প্রকাশ আছে তাহাতে আমার কিছু অপরাধ দেখিতে পাইনা কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার উপকারের নিমিত্ত তাঁহার বুদ্ধির বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছি আর কখনঃ যে সময়ের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলি নাই। সন্দেহ করি যে তাহাতেই আমার অসৎ সাহসে আপন মনে ত্রুটি বোধ করিয়া থাকিবেন কিন্তু আমা হইতে যে সকল কর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বহু লভ্য ছিল তথাপি তাঁহার সম্মান ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সভা মধ্যে কোন অসম সাহসী কর্ম্ম করি নাই, আর অতিশয় মান্য মানের যে রীতি তাহা ও আমি সংস্থাপন করিয়াছি। ইহা কি প্রকারে বোধ করাযায় যে সদুপদেশ ভয়ের কারণ ও বন্ধুতার কর্ম্ম শত্রুতার কারণ হয়।

বেদনার নিমিত্ত ঔষধ হইয়াছে।
এখানে তাহার কার্য্য দেখ কিবা আছে॥

ঔষধের এই কার্য্য পীড়া করে নাশ।

পীড়া নাশে নাশ হয় রোগীর আরাম।

আর যদ্যপি ইহাও না হয় তবে হইতে পারে যে রাজত্বেরই অহঙ্কার আমার এই দোষের কারণ হইয়াছে, আর ধর্ম্মী ব্যক্তিদের স্বভাবে এই যে সদুপদেশ কারকদিগকে অন্তঃকরণে মান্য ভাবেন এবং ক্ষতি কারক ও মারকদিগকে ভেদজ্ঞ করেন. আর এই স্থানে বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে কুম্ভীরের সহিত জলমগ্ন হওনে ও সর্প মুখ হইতে বিষ পানে বরং পার আছে কিন্তু রাজার দাসত্বে ত্রাণ নাই। আমি পূর্ব্বেই ইহা জানিয়াছিলাম যে রাজাদিগের দাসত্বেতে অপরিমিত ক্ষতি ও ভয় আছে। কোনং বিজ্ঞেরা রাজসঙ্গকে অগ্নি তুল্য করিয়া কহিয়াছেন, কেননা যদ্যপি ভূপালেরা অনুগ্রহের ছটা দ্বারা ভৃত্যদিগের অন্ধকার কুটীরকে উজ্জ্বল করেন বটে, কিন্তু দণ্ড রূপ অগ্নি কণা দ্বারা দাসদিগের পূর্ব্বের যথার্থ রূপ গোলাকে দগ্ধও করেন, আর এবিষয়ে বুদ্ধি নিশ্চিত আছে যে যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটে থাকে তাহার ক্ষতিও অধিক হয়, আর যাহারা ঐ অগ্নিকে দূরহইতে নিরীক্ষণ করে তাহারা তাহার উত্তাপও পায় না এই হেতুক তাহারা বোধ করে যে রাজাদিগের ঘনিষ্ঠ হওনে লভ্য আছে, কিন্তু ইহা যথার্থ ও রূপ নহে যে হেতুক এঁহারা যদি রাজাদিগের দণ্ড ও ভয় এবং প্রতাপ জ্ঞাত হয়েন

তবে জানিতে পারেন যে এক দণ্ডের দণ্ড সহস্র বৎসরের অনুগ্রহের তুল্য হয় না। এই ইতিহাসের যথার্থ দৃষ্টান্ত ঐ কুক্কুটের ও বাজের উত্তর ও প্রত্যুত্তর হইয়াছে। দমনক কহিলেক যে সে কি প্রকার।

১৮ গল্প। শঞ্জীবক কহিতে লাগিল কোন সময় এক শিকারি বাজ কোন এক কুক্কুটের সহিত বাগ্‌যুদ্ধারম্ভ করিয়া কহিতে লাগিল যে তুই বড় কৃতঘ্ন যে হেতুক মস্করিত্রের যে পুস্তক তাহার মুখ বন্ধ কৃতজ্ঞ হইয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের যথার্থ এক প্রমাণ হইয়াছে, আর সাধুতার স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তি আপন অবস্থার পৃষ্ঠাকে কৃতঘ্নতা দ্বারা লিখিত না করে।

কুক্কুরের কৃতজ্ঞতা অযথার্থ নয়।
কৃতঘ্ন ব্যক্তির হইতে কুক্কুর ভাল হয়॥

পরে কুক্কুট উত্তর করিলেক যে তুমি আমার কি কৃতঘ্নতা ও প্রতিজ্ঞা চ্যুতি দেখিয়াছ, বাজ কহিলেক তোমার কৃতঘ্নতার চিহ্ন এই যে মনুষ্যেরা তোমার প্রতি এত অনুগ্রহ করে, আর তোমার জীবনোপায় যে জল ও শস্যাদি তাহা তাহাদিগ হইতে অক্লেশে খাইতে পাও এবং দিবা রাত্রি তোমার অবস্থা জানিয়া তোমাকে রক্ষণা বেক্ষণ করে, আর তাঁহাদিগ হইতে আহার ও নির্জ্জন স্থান প্রাপ্ত হও কিন্তু যৎকালীন তাঁহারা তোমাকে ধারণ করিতে চেষ্টা করেন তৎকালে

তুমি সম্মুখ হইতেই বা হউক কিম্বা পশ্চাৎ হইতেই বা হউক পলায়ন করিয়া এক ছাত হইতে অন্য ছাতে উড়িয়া যাও আর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দৌড়িয়া যাও।

কভু নাহি চেন তুমি লবণের গুণ।
আপন প্রভুকে কর আশঙ্কা দারুণ।

আমি বন্য পক্ষী যদ্যপি দুই তিন দিবস ইহারদিগের সহিত প্রণয় করি আর ইহাঁদিগের হস্ত হইতে যদি আহার গ্রহণ করি তবে তাহার গুণ মানিয়া শিকার করিয়া ইহাঁদিগকে আনিয়া দেই আর যদ্যপি অতিশয় দূর গমন করি তথাপি আহ্বান মাত্রেই আগমন করি।

শিকারি পক্ষিকে তুমি ত্যজ যত দূরে।
আহ্বান করিলে হৃষ্ট চিত্তে আসে ফিরে॥

পরে কুক্কুট উত্তর করিলেক তুমি যাহা কহিতেছ সে যথার্থ। তোমার পুনরাগমন আর আমার পলায়নের কারণ এই যে তুমি কখন এক বাজকে শূন্য অর্থাৎ কাবাব করিতে দেখ নাই আর আমি অনেক কুক্কুটকে কটাহে ভর্জ্জিত করিতে দেখিয়াছি যদ্যপি তুমি তাহা দেখিতে তবে তাঁহাদিগের নিকট আসিতেনা যদি আমি এক ছাত হইতে অন্য ছাতে পলায়ন করি কিন্তু তুমি এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে পলায়ন করিতে। এই দৃষ্টান্ত আমি এই কারণ আনিলাম যে ইহাতে

জ্ঞাত হও যে যাঁহারা রাজ সহবাস ইচ্ছা করেন তাঁহারা রাজ দণ্ডের সংবাদ জানেন না, আর যাঁহারা ঐ দণ্ডের চিহ্ন দেখিয়াছেন তাঁহারা না চৈতন্যের চিহ্ন রাখেন, না স্বাস্থ্যের চিহ্নই রাখেন।

রাজার সমীপে যারা থাকয়ে সতত।
চিন্তাযুক্ত চিত্ত তার হয় অবিরত।
তাহার কারণ এই শুন মোর স্থানে
রাজদণ্ড চিহ্ন তারা ভাল রূপ জানে॥

দমনক কহিলেক যে তুমি ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিবা যে পশুরাজ আপন রাজ্যের মহত্ত্বতাতে তোমার প্রতি এই সংশয় করেন, কেন না তোমার গুণ বিস্তর আছে, আর রাজারা গুণবান ব্যক্তি দিগ হইতে বিমুখ থাকেন না। শঞ্জীবক কহিলেক যে বুঝি আমার গুণ তাঁহার ঘৃণার কারণ হইয়া থাকিবেক যে হেতুক পশু রাজের গুণ তাহার দুঃখের কারণ হইয়াছে, আর যেমন ফলবান বৃক্ষের শাখা ফলের কারণ ভগ্ন হয়, আর যেমন বুলবুল আপন গুণের নিমিত্ত পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ থাকে, আর যেমন ময়ূর আপন সৌন্দর্য্যের কারণ পক্ষ ছিন্ন হইয়া লজ্জিত হয়।

উল্কামুখী লোম যথা আর শিখি পক্ষ।
সেই রূপ মোর বুদ্ধি মোর হয়েছে বিপক্ষ॥
আমার যে বুদ্ধি সেই মন্দের কারণ।
নতুবা হইত মাথে মুক্তা আচ্ছাদন॥

ইহা যথার্থ যে গুণবান অপেক্ষা নির্গুণ অধিক আছে; ইহাদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ যে শত্রুতা সে নিশ্চিত আছে; ঐ ব্যক্তিরা অনেক, এ কারণ প্রবল হইয়া গুণবান ব্যক্তির অবস্থাকে মন্দ করিবার কারণ এমত প্রবল হয়েন যে তাহাদিগের আচরণকে পাপ রূপে প্রকাশ করেন আর তাহাদিগের ধার্ম্মিকত্বকে মন্দরূপে প্রকাশ করেন। ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের কারণ যে গুণ হইয়াছে তাহাকে মন্দ ও দুঃখের আকর করে।

রিপুর দমন, ভক্তিক গমন,
এই সে আমার নীতি।
যাহার কারণ, তাহার দমন,
গুণ মন্দ দেখে অতি।

কোন এক বিজ্ঞ এই বিষয়েতে কহিয়াছেন।

মূর্খ মধ্যে গুণী যদি হয়ে প্রকাশিত।
মূর্খেরা তাহাকে সদা রাখে আচ্ছাদিত॥
যাবৎ গুণীর গুণ নষ্ট নাহি হয়।
তাবৎ তাহার কর্ম্ম সদত নিন্দয়॥

আর ঠক্‌দিগের অবিচারের প্রশংসাতে কহিয়াছেন।

বিচারের চক্ষু যদি উজ্জ্বল সে হয়।
ভাল মন্দ অনায়াসে বেছেং লয়॥
মহত্তের এই রীতি করয়ে বিচার।
অধীনের এই রীতি করে অবিচার॥

যাহার শরীরে স্নেহ মাত্র নাহি থাকে।
ক্ষৌম বস্ত্র যে হয় রাক্ষ্ম বলে তাকে॥

দমনক কহিলেক যে যদ্যপি শত্রুরা এই বাঞ্ছা করিয়া থাকে তবে কর্ম্মের শেষ কি হইবে?। শঞ্জীবক কহিলেক যদ্যপি তাহার সহিত প্রারব্ধ ঐক্য না থাকে তবে তাহা হইতে কোন দুঃখ হইবেক না, আর যদ্যপি পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও প্রারব্ধ তাহার সহিত ঐক্য থাকে তবে কোন কৌশল দ্বারা তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইবেক।

প্রারব্ধ হয়েছে আগে শুন ওহে ভাই।
এক্ষণে করিলে চেষ্টা লভ্য কিছু নাই॥

দমনক কহিতে লাগিল যে বোদ্ধা ব্যক্তির উচিত হয় যে সর্ব্বাবস্থার পশ্চাৎ কি হইবে তাহা চিন্তা করা, কেননা কোন ব্যক্তি কি বুদ্ধিদ্বারা আপন কর্ম্ম সফল করেন নাই। শঞ্জীবক উত্তর করিলেক যে বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম সফল ঐ সময় হয় যখন ঈশ্বরেচ্ছা তাহার বিপরীত না থাকে, আর ছল ও ঐ সময় সফল হয়, যখন ঈশ্বরেচ্ছা তাহার বিপরীত না হয় আর ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতিরেকে যাহা উপস্থিত হয় তাহা কোন উপায় কিম্বা ছল দ্বারা কখন সফল হইতে পারেনা এবং কোন ব্যক্তি প্রারব্ধ ও ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতা হইতে ছল কিম্বা উপায় দ্বারা মুক্ত হইতে পারেনা।

ইশ্বরেচ্ছা রূপ হস্ত হতে যে অনল।
প্রজ্জলিত হয় তাহে পোড়ে যে কৌশল॥

আর যখন পরমেশ্বর কোন এক আজ্ঞা প্রকাশ করেন তখন ব্যক্তি দিগের চক্ষু অলস রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় আর তাহা হইতে মুক্ত হওনের যে পথ তাহা আচ্ছাদিত হয়। কিন্তু তুমি কনক ও বুলবুলির উত্তর প্রত্যুত্তর রূপ যে ইতিহাস তাহা কি শ্রবণ করনাই। দমনক কহিলেক যে সে কিপ্রকার।

১৯ গল্প। শঞ্জীবক কহিলেক যে পূর্ব্ব কালীয় ইতিহাস বেত্তারা কহিয়াছেন যে এক কৃষকের স্বর্গোদ্যানের ন্যায় উত্তম এক বাগান ছিল। ঐ উদ্যানের যে বায়ু সে বসন্ত কালের মন্দ২ বায়ুর ন্যায় ছিল আর ঐ উদ্যানের যে পুষ্প সৌরভ সে প্রাণকে সন্তোষ করে।

যৌবন উদ্যান সম এই যে উদ্যান।
ইহার পুষ্পের ঘ্রাণ অমৃত সমান॥
তাহাতে বুলবুল ধ্বনি হৃষ্ট করে মন।
মন্দ২ বায়ু তার সুখের কারণ॥

আর ঐ পুষ্পোদ্যানের এক কোনে এক গোলাব পুষ্পের বৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষ সকল মন স্বরূপ চারার ন্যায় স্নিগ্ধ ও আহ্লাদ রূপ বৃক্ষ শাখার ন্যায় উচ্চ, আর প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহাতে মনোহর ব্যক্তি দিগের মুখের ন্যায় কোমল এক পুষ্প প্রস্ফোটিত

হইত। মালি ঐ সুন্দর পুষ্পের সহিত পুষ্পের কথোপকথন আরম্ভ করিয়া কহিত।

গোলাব কেঁটের নীচে কি বলে গোপনে।
দুঃখি প্রাণি বুলবুল দেঁচায় প্রাণ পণে।

ঐ মালি নিয়মমত এক দিবস পুষ্পকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেক যে এক বুলবুল গোলাবের উপর ক্রন্দন করতঃ মুখ ঘর্ষণ করিয়া চঞ্চুদ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করতঃ এক এক দল ছিন্ন করিতেছিল।

গোলাব দর্শনে বুলবুলি মত্ত হয়।
হইলে হস্তের রজ্জু ছাড়য়ে নিশ্চয়॥

মালি গোলাবের এই রূপ অবস্থা দৃষ্টি করিয়া ধৈর্য্য রূপ বস্ত্রকে অধৈর্য্য রূপ হস্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। পর দিবস ও ঐ রূপ দেখিলেক আর গোলাবের সহিত বিচ্ছেদের যে অগ্নিকণা সে উহার দুঃখের চিহ্নের উপর চিহ্ন করিলেক। তৃতীয় দিবস বুলবুলির চঞ্চ্বাঘাতে গোলাব নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট কণ্ঠক মাত্র থাকিল। পরে বুলবুল হইতে মালির অন্তঃকরণে দুঃখ প্রকাশ হইয়া বুলবুলির গমনাগমন পথে ছল রূপ ফাঁদে ছল রূপ শস্য দ্বারা তাহাকে ধরিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিলেক, পরে ঐ প্রেমী বুলবুল তুতির ন্যায় মিষ্ট বাক্য দ্বারা কহিতে লাগিল, হে মহাশয় আমাকে কি কারণ তুমি বদ্ধ করিলেক আর কি নিমিত্তে আমাকে দুঃখ দিতে

উৎকণ্ঠক হইয়াছ? যদি আমার গীত শ্রবণের জন্যে আমাকে বন্ধ করিয়া থাক তবে আমার বাসাতো তোমারি উদ্যানে আছে, আর প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমার যে আমোদাগার সেও তোমারি পুষ্প কাননে, আর যদি অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে তবে তাহা আমাকে জানাও। বৃদ্ধ কৃষক কহিলেক।

শুনহে ঈশ্বর মোরে কত দুঃখ দিবে।
শত্রু মুখ মোরে কত দিন দেখাইবে॥
হে ঈশ্বর তার মুখ করে আচ্ছাদিবে।
শুন হে পরদা তুমি কবে বা পড়িবে॥

কিছু জান আমার শস্যের সঙ্গে কি করিয়াছ? আর কোমল বন্ধুর বিচ্ছেদে কতক বার আমাকে দুঃখ দিয়াছ। সেই অপরাধের দণ্ডের পরিবর্ত্তে এই হইতে পারে যে তুমি আপন বন্ধু ও স্থান হইতে নিরাশ হইয়া থাকিলে, আর কৌতুক দর্শন হইতে অন্তর হইয়া কারাগার রূপ নিভৃত স্থানে ক্রন্দন করিতেছ, আর আমিও বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর হইয়া চিন্তারূপ কুটীরে ক্রন্দন করিতেছি।

শুন হে বুলবুল তবে করহ ক্রন্দন।
মোর সঙ্গে বন্ধুতায় যদি হয় মন॥

বুলবুল কহিল ইহাতে ক্ষান্ত হও, আর চিন্তাকর যে আমি একটী ফলকে বিরক্ত করিয়া তদপরাধে বন্ধি

হইয়াছি, তুমি যে একটী মনকে বিরক্ত করিতেছ, তোমার অবস্থা কিপ্রকার হইবেক।

সর্ব্বোপরি অবিরত আকাশ ভ্রমিছে।
হিতাহীত পক্ষে সব বিচার করিছে॥
যেজন করয়ে হিত হিত হয় তার।
অহিত কারির পক্ষে সদা অপকার॥

এই কথা কৃষকের অন্তঃকরণে সংলগ্ন হইয়া বুলবুলকে মুক্ত করিল, বুলবুল মুক্ত হয়ে কহিল যে হেতু তুমি আমার সহিত ভদ্রতা করিয়াছ, সে মতে উপকারের প্রতি প্রত্যুপকার করিতে হয়, অতএব তোমাকে উপদেশ করি যে এই বৃক্ষের নিম্নে যথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ, তথায় এক ধনপূর্ণ কলস আছে, উঠাইয়া আপন প্রয়োজনের নিবৃত্তি করহ, কৃষক সেই স্থানে গমন করিয়া বুলবুলের কথা যথার্থ পাইয়া কহিল, হে বুলং আশ্চর্য্য যে তুমি মৃত্তিকার অধঃস্থ কলসকে দেখিতে পাইলে পাংশু নিমগ্ন আপন বলবান জনকে দেখিতে পাইলে না, বুলবুল কহিল তুমি জান না যে ঈশ্বরেচ্ছা সকল পরিবেদনাকে ব্যর্থ করে এবং তৎসহ সমকক্ষতা করা যায় না, যৎকালে ঈশ্বরেচ্ছা অবতীর্ণ হয় না, দৃষ্টবান চক্ষেরি জ্যোতি থাকে না, অর্থাৎ কোন চেষ্টাতেই উপায় দর্শে না।

নাহি কর বিপরীত ঈশ্বর ইচ্ছার।
যে হেতু নাহিক কিছু ক্ষমতা তোমার॥

বুদ্ধি কর্ম্ম নাহি করে তাঁহার ইচ্ছায়।
মান্য কর সদা যাহা তাঁহা হইতে হয়॥

আর এই উপমার তাৎপর্য্য এই যে আমি তাঁহার ইচ্ছার সহিত বিরোধি নহি, সুতরাং তদানুগত্যতা ব্যতীত উপায় নাই।

বন্ধুর আশ্রয় ভিন্ন নাহি মম গতি।
যাহা হয় আমা প্রতি তাহার সন্মতি॥

দমনক কহিল হে শঞ্জীবক যাহা আমি স্থির জানিয়াছি, এবং বিবেচনা করিয়াছি, যে পশু-রাজ তোমার পক্ষে যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা কোন বিপক্ষের নিন্দা সূত্রে কি তোমার বহু গুণের জন্য নহে, বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ চাতুরি ও অবিশ্বস্ততা তদ্বিষয়ে তাহাকে রত করিয়াছে, কারণ তেঁহ এক অহঙ্কারী, শক্তিমান, অবিশ্বাসী কুভাব এবং প্রবঞ্চক, তাহার প্রথম সহবাসে জীবনের আস্বাদন প্রদান করে, আর পরিণামে মৃত্যুর ন্যায় তিক্ততা জন্মায়, তাহাকে এক বিচিত্রিত বিষাক্ত সর্প-তুল্য অনুমান করিতে হইবেক যথা প্রকাশ্যে নানা বর্ণে শোভিত হইয়াছে, আর অন্তরে নিরৌষধি হলাহল বিষে পরিপূর্ণ।

সকলি শঠতা আর চাতুরি তাহার।
দয়া ধর্ম্ম নাহি মাত্র খলতা অপার॥

শঞ্জীবক কহিল কিছু কাল উত্তম উদ্যান ভোজন করিয়াছি এক্ষণে বিপদ-হলের দংশন সহ্য করিতে

হইবেক এবং কিয়দ্দিবস সুখে যাপন করিয়াছি, অধুনা দুঃখের সময় উপস্থিত।

কিছু কাল প্রিয় সনে কাটাইলে সুখে।
এক্ষণে বিচ্ছেদ দুঃখ উদয় সম্মুখে॥

ফলিতার্থ আমার মৃত্যু আমাকে এ বনে আনয়ন করিয়াছে নচেৎ আমি পশুরাজের সহ-বাসের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারি, যে ব্যক্তি আমার খাদক আর আমি তাহার খাদ্য সকল প্রকার ঘটনা হইলেও তৎসহ সংমিলনের সম্ভাবনা নাই।

কেমনে সাক্ষাতে তার মনে বাঞ্ছা করি।
দূর হৈতে যদি দেখি স্থির হতে নারি॥

কিন্তু হে দমনক ঈশ্বরেচ্ছা আর তোমার ছলনা আমাকে এই মৃত্যু স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছে এক্ষণে ইহার কোন উপায় নাই, এবং চলিত কর্ম্ম সকল সতর্কতা ও ভবিষ্যত চিন্তা ব্যতিরেকে মনোনীত হয় না, আমি সামান্য লোভ ও দুরূহ প্রত্যাশা বশত আপনার জন্য এই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি যে তদগ্নুম নিকটস্থ না হইতেই উদ্বেগ উত্তাপে সুদগ্ধ হইলাম। আপনি করেছি তাহা উপায় কি তাব। আর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন যে ইহা সংসারে যে কেহ স্বল্পে তৃপ্ত না হইয়া অধিক আকাংক্ষা করে তৎতুল্য যেমত হীরক পর্ব্বতেগমন করিয়া প্রতিক্ষণ শ্রেষ্ঠতর হীরকের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, আর তৎ বহু মূল্যের প্রত্যাশায় অগ্রসর

হইয়া ক্রমশঃ এমত স্থান পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয়, যথা মানস সিদ্ধ করে কিন্তু প্রত্যাগমন করা সুকঠিন কারণ হিরক কণার দ্বারা তাহার পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, আর যে ব্যক্তি লোভাসক্ত হইয়া তদবস্থার সংবাদ লয়না, সুতরাং নানা কষ্টে সেই পাহাড়ে পঞ্চত্ব পাইয়া পক্ষীদিগের উপজীবী হয়।

অধিক আকাঙ্ক্ষা হয় কষ্ট ক্ষতি কর
শান্তি ইচ্ছা থাকে লোভ অধিক না কর

দমনক কহিল এ কথা অনুমান করিয়াছ, কোন বিপদ সম্ভাবিত ঘটনার প্রতি লোভ প্রধান কারণ বটে।

মন প্রাণ নষ্টকারি লোভ নাহি কর,
লোভি জন কোন স্থানে না পায় আদর।

যে হস্তী লোভরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পরিণামে বিষাস্ত্রে ছেদ্য হয়, আর যে মক্ষিকা ভক্ষ্য আশায় লইয়াছে অবশেষে মধুরূপ বন্ধিতে লুণ্ঠিত হইবেক এ এই ব্যক্তি অত্যন্ত লোভ বশতঃ ধনপ্রত্যাশায় বিপদস্থ হইয়াছে, যেমত সেই ব্যাধ শৃগাল হরিতে লোভ করিয়া ব্যাঘ্র হস্তে পঞ্চত্ব পাইল, করটক জিজ্ঞাসা করিল সে কি প্রকার।

২০ গল্প। দমনক কহিল এক দিবস এক ব্যাধ মাঠে গমন করিয়াছিল, এক শৃগালকে বড় প্রখরতার হিত ঐ মাঠের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে দেখিল

ও তাহার গাত্রের লোম সকল উত্তম দৃষ্টি করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করণের অনুমানে উপজীবিকার লোভ বশতঃ ঐ শৃগালের পশ্চাৎবর্ত্তি হইয়া তাহার বাসস্থানে সুড়ঙ্গের সন্ধান লইল, আর সেই সুড়ঙ্গের নিকট আর এক গর্ত্ত খনন করিয়া তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ একটা মৃত দেহ তদুপরি সংস্থাপন করিল এবং আপনি কোন গোপন স্থানে থাকিয়া শৃগালের অপেক্ষা করিতে লাগিল, দৈবাৎ শৃগাল আপন স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া শবের গন্ধে ঐ গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে কহিল, যদিচ এই মৃতদেহের সন্ধান্ধে হৃদয় আমোদিত করিতেছে বটে, কিন্তু এক বিপদের গন্ধও সতর্কতা রূপ ঘ্রাণে উপলব্ধি হইতেছে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিপদ সম্ভাবিত কর্ম্মে উদ্যোগী হয়েন না, কিম্বা যাহাতে অহিত অনুমান করিয়াছেন তৎপ্রতি উৎসাহ করেন না।

বিপদের সম্ভাবনা আছয়ে যাহাতে।
চেষ্টা কর তাহা হতে উদ্ধার হইতে॥

আর যদিও অনুমান হইতেছে যে এ স্থানে কোন প্রাণির মৃত্যু হইয়া থাকিবেক, কিন্তু ইহাও হইতে পারে, যে কুমিয়ে কোন জন নিয়োজিত করা হইয়াছে, অতএব সর্ব্বপ্রকারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি তব দুই কর্ম্ম উপস্থিত হয়।
জান না করিতে কিবা হয় কিবা নয়॥

যাহাতে আছয়ে কিছু অহিত আকার।
তাহাকে করিতে ত্যাগ উচিত তোমার॥
যাহাতে নাহিক পার করি অনুমান।
এমত কর্ম্মের করা উচিত সন্ধান॥

শৃগাল এই চিন্তা করিয়া ঐ মৃতদেহের আশয় পরি-ত্যাগ করতঃ নিরুদ্বেগ পথগামী হইল, ইতিমধ্যে এক ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পর্ব্বত হইতে নিম্নে আসিয়া ঐ মৃত শরীরের গন্ধে ঐ গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইলে ব্যাধ ঐ পতন শব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমান করিল যে শৃগাল পতিত হইয়া থাকিবেক, অতএব লোভ বশতঃ কিছু মাত্র বিবেচনা না করিয়া আপনিও তৎ পশ্চাতে উপ-স্থিত হইবায় ব্যাঘ্র অনুমান করিল যে বুঝি ঐ ব্যক্তি উহাকে ঐ শব ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিবেক, ইত্যাদি বিবেচনায় লম্ফ দিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিল, লোভি ব্যাধ আপন দুর্লোভ বশতঃ মৃত্যুপাশে পতিত হইল, আর শৃগাল লোভ পরিত্যাগ করিয়া বিপদ হই-তে মুক্ত হইল। এই উপমার তাৎপর্য্য এই যে অধিক লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইলে মুক্ত ব্যক্তিরাও দাসত্ব স্বীকার করে এবং অধীন ব্যক্তিরা নতশিরা হয়। শঞ্জী-বক কহিল আমি প্রথমেই অবৈধ কর্ম্ম করিয়াছি যে ব্যাঘ্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম, আর জানি-লাম যে তন্নিকটে উপাসনার গৌরব নাই এবং বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে যাহার সহবাসের মর্য্যাদার প্রতি

অনুরোধ না করে এমত ব্যক্তির উপাসনা করা তত্তুল্য যেমত কেহ শস্যাশয়ে লবণাম্বু-ক্ষেত্রে বীজ বপন করে কিম্বা বধির ব্যক্তির কর্ণে সুখ দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণ করায়, কিম্বা জলের স্রোতোপরি উত্তমাক্ষরে সংকলিতা লিপী বদ্ধ করে, কিম্বা সৃষ্টির প্রত্যাশায় কাল্পনিক মূর্ত্তির সহ আলাপনে প্রবৃত্ত হয়, কিম্বা প্রচণ্ড বায়ুর ধূলি হইতে বারি বর্ষণের অপেক্ষা করে।

রাজা হইতে প্রীত চিন্তা যেমতি ঘটন।
নিষ্ফল বৃক্ষেতে যথা ফল অন্বেষণ॥
ঝাউ বৃক্ষে ইক্ষুরস কদাপি না হয়।
সুশীতল জল যদি নিয়ত সিঞ্চয়॥

দমনক কহিল এ কথায় ক্ষান্ত হইয়া আপন কর্ম্মের কোন উপায় চিন্তা করহ, শঞ্জীবক কহিল কি উপায় করিতে পারি, আর আমি ব্যাঘ্রের স্বভাব জানিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিতেও উপলব্ধি হইতেছে, যে পশু-রাজ আমার প্রতিজ্ঞার অহিত চিন্তা করেন না, কিন্তু তদ্বিকটবর্ত্তিরা আমার পক্ষে বিপরীত চেষ্টা ও মৃত্যু চিন্তা করিয়া থাকেন, আর যদি এমতেই হয় তবে আমার পরমায়ুর পরিমাণ মৃত্যু হস্তে অর্পিত হইয়াছে, কারণ দুরাত্মা চতুর ব্যক্তিরা একত্র ও এক পরামর্শি হইয়া কাহার বিপক্ষে চেষ্টা করিলে সর্ব্বপ্রকারে জয়ী হইয়া তাহাকে অপদস্ত করে যথা, নেকড়ে ও কাক

ও শৃগাল একামতে উষ্ট্রের প্রতি প্রবল হইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়াছিল. দমনক কহিল সে কি প্রকার।

১১ গল্প। শঙ্কুক কহিল যে এক চতুর কাক ও এক বলিষ্ঠ নেকড়ে আর এক ধূর্ত্ত শৃগাল এক পরাক্রান্ত ব্যাঘ্রের নিকট পার্শ্বদ রূপে থাকিত এবং তাহাদিগের বাসস্থান বন, রাজ-পথের সন্নিকটে ছিল, কোন এক মহাজন কর্ত্তৃক এক পীড়িত উষ্ট্র তৎ পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইবায় ঐ উষ্ট্র কিয়দ্দিবসের মধ্যে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া খাদ্যান্বেষণে চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেং উক্ত বনমধ্যে উপস্থিত হইল এবং সেইকালে ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিল, সুতরাং তদুপাসনা ও নম্রতা ব্যতীত কোন উপায় দৃষ্টি করিল না, ব্যাঘ্র তাহাকে অভয় দান করতঃ বিস্তারিত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া তৎ সংবাদ শ্রবণানন্তর তাহার স্থায়িত্ব বিষয়ি বার্ত্তা প্রশ্ন করায়, উষ্ট্র কহিল।

স্বকর্ম্মে যদিও পার্থ স্বাধীনত্বে ছিল।
দেখিয়া তোমার রূপ অস্থির হইল॥

যাহা কিছু মহারাজা আজ্ঞা করিবেন অবশ্যই আশ্রিত জন সম্বন্ধে সদ্বৃত্তি হইবেক। অস্মদাদির সদুপায় আমাদিগের অপেক্ষা আপনি ভাল জানেন, ব্যাঘ্র কহিল যদি ইচ্ছা হয় অস্মদ সমীপে সুখে অবস্থিতি করহ। উষ্ট্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই বনে কাল-যাপন করিত

হইল, এক দিবস ব্যাঘ্র আহারান্বেষণে গমন করিবার এক মত্ত হস্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া উভয় মধ্যে ঘোর তর যুদ্ধ উপস্থিতে ব্যাঘ্র কয়েক স্থানে আঘাতী হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করত ক্লিষ্টতা প্রযুক্ত এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। নেকড়ে ও কাক ও শৃগাল তৎপাত্রাবশিষ্টে প্রতিপালিত হইতেছিল, সুতরাং তাহারাও নিরাহার থাকিল, কিন্তু যে হেতু ব্যাঘ্রের দান স্বভাব ছিল এবং তাহাদিগের কর্ত্তা আপন গৌরব ও মর্য্যাদানুরোধে তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন করিত, তদবস্থা দৃষ্টি করিয়া সকাতরে কহিল, আমার আপন কষ্টাপেক্ষা তোমাদিগের অস্বচ্ছন্দতা অধিক কষ্ট বোধ করি, যদি নিকট নহে কোন আহার অন্বেষণ করিতে পারহ আমি বাহির হইয়া তোমাদিগের বাসনা পূর্ণ করি। তাহারা ব্যাঘ্রের নিকট হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নির্জ্জনে সকলে একত্রে পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে এই বনে উষ্ট্রের থাকাতে কি হইয়াছে. না রাজার কোন সভ্য আছে, কি আমাদিগের সহিত বিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছে, এক্ষণে তাহারে বিনাশ করণ বিষয়ে ব্যাঘ্রের প্রতি প্রবৃত্তি দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে দুই তিন দিবসের জন্য রাজা আহারান্বেষণে বিশ্রাম হইতে পারিবেন এবং আমাদিগের অবস্থানুযায়ি লভ্য সম্ভাবনা, শৃগাল কহিল এ চিন্তা ত্যাগ কর, যেহেতু ব্যাঘ্র তাহাকে অভয় দান করিয়া আপন নিকট

রাখিয়াছে আর যে ব্যক্তি রাজাকে বিশ্বাস ঘাতকতা কর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়ায় কিম্বা অঙ্গীকার ভঙ্গনে উৎসাহি করায়, সে অত্যন্ত দুষ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং ক্ষতি কারক ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় ঘৃণিত, আর ঈশ্বর ও মনুষ্য সকলেই তাহার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়।

দূষ্য কর্ম্মে রতি সদা আছয়ে যাহার।
অপকর্ম্ম করা এই সঙ্গ মাত্র তার॥
মনুষ্যত্ব চিহ্ন হয় উত্তম ব্যবহার।
কুকর্ম্মেতে উপনার মনের বিকার॥

কাক কহিল এ বিষয়ে কোন মন্ত্রণা করিবে, আর ব্যাঘ্রকে এই অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্তি দিতে হইবেক, তোমরা কোন স্থান অবধারিত কর, আমি যাইয়া পুনরায় আসিতেছি, পরে ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইবায় ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিল, যে কোন আহারের অনুসন্ধান করিয়াছ কি না, কাক কহিল হে রাজন্! ক্ষুধা হইলে কোন ব্যক্তিই সুস্থির থাকে না, আর এক্ষণে চলৎ শক্তিও রহিত হইয়াছে, কিন্তু যাহা এক প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, যদি পশু রাজ ত্ত্বিষয়ে সম্মতি করেন, তবে সকলেরি অসীম সুখ উপার্জ্জন হয়। ব্যাঘ্র কহিল মন্তব্য কথা ব্যক্ত করিয়া বিস্তারিত অবস্থা জ্ঞাত করাও। কাক কহিল এই উষ্ট্র আমাদিগের মধ্যে অজানিত ও নিষ্ফল ব্যক্তি তাহার সহবাসে আমাদিগের কোন লাভ নাই, বর্ত্তমানাবস্থায় ইহাকেই

মাত্র এক উপস্থিত আহার দেখিতেছি, ব্যাঘ্র কোপান্বিত হইয়া কহিল ইহকালের বন্ধু বর্গের প্রতি বিশেষ ধিক্কার কারণ চতুরতা ও খলতা ব্যতিত কোন ব্যবহার প্রকাশ করেন না, আর শীলতা ও ভদ্রত্ব এককালীন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

অহিকে মোহিত জনে অভাব বিশ্বাস।
কুজন হইতে নাহি উপায়ের আশ॥
কুক্কুর উত্তম হয় বিড়াল হইতে।
সদত যে লোভ করে ভোজন পাত্রেতে॥

প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন করা কোন শাস্ত্রে বিধেয় আছে, এবং আশ্রিত ও দণ্ডা ভয়ের প্রতি হিংসা করাই বা কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ।

যে বৃক্ষ রোপিত হয় স্বহস্ত হইতে।
না কর কদাপি চেষ্টা তাহাকে ছেদিতে॥

কাক কহিল, আমি ইহা জ্ঞাত আছি, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, যে এক গৃহ-পতির উপকার জন্য এক ব্যক্তিকে, আর পরিবারের হিতার্থে গৃহ-পতিকে, ও কোন পল্লীর আনুকুল্যে এক পরিবারকে, আর রাজার আপদোদ্ধার জন্য এক পল্লীকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে, যে হেতু রাজার মঙ্গলে সমূহ দেশের মঙ্গল দ্বিতীয়তঃ প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন ও অবিশ্বস্ততার অপবাদ হইতে নিম্মুক্ত হওয়া যায়, এবং অনাহারের কষ্ট হইতেও অব্যাহতি পায়। ব্যাঘ্র এই কথা শ্রবণে

নতশিরা হইয়া রহিল, কাক প্রত্যাগমন করিয়া আপন বন্ধু দিগকে কহিল, যে সকল অবস্থা ব্যাঘ্রকে কহিয়াছি, প্রথমতঃ অমান্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ নম্র হইয়াছে, এইক্ষণে এই মন্ত্রণা যে সকলে ব্যাঘ্রের নিকট গমন করতঃ তাহার ক্লেশের ও ক্ষুধার অবস্থা বিস্তার করিয়া কহিব, যে আমরা বহু দিবস হইতে এই রাজার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিয়াছি, অধুনা এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, ভদ্রস্থ ব্যবহারের উচিত যে আপন শরীর ও প্রাণ তাহাকে উৎসর্গ করি, নচেৎ পাপে নিমগ্ন ও সৌজন্য হইতে বহির্ভূত হইব, অতএব কর্ত্তব্য যে সকলে ব্যাঘ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার সুখ্যাতি ও দানের বিষয় উল্লেখ করতঃ অবধা-রিত করি, যে আমাদিগের হইতে কোন লভ্য নাই, কেবল স্বকীয় প্রাণ ও শরীরকে সমর্পণ করিতে পারি, আর ইহাতে প্রত্যেকেই স্বীকার করিবে, যে অদ্য রাজা আমাকে ভক্ষণ করিবেন, আর অন্য ব্যক্তি তাহার বিপরীতে অনুবাদ করিবে, ইহাতে উষ্ট্রের বিনাশের সম্ভাবনা হইতে পারে। পরে সকলে একত্রে উষ্ট্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত বিবরণ ব্যক্ত করিল, যে হেতু উষ্ট্রের অত্যন্ত সরলান্তঃকরণ ও নির্ম্মল মন ছিল, তাহাদের কুমন্ত্রণা ও চতুরতায় বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব উল্লেখিত ব্যবস্থানুযায়ী ব্যাঘ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ ও রাজা [illegible]

সর্ব্বদা মানস তব পরিপূর্ণ হবে।
বিপুল সুখেতে তুমি সুখী হয়ে রবে॥

মহারাজার শরীরের সুস্থতা আমাদিগের স্বচ্ছন্দতার প্রতি প্রধান কারণ হইয়াছে, আর আপাততঃ যে অন-শাক ব্যাপার উপস্থিত তাহাতে আমার শরীরের মাংসে রাজার প্রাণ ধারণ হইতে পারে মাত্র, অতএব মনোযোগ পুরঃসর আমার বিনাশ বিষয়ে কৃতানুবর্ত্তী হও, অন্যেরা কহিল যে তোমার মাংস ভক্ষণে কি লভ্য ও তৃপ্ততা জন্মিতে পারে।

কাক এই কথা শুনিয়া নত-শিরা হইল। শৃগাল কথা আরম্ভ করিয়া কহিল, বহু কালপর্য্যন্ত তোমার আশ্রয়ে সুখে যাপন করিয়াছি, এক্ষণে শ্রীমন্মহারাজের মঙ্গল চন্দ্রিমা বিপদ্ গ্রহণে পতিত হইয়াছে, আমি প্রার্থনা করি, যে আমার সৌভাগ্য মণ্ডলে শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া রাজা আমাকে ভক্ষণ করতঃ খাদ্য চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইবেন। অপর সকলে কহিল যে তুমি যথার্থ আশ্রিত ও প্রতিপালিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিধানানুরোধে সঙ্কল্প করিতেছ। কিন্তু তোমার মাংস তিক্ত গন্ধ ও অহিত কারী, কি জানি তদাস্বাদনে রাজার প্রতি কোন বিঘ্ন জন্মে, শৃগাল নিরুত্তর হইল নেকড়ে, অগ্রসর হইয়া কহিল।

সর্ব্বদা সহায় তবে ঈশ্বর থাকিবে।
শত্রুগণ তব হস্তে নিধন হইবে॥

আমিও আপনাকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যাশা করি, যে মহারাজা ছায়া পূর্ব্বক আমার শরীরকে দন্ত মূলে সংলগ্ন করিবেন, বক্তুরা কহিল, যে ইহা তুমি সম্পূর্ণ বন্ধুত্ব ও বিশেষ প্রণয়ের সাপেক্ষ কহিতেছ, কিন্তু তোমার মাংসে পীড়া জন্মায়, এবং হলাহল বিষের ন্যায় অপকার করে। ইহাতে নেকড়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইল, উষ্ট্র গলদেশ দীর্ঘ করিয়া কথা আরম্ভ করণাদৌ আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিল।

নিয়ত আকাশ হব নক্ষত্র চাহিছে।
জয় চিহ্ন তব পুরে শোভিত হতেছে॥

আমি মহাশয়ের প্রতিপালিত ও রক্ষিত, আমার শরীর মহারাজার ভক্ষণের উপযুক্ত হইলে, প্রাণের প্রতি কিছু মাত্র আস্থা করি না।

তোমার আশ্রয় নাহি কখন ত্যজিব।
হইলে প্রাণের কর্ম্ম প্রাণ সমর্পিব॥

সকলে এক বাক্য হইয়া কহিলেন একথা বিশেষ অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছ, আর ফলতঃ তোমার মাংস সুস্বাদু, এবং রাজ-শরীরেও হিতকারী বটে, তোমার সাহসের প্রতি ধন্যবাদ যে আপন প্রভুর জন্য প্রাণের পক্ষে মমতা করিলেনা, আর এই বিষয়ের সুখ্যাতি চির স্মরণীয় রাখিলে।

বহু ধন জন মম আছয়ে সহায়।
পড়িলে প্রাণের কার্য্য কেবা কোথা যায়॥

তদনন্তরে সকলে এক কালীন উষ্ট্রের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার শরীরকে ছিন্ন ভিন্ন করিল, আর সেই নিরুপায় উষ্ট্র নিঃশব্দে রহিল। এই উপমার তাৎপর্য্য ইহা জানিবে, যে ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা বিশেষতঃ পরস্পর ঐক্য হইলে ছলনার কোন সূত্র অপেক্ষা থাকে না, দমনক কহিল, ইহার প্রতি বোধের কি উপায় চিন্তা করিতেছ, শঞ্জীবক উত্তর দিল, যে অধুনা আমার চিন্তা সদর্থ পথ হইতে অন্তরিত হইয়াছে, যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্যান্য উপায় দৃষ্ট হয় না, যে হেতু ধন ও প্রাণ রক্ষার্থ মৃত্যু হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, আর দ্বিতীয়তঃ যদি ব্যাঘ্র হস্তে আমার মৃত্যু নিদ্ধারিত হইয়া থাকে, তবে একবার মর্য্যাদা ও দম্ভের সহিত প্রাণ ত্যাগ করাই উচিত।

খ্যাতি সহ যদি মরি ইহাই উচিত।
যে হেতু শরীর হয় মরণে নিশ্চিত॥

দমনক কহিল, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুদ্ধ সূত্রে অগ্রে তৎপর হয়েন না এবং উপস্থিত হইলেও পশ্চাতের অপেক্ষা করেন না। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর আপদে উৎসাহ করা বিজ্ঞত্বের প্রতি প্রমাণ নহে, বরঞ্চ পণ্ডিতেরা মিত্রতা ও সন্ধিস্থলে যুদ্ধ কর্ম্ম সমীপে বেষ্টিত হয়েন এবং শীলতার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

উদ্যমার অপেক্ষা ভাল বরঞ্চ চাতুরি।
অগ্নি হইতে জলদান উত্তম বিচারি॥
শীলতা করিলে সিদ্ধ যে তাৎপর্য্য হয়।
তাহাতে বিবাদ করা উপযুক্ত নয়॥

আর শত্রুকে দুর্ব্বল ও সামান্য বিবেচনা করা নহে, কারণ বল দ্বারাতেও যদি সমর্থ না হয় তথাচ চাতুরি করিতে নিরস্ত ও ক্ষান্ত থাকে না এবং প্রবঞ্চনার দ্বারা বিবাদানল এমত প্রজ্বলিত করে যে তাহার স্ফুলিঙ্গ কোন উপায় দাবিতে নির্দ্দিষ্ট হয় না, তুমি স্বয়ং ব্যাঘ্রের পরাক্রম অবগত হইয়াছ যে তাহার দাম্ভিকতা ও প্রাদুর্ভাব বর্ণনাতীত অতএব তাহার বিপক্ষতায় সম্পূর্ণ সতর্ক হইয়া বিবাদের উৎপাতে নিশ্চিন্ত থাকিবেনা, যে হেতু যে ব্যক্তি শত্রুকে সামান্য বিবেচনা করে, আর যুদ্ধ বিষয়ে চিন্তিত না হয়, সে লজ্জিত হইয়া থাকে যেমত দুর্ব্বল টিট্টিভ হইতে নদী লজ্জিত হইল।

২১ গল্প। শঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি প্রকার। দমনক কহিল, যে সিন্দু-নদী-তীরে এক প্রকার পক্ষী জন্মে তাহারদিগকে টিট্টিভ বলাযায়, তন্মধ্যে এক যুগ্ম পক্ষী ঐ নদীর জল মধ্যে অবস্থিতি করিত, যৎকালে ডিম্ব প্রসবের সময় উপস্থিতে টিট্টিভ কে কহিল ডিম্ব প্রসব হইতে এমত কোন স্থানের অনুসন্ধান আবশ্যক করে যাহাতে মনের প্রসন্নতার সহিত কালযাপন হইতে পারে। টিট্টিভ কহিল,

এ অতি প্রশস্ত ও রম্য-স্থান, আর এক্ষণে এ স্থান ত্যাগ করাও সুকঠিন, তুমি ডিম্ব নিঃক্ষেপ করহ। টিট্টিভী কহিল এ বিবেচনার মূল কারণ যদি নদীর তরঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া আমাদিগের সন্তানদিগকে নষ্ট করে তবে বিশেষ যন্ত্রণায় অনর্থক কাল-হরণ হইবেক তাহার কি উপায় করা যাইতে পারে টিট্টিভ কহিল অনুমান করি না যে নদী আমাদের পক্ষে ইতর বিশেষ না করিয়া এরূপ নিষ্ঠুরতা ব্যবহার করিবেক. আর যদিও এমত অপমান করাই চিন্তা করে যে আমাদিগের সন্তানেরা জলমগ্ন হয় তবে অবশ্যই তাহার প্রতিফল তাহার নিকট লইব।

আমার মানস যদি নিভ্র নাহি হয়।
বিড়ম্বনা ঘটাইব জানিবে নিশ্চয়॥

টিট্টিভী কহিল, আপন সীমা হইতে অতি ক্রম করা যুক্ত নহে এবং নিজ ক্ষমতা অপেক্ষা আস্ফালন করাও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য হয় না, তুমি কি সাহসে নদীর সহিত প্রতিহিংসা লইবার ভয় প্রদর্শন করাই-তেছ আর কি ক্ষমতার দ্বারা তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ।

আপন অহিতে তুমি প্রবৃত্তি ঘটাও।
দুর্ব্বল হইয়া কিসে বলি হতে চাও॥

এই চিন্তা ত্যাগ করিয়া ডিম্ব প্রসব হওনার্থে কোন উত্তম স্থান স্বীকার করহ এবং আমার উপদেশ হইতে

মস্তক হেলন করিও না, কারণ যে ব্যক্তি হিতার্থি বন্ধুর উপদেশ শ্রবণ না করে সেই কচ্ছপের ন্যায় প্রতিফল পায়, টিট্টিভ জিজ্ঞাসা করিল সে কি প্রকার।

টিট্টিভ কহিল যে কোন জলাশয়ে উত্তম পরিষ্কৃত ও সুমিষ্ট জল ছিল, দুই হংস ও এক কচ্ছপ তথায় বাস করিত- আত্যন্ত নিকটতা প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পর বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতি জন্মিয়াছিল, এবং উভয় সন্দর্শনে তৃপ্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সুখে যাপন করিতেছিল।

উত্তম সময়ে সেই বন্ধু সহ যায়।
উত্তম অবস্থা যাহা প্রকাশে ঘটায়॥

সময় কালের বিভ্রমে ও দুর্ঘটনা বশতঃ তাহাদিগের দুরবস্থা ও পরস্পর বিয়োগ মূর্ত্তি সময় মুকুরে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

প্রিয়মনে আলাপনে অতি সুখোদয়।
বিচ্ছেদ পশ্চাৎ কিন্তু তাহার আছয়॥
এ সংসারে কেহ নাহি ভুঞ্জয়ে সুখেতে।
শীমা নাহি আনা যায় দন্তের অগ্রেতে॥

ঐ জলে যাহাতে ইহাদিগের জীবন ধারণের উপজীবিকার উপায় ছিল ক্রমশঃ সমূর্ণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অপকৃষ্টতা প্রকাশ পাইল। হংসেরা তদবস্থা জ্ঞাত হইয়া সে স্থানের সম্বন্ধ পরি-

ত্যাগ করতঃ বিদেশ যাত্রার উদ্যোগকে অবধারিত করিলেন।

তাহারি বিদেশ যাত্রা উপযুক্ত হয়।
সদত বিরক্ত যেই নিজস্থানে রয়॥
প্রবাসে বিশেষ কষ্ট যদিও ঘটায়।
তথাপি ঘরের কষ্ট অসহ্য তাহায়॥

পরে দুঃখিতান্তঃকরণে সজল নয়নে কচ্ছপের নিকট আসিয়া বিদায় হওনের কথা প্রস্তাব করিয়া কহিলেন।

বিচ্ছেদ ঘটালে বিধি তোমার সহিত।
কহিতে পারি না কিবা তার মনোনীত॥

কচ্ছপ তচ্ছ্রবণে বিরহ সন্তাপে সুদগ্ধ হইয়া অত্যন্ত বেদনা যুক্ত চীৎকার করিল, আহা এ কি কথা, তোমাদিগের অদর্শনে কি প্রকারে আমার জীবন ধারণ হইবেক, আর প্রণয়ের বন্ধু ব্যতিরেকে কিমতে সুখি হইতে পারিব।

তোমার বিহনে মম অসার জীবন।
তুমি না থাকিলে বৃথা জীবন ধারণ॥
পরমায়ু তোমা ভিন্ন জীবিত থাকয়।
জীবনের নাম মাত্র মরণ নিশ্চয়॥

আর যে স্থলে তোমাদিগকে বিদায় করিতে সমর্থ নহি, সে স্থলে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কিপ্রকারে সহ্য করিতে পারিব।

এখন নিকটে বন্ধু উপস্থিত আছে।
বিচ্ছেদ হইবে বলি হৃদয় কাঁপিছে ॥

হংসেরা উত্তর দিল যে আমাদিগেরও তোমার বিচ্ছেদ কালে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে এবং বিরহ উত্তাপে বিক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু জল কষ্টে অচিরাৎ আমাদিগের প্রাণ নাশ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং নিরুপায়ে স্থান ও বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ গমনে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা স্বীকার করিতেছি।

নিরুপায় বিনা বন্ধু ত্যজ্য নাহি হয়।
স্বর্গ ত্যাগ কেবা করে আপন ইচ্ছায় ॥

কচ্ছপ কহিল হে বন্ধু ইহা বিশেষ জ্ঞাত আছহ, যে জল কষ্টতা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ হানি জনক এবং জল ভিন্ন আমার উপজীবিকার সম্ভাবনা নাই, এক্ষণে পুরাতন প্রণয়ানুরোধে আমাকে বিচ্ছেদাগারে একাকী পরিত্যাগ না করিয়া আপনাদিগের সমভিব্যাহারি করহ।

তুমি মম প্রাণ তুল্য অন্তর হইবে।
প্রাণ গেলে দেহ তবে কেমনে থাকিবে ॥

হংসেরা কহিল হে প্রাণের বন্ধু, তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আমাদিগের স্থান ত্যাগ করণের দুঃখাপেক্ষা অধিক এবং বিশেষ ক্লেশের প্রতি কারণ হইয়াছে, অপিচ কোন স্থানে যদিও পরম সুখে কালযাপন করি

তথাচ তোমার অদর্শনে মনের তৃপ্তি কদাপিও জন্মিবেক না এবং তোমার সহবাসে আমাদিগের ও বিশেষ মনস্থ আছে, কিন্তু ভূমিপথে আমারদিগের গমনাগমন করা সুকঠিন এবং তুমিও আমাদের সহিত শূন্য পথগামি হইতে পারিবে না, এমতে অস্মদাদির সমভিব্যাহারি হওয়া কিপ্রকারে ঘটনা হইতে পারে। কচ্ছপ কহিল ইহার সদুপায় তোমারাই করিতে পারিবে এবং তোমাদিগ হইতেই ইহার সুমন্ত্রণ লাভ হইবেক, আমি বন্ধু বিচ্ছেদে তাপিত ও মন পীড়ায় ব্যথিতান্তঃকরণে কি যুক্তি করিতে পারিব

নিবিষ্ট করিবে মন সকল কর্ম্মেতে।
সুমন্ত্রণা নাহি আসে অস্থির চিত্তেতে॥

হংসেরা কহিল, হে বন্ধু একাল মধ্যে তোমার সারল্যতা ও বুদ্ধির সামান্যত উপলব্ধি করা হইয়াছে কি জানি কেহ কথা তোমাকে কহিলে তুমি তদনুযায়ি কর্ম্মানুবর্ত্তি না হইও, কিম্বা যে প্রতিজ্ঞা করিবে সেই মতাচরণ না কর, কচ্ছপ কহিল ইহা কিপ্রকারে হইতে পারে, যে আমার হিতার্থে তোমরা উপদেশ প্রদান করিলে আমি কি তদ্বৈপরীত্যে চিন্তা করিব না আমার মঙ্গল হেতু যে সদুপায় স্থির করিবে তাহা প্রতিপালন করিব না?

কদাপিও না করিব প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন।
তব আজ্ঞা কভু নাহি করিব হেলন॥

হংসেরা কহিল প্রতিজ্ঞা এই যে যৎকালে তোমাকে বহন করিয়া শূন্যপথে গমন করিব, তুমি কোন বাক নিষ্পত্তি করিবে না, কারণ আমাদিগের প্রতি যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টিপাত হইবেক, নানা কৌশল ও ভঙ্গির দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য যে যাবদীয় কাল শ্রবণ ও যে কিছু অপরূপ সন্দর্শন করিবে তাহার কোন বিবেচি উত্তর দিবেনা এবং কোন হিতাহিত পক্ষে অনুবাদ করিবে না, কচ্ছপ কহিল আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী, অবশ্যই নিঃশব্দে থাকিব, কোন জিজ্ঞাসার উত্তর দায়ক হইব না।

কহিলাম এক বিজ্ঞ ওহে মহাশয়।
উচিত কহিতে কিবা সকল সময়॥
কহিব যথার্থ যদি জিজ্ঞাসা করিলে।
উচিত ইহাই মাত্র নিরব থাকিলে॥

পশ্চাৎ একখান কাষ্ঠ আনয়ন করিল, আর কচ্ছপ ঐ কাষ্ঠের মধ্যে দন্তের দ্বারা দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিল, হংসেরা ঐ কাষ্ঠের দুই পার্শ্ব গ্রহণ করতঃ শূন্য পথারোহী হইয়া ক্রমশঃ এক গ্রামের উপরিস্থ ভাগে উপস্থিতঃ হইলে, গ্রামস্থ লোকেরা তদবস্থা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চতুষ্পার্শ্ব হইতে উচ্চধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল, যে হে হংসেরা কচ্ছপকে কি রূপে বহন করিতেছ, যে হেতু একাল পর্য্যন্ত এতদ্রূপ ব্যবহার কদাপিও দৃষ্টি গোচর হয় নাই, তাহাতে তদ্বিষয়ের

আন্দোলন পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল, কচ্ছপ কিয়ৎকাল নিরব হইয়াছিল, কিন্তু পরিণামে ঔদাশ্য অন্তঃকরণে কহিতে লাগিল। তাহাতে মুখ ব্যাদন মাত্রেই কাষ্ঠ ধারণের শৈথিল্য প্রযুক্ত উচ্চ হইতে ভূমি শায়ি হইল। হংসেরা শব্দ করিল যে বন্ধুর প্রতি উপদেশ প্রদান করিতে হয়, তাহার শুভাদৃষ্ট হইলেই তাহা গ্রাহ্য করে।

হিত উপদেশ দেয় শুভাকাঙ্ক্ষী জনে।
শুভাদৃষ্ট হয় যার সেই তাহা শুনে॥
যদিও হিতৈষী আমি দেয় উপদেশ।
দুরদৃষ্ট বশে তব না হলো প্রবেশ॥

এই উপমার তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি বন্ধুর হিত বাক্যে মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ না করে সে আপনার মৃত্যুর প্রতি আপনিই চেষ্টা করে।

বন্ধু বাক্য যেই জন না করে শ্রবণ।
লজ্জার অঙ্গুলি সদা করয়ে চর্ব্বণ॥

টিট্টিভ কহিল তুমি যে উপমা দর্শাইলে তন্মর্ম্ম জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু তুমি ত্রাস না করিয়া কোন স্থান অবধারণ করহ, যে হেতু ত্রাসিত ও ক্ষুব্ধ ব্যক্তির মানস কদাপিও পূর্ণ হয় না, আর বিশেষ কথা এই যে নদী আমাদিগের মুখাপেক্ষায় অবশ্যই স্বীয় ন্যার্য্য কর্ম্ম মধ্যে জ্ঞান করিবেক, পরে টিট্টিভী ডিম্ব প্রসব করিল, এবং যথাকালে শাবকেরা ডিম্বাচ্ছাদন বিদীর্ণ করিয়া বহিষ্কৃত

ইল, তৎকালে নদীর তরঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগকে সংহার মূর্ত্তি দেখাইল, টিট্টিভী তদ্দৃষ্টে দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলে, রে মূঢ় আমি জানিয়াছিলাম যে জলের সহিত ...ি করা যায় না, এক্ষণে শাবক-গুলিনকে উচ্ছিন্না ...য় তুমিই আমার প্রাণে অগ্নি নিঃক্ষেপ করিলে, অধুনা এমত কোন মন্ত্রণা করহ, যাহা তাপিত প্রাণের ...মি স্বরূপ হইতে পারে, টিট্টিভ কহিল তুমি বিদে-...র সহিত কথা কহিবে যে হেতু আমার প্রতিজ্ঞা ...ত আছহ, আপন অঙ্গীকারের দাপক্ষে হিংসার প্রতি হিংসা নদীর স্থানে অবশ্য লইব, তৎক্ষণাৎ অন্য পক্ষীদিগের নিকট গমন করতঃ যাহারা তন্মধ্যে প্রধানস্থ রূপে ব্যাপক খ্যাতাপন্ন ছিলেন তাহাদিগকে একত্র করিয়া আত্ম বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া এই আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিল।

মনের দুঃখের শেষ নাহিক আমার।
অধুনা সময় এই কর উপকার॥

যদি সকল বন্ধুগণ একান্তঃকরণ ও সহায় হইয়া ইহার বিচার নদীর স্থানে গ্রহণ না করেন তবে ক্রমশঃ তাহার স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়া অপর সকল পক্ষী শাবক গণের প্রতিও এই মত হিংসা করিবেক, আর যেস্থলে এমত প্রবৃত্তি অবধারিত হইল তবে সুতরাং সন্তান দিগের গমন্ধ, বা, স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়।

তাহার হুনোতে কষ্ট করহ গ্রহণ।
নতুবা মৃত্যার পাশে করহ শয়ন ॥

পক্ষিরা এই ঘটনায় মলিন হইয়া বাহিরে আস্ফালন করিয়া পক্ষীরাজ সীমোড়গের নিকট গমন করতঃ উপস্থিত বিপদের অবস্থা বিস্তার করিয়া কহিলেন, যদি আপনি আপন প্রাণে দুঃখভাগী হয়েন তবে ইহাদিগের রাজা থাকিতে পারিবেন নচেৎ উৎপাৎ গ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি সম্বন্ধে অনবস্থা কিম্বা অধীন জনের কষ্টের প্রতি তাচ্ছল্য করিলে ইহাদিগের হইতে তোমার প্রধানত্ব লোপ হইয়া অন্যের প্রতি অর্পিত হইবেক।

দুর্ব্বলের দুঃখে নাহি অনাস্থা করিবে।
প্রবল কালের ভয় মনেতে রাখিবে ॥

সীমোড়গ তাহাদিগের মানস সফল করণার্থে আপন দলবল সহ সুসজ্জীভূত হইয়া তদ্ঘটনার প্রতিরোধে মনোযোগী হইলেন এবং অপর পক্ষিরা তাহার সহায়তা ও প্রাধান্যে সাহসী হইয়া রাজধানী হইতে সিন্ধু নদী তীরে যাত্রা করিলেন, যৎকালে সীমোড়গ অসঙ্খ্য সৈন্য সহ নদী তীরে উত্তীর্ণ হইল তখন,

বলবান্ পরাক্রমী যোদ্ধা সৈন্য গণ।
বীর্য্যবন্ত ভয়ঙ্কর রণে বিচক্ষণ ॥
যুদ্ধ সজ্জা পক্ষ মাত্র আচ্ছাদন পায়।
নখ আর চঞ্চু অস্ত্র করিয়া সহায় ॥

তৎকালে স্রোত বাহক বায়ু এ সংবাদ নদীকে জ্ঞাত

করায় নদী পক্ষী সৈন্য সহিত সমকক্ষতা করণের ক্ষমতা আপনার প্রতি বিবেচনা না করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা পুরঃসর, টিট্টিভ শাবক গণকে পুনঃ প্রদান করিলেন, এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও কোন শত্রুকে সামান্য বিবেচনা করিবেক না, কারণ বুদ্ধির অনুবলে এমত উৎকট ব্যাপার উপস্থিত করে যাহাতে বিশেষ চেষ্টা করিলেও সদুপায় করা যায় না এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যদিও বস্তু হইতে স্বল্প দৃষ্ট হয় কিন্তু তদসম্মিলিত হইলেই সম্যক্ বস্তুকে দগ্ধ করে। আর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন যে সহস্র ব্যক্তির সাপক্ষতা এক ব্যক্তির বিপক্ষতার তুল্য নহে।

প্রণয়ের পক্ষে শত অল্প তুল্য ধরি।
বিপক্ষ বিষয়ে এক অনেক বিচারি॥

শঞ্জীবক কহিল, আমি অগ্রে যুদ্ধ করিব না যে হেতু দুর্নাম গ্রস্ত এবং অপবাদিত হইতে না হয়। কিন্তু ব্যাঘ্র আমার প্রতি চেষ্টা করিলে সুতরাং আপন জীবন ও শরীর রক্ষা হেতু উপায় করা কর্ত্তব্য হইবেক। দমনক কহিল, যৎকালে ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিবে তাহাকে লাঙ্গুলাস্ফালন করিবে এবং তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে দেখিবে, তৎকালে অনুমান করিবে যে তোমার হিংসার চেষ্টা করিতেছে। শঞ্জীবক কহিল, যদি এমত অবস্থার কোন সূত্র দৃষ্ট হয় তবে অবশ্যই ব্যাঘ্রের বিপক্ষতার অবস্থা জানিতে

পারা যাইবেক, দমনক হৃষ্ট চিত্ত হইয়া করকটের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

পর কষ্টে আহ্লাদিত যেই জন হয়।
তাহা হইতে উপকার না হয় নিশ্চয়॥

করকট কহিল কিপর্য্যন্ত কর্ম্মের সমাধা হইল, দমনক উত্তর দিল।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ হইয়াছে এবং এমত উৎকট কর্ম্ম সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, দমনক ইহা কহিতেছিল, আর সংসার প্রতিফলের পদ্য হইতে এই কবিতার অর্থ জ্ঞানি ব্যক্তির কর্ণে শ্রবণ করাইতেছিল।

উদ্ধার করিল সবে নিজ অভিপ্রায়।
কালের দর্শনে যদি অব্যাহতি পায়॥

তৎপরে উভয়ে ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিল, দৈবাৎ (গরু) অর্থাৎ শঞ্জীবক ও তৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হইল, তাহার প্রতি ব্যাঘ্রের দৃষ্টিপাত হইবা মাত্রেই দমনকের ধূর্ত্ততা সফল হইয়া ভয়ানক গর্জ্জন ও মৃত্তিকোপরি লাঙ্গুলাস্ফালন করিতে আরম্ভ করিল এবং অত্যন্ত ক্রোধাসক্ত দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল, শঞ্জীবক মনে স্থির করিল যে ব্যাঘ্র আমার প্রতি হিংসার চেষ্টা করিতেছে, আপনাকে আপনিই কহিল, যে রাজাদিগের উপাসনা ভ্রম ও আশঙ্কার সহিত মিলিত, যদ্রূপ সর্প ও ব্যাঘ্র সহ এক আচ্ছাদনে বাস করা, যদিও সর্প

নিদ্রিত আর ব্যাঘ্র গোপন থাকে কিন্তু পরিণামে উভয়েই মস্তকোত্তলন ও মুখ ব্যাদন করে।

রাজার করিতে সেবা মনে ভয় হয়।
শিলার সহিত যথা ঘটের প্রণয়॥

ইহাই চিন্তা করিতেছিল, আর যুদ্ধের উদ্যোগী হইতেছিল, উভয় পক্ষেতে নির্লজ্জ, দমনক যে প্রকার রূপ সকল চিহ্ন করাইয়াছিল পরস্পর দৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং চীৎকারধ্বনি সকল গগণ মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

উভয় চীৎকারে যত বন্য জন্তু ছিল।
ব্যস্ত হয়ে প্রাণ লয়ে সবে পলাইল॥
গহ্বর ভিতরে গিয়া কেহ বা লুকায়।
তৃণকূট মধ্যে কেহ লইল আশ্রয়॥

করকট তদবস্থা দৃষ্টি করিয়া দমনকের প্রতি সম্মুখ হইয়া কহিতে লাগিল।

বিবিধ চাতুরি তুমি প্রকাশ করিলে।
কর্ম্মের ভিতর হতে অন্তর হইলে॥
শতবর্ষ বরিষণ যদি নিত্য হয়।
তোমার নিক্ষিপ্ত ধূলি নাহি পায় লয়॥

রে মূর্খ, আপন কর্ম্মের পরিণামের ব্যবহার কিছু দৃষ্টি করিয়াছ কি না, দমনক কহিল পরিণামের ব্যবহার কি প্রকার, করকট কহিল যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ ইহাতে সাত প্রকার বিঘ্ন উপলব্ধি হইতেছে, প্রথমতঃ

অনর্থক আপন প্রভুকে পরিশ্রান্ত করিয়া তাহার শরীরে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিলে, দ্বিতীয় আপন ভর্ত্তাকে প্রতিশ্রুত উলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করাইয়া দুর্নাম গ্রস্ত করাইলে। তৃতীয় অকারণ গরুর মৃত্যু চিন্তা করিয়া তাহাকে মৃত্যু স্রোতে নিক্ষেপ করিলে। চতুর্থ এক নিরপরাধি বধের পাতক আপনার প্রতি লইলে। পঞ্চম কতক-গুলিন ব্যক্তিকে রাজার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করাইলে, ইহাতে সম্ভাবনা যে তাহারা তদাশঙ্কায় আপন গৃহাদি পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরের উদ্যোগে নানা কষ্টে পতিত হইবে। ষষ্ঠ চতুষ্পাদ সৈন্যা-ধ্যক্ষকে উচ্ছিন্ন করিলে যাহাতে অতঃপর তদ্দলের বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। সপ্তম, আপন অধীনত্ব ও দৈন্যতা প্রকাশ করিলে এবং যদাকাঙ্ক্ষায় আমি কৌশল ও সন্ধির দ্বারা একর্ম্ম সমাধা করিতাম তাহাও শেষ করিলে না, আর সর্ব্বজন মধ্যে সেই ব্যক্তিকেই নষ্ট বলে, যে নিদ্রিত বিবাদকে জাগ্রত করে এবং যে কর্ম্ম নম্রতা ও বিনয়ের দ্বারা সমাধাকে পায় তাহা বিরোধ সূত্রে প্রবিষ্ট করাইতে সচেষ্টিত হয়। দমনক কহিল বুঝি আপনি না শুনিয়া থাকিবা যাহা বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

বুদ্ধিতে নাহিক হয় যে কর্ম্ম উদ্ধার।
উন্মত্ত হইলে তাহা হয় পরিষ্কার॥

করকট কহিল যে তুমি বুদ্ধির সহিত বর্ত্তমান কর্ম্মের

কি নির্ব্বাহ এবং সুমন্ত্রণা রূপ ভাস্করের সহায়তায় কি সূত্রপাত করিয়াছ, যে হেতু সমাধা না হইতেই উৎকট ব্যাপারের সাপক্ষ করিলে এবং তুমি জাননা যে বল বিক্রমাপেক্ষা সুমন্ত্রণা ও সদ্যুক্তি পরিণামে শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়।

বিজ্ঞজনে বাক্য ছলে যে কর্ম উদ্ধারে।
শত যোদ্ধা ব্যক্তি তাহা উদ্ধারিতে নারে॥

আর তোমার আত্ম বুদ্ধি প্রতি গর্ব্ব করা এবং এই কাল্পনিক অনিত্য সংসারের গৌরবে উন্মত্ত থাকা আমি পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তোমা প্রতি তৎপ্রকাশে বিবেচনা করিতাম, কেননা বুঝি তুমি সুশাসিত হইয়া বৃথা অহংকারে ও অলস নিদ্রা আর মূর্খতার মত্ততা হইতে সচেতন হও যেহেতু অধুনা সীমা অতিক্রম করিলে এবং অনুক্ষণ ভ্রমারণ্যে বিপথগামী হইতেছ অতএব এক্ষণেও সময় আছে যে তোমার সম্পূর্ণ মূর্খতা ও দুরূহ সাহসের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি, যাহা সামান্যত তোমার কুপ্রবৃত্তি ও অহিতাচরণের কিঞ্চিৎ মাত্র হইতে পারে।

যে পর্য্যন্ত নাহি জান কি কর্ম করেছ।
চাতুরির ছলে কত দোষ ধরিয়াছ॥
সে পর্য্যন্ত কোন স্থানে গণ্য না হইবে।
সকলে পাইলে সুখ তুমি না পাইবে॥

দমনক কহিল, হে ভ্রাত অনুমান করি না যে জন্মা-

বক্তির এ পর্য্যন্ত কোন অকথ্য কথন বা আলস্য কর্ম্ম আমা কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইয়াছে, আর যদি অস্মৎ সম্বন্ধে কোন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য, করকট কহিল তোমার অনেক নিন্দা আছে, আদৌ তুমি আপনাকে নির্দোষী বিবেচনা করিয়া থাকহ। দ্বিতীয় তোমার করণাপেক্ষা কথনাধিক, আর কহিয়াছেন যে রাজার সম্বন্ধে তদপেক্ষা কোন দোষ নাই, যদি ব্যবহার হইতে কথা অধিক হয়, অপর সংসারি ব্যক্তিরা কথা ও ব্যবহারের প্রতি চারি প্রকার ব্যাখ্যা করেন, প্রথম কহেন পরে করেন না, ইহা দ্বেষি ও কৃপন ব্যক্তির স্বভাবের প্রতি বর্ত্তে। দ্বিতীয় কহেন না, আর করেন, ইহা সজ্জন ও সাহসীগণের নিয়ম। তৃতীয় কহেন আর করেন ইহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রীতি। চতুর্থ কহেন না আর করেন না, ইহা সামান্য সাহসী আর ঘৃণিত ব্যক্তির ব্যবহার, তুমি তৎশ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইতেছ যাহারা কহিয়া আপন প্রতিজ্ঞাকে ব্যবহারালঙ্কারে শোভিত করেন না, বিশেষ আমি সর্ব্বদা তোমার কর্ম্মাপেক্ষা কথা অধিক বিবেচনা করিয়াছি, ক্ষণে ব্যাঘ্র তোমার কথায় মোহিত হইয়া এমত উৎকট ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ঈশ্বর না করেন তাহার প্রতি কোন বিপদ হইতে বিশেষ বিভ্রাট ঘটে। এ রাজ্য উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের ব্যস্ততা সীমার অতিক্রম করিবেক, এবং সমুদয় ধন দ্রব্যাদি বিনষ্ট

ও অপহৃত হইয়া তৎসম্যক্ পাতক তোমার প্রতি বর্ত্তিবেক।

কুবৃত্তি কুচিন্তা সদা যেই জন করে।
মঙ্গলাস্য নাহি কভু নয়নেতে হেরে॥
যে জন অনিষ্ট বীজ করয়ে রোপণ।
শুভফল কদাচিত না করে চয়ন॥

দমনক কহিল, আমি নিয়ত রাজার সদুপদেশক মন্ত্রী আছি তাহার অবস্থা উদ্যানে উপদেশাঙ্কুর ভিন্ন রোপণ করি নাই। করকট কহিল যে বৃক্ষে উপস্থিত ব্যবহার ফল স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহা সমূলোৎপাটিত হওয়াই উচিত এবং যদুপদেশে এমত সারস্থ প্রদান অকথ্য ও অগ্রাহ্য হওয়াই কর্ত্তব্য, বিশেষ তোমার বাক্যে হিত প্রত্যাশা কি প্রকারে করা হইতে পারে, যেহেতু তদ্রূপ আচরণ নাই, আর ব্যবহার বর্জ্জিত বিদ্যা মধু হীন শীমুলের ন্যায় কিছুমাত্র আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং কার্য্য বিহীন কথা শুষ্ক কাষ্ঠ তুল্য শুদ্ধ দগ্ধ করিতে প্রয়োজন হয়।

যে বিদ্যায় ব্যবহার হয় বিবর্জ্জিত।
যথা মাত্র দেহ আছে জীবন রহিত॥
বিদ্যা হয় বৃক্ষ তার ফল আচরণ।
ফলের নিমিত্ত বৃক্ষ এই নিরূপণ॥
ফল হীন বৃক্ষ সদা অগ্রাহ্য সে হয়।
পাচকের অগ্নি কার্য্যে সাহায্য করয়॥

আর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা প্রকটিত করিয়াছেন যে ছয় বস্তু হইতে উপকার হয় না। প্রথম আচারণ হীন বাক্য। দ্বিতীয় বুদ্ধি হীন ধন। তৃতীয় পরীক্ষা বিহীন বন্ধুত্ব। চতুর্থ ব্যবহার বিহীন বিদ্যা। পঞ্চম সংকল্প হীন উৎসর্গ। ষষ্ঠ সুখ হীন জীবন, আর রাজা যদিও স্বভাবত বিচারক্ষম ও দয়াবান হয়েন, কিন্তু কুস্বভাব মন্ত্রী তাহার পুণ্যোপার্জ্জন এবং প্রজা প্রতিপালন ক্ষমতা বিনষ্ট করে, আর তাহার আপদাশঙ্কায় দায়-গ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপোক্তি রাজা পর্য্যন্ত গোচর হয় না, যথা পরিষ্কার জলে কুম্ভিরের অবয়ব দৃষ্ট হইলে অত্যন্ত পিপাসিত ব্যক্তিরাও তন্মধ্যে হস্ত পদাদি নিক্ষেপ করিতে সাহস করে না।

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এসেছি জলেতে।
পানে শক্তি নাহি কিন্তু কি ফল তাহাতে॥

দমনক কহিল যে পশু রাজের আনুগত্য ব্যতীত আমার এমত ব্যবহারের অপর তাৎপর্য্য ছিল না, করকট কহিল যে কর্ম্মক্ষম ভৃত্য আর বিচক্ষণ সহবাসি রাজাদিগের শোভা ও আভরণের স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু তুমি প্রার্থনা করহ যে অন্যেরা ব্যাঘ্রের নিকট হইতে দূরীকৃত হয়, আর তুমিই মাত্র বিশ্বস্ত পাত্র ও প্রতিপন্ন হইয়া থাকহ এবং তাহার সাহিত্য তোমার প্রতি নির্ভর হয়, ইহাই সম্পূর্ণ মূর্খতা ও বিশেষ অনভিজ্ঞতার চিহ্ন, যেহেতু রাজারা কোন জন্তু ও ব্যক্তির প্রতি

আবদ্ধ হয়েন না, আর রাজকীয় ব্যাপার রূপ ও লাবন্যের গৌরবের তুল্য যেমত কোন সুন্দরী রমণীর প্রতি বহু প্রেমিক জনাসক্ত হইলে তাহার সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ রাজার অধিক সেবকগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে বিশেষ মর্য্যাদা ও মনুষ্যের খ্যাতি শর্য্যন্তা জন্মে, আর তুমি যে ব্যর্থ প্রত্যাশা করিয়াছ ইহাতে সম্পূর্ণ ব্যাঘাতের প্রতি সুন্দর প্রমাণ দীপ্তিমান রহিয়াছে, যথা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মূর্খতার চিহ্ন পঞ্চ প্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম অন্যের অপকার করিয়া আত্ম উপকার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় তপস্যা ব্যতীত পরকালে ফলান্বেষণ। তৃতীয় ক্রূরতা ও কর্কশ্যতার দ্বারা স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা। চতুর্থ শারিরীক সুখ ও অলসের সহিত বিদ্যোপার্জন। পঞ্চম, উপকার ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা আর বিশ্বস্ততা ব্যতীত মনুষ্যের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা, অতএব আমি তোমা প্রতি অধিক স্নেহ প্রযুক্ত এ সকল কথা কহিলাম, তোমার দূরদৃষ্টের চিহ্ন যে হিংসা দ্বেষাদি তাহা আমার হিত বাক্যে ধ্বংস হইবার নহে।

কাহার অদৃষ্টে যদি মালীন্য জন্মায়।
সে মলা ধুইলে জলে কভু নাহি যায়॥

তোমার সহিত আমার তদ্রূপ উপমা, যেমত এক ব্যক্তি সেই পক্ষীকে অনর্থক কষ্ট লইতে এবং নাস্তিক জনের প্রতি বাক্য ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া-

ছিল সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরিণামে প্রতিফল প্রাপ্ত হইল, দমনক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কিপ্রকার।

১ গল্প। করকট কহিল যে কতক গুলিন বানর এক পর্ব্বতে বাস করিত এবং তাহার ফলমূলাদি দ্বারা কালযাপন করিতেছিল দৈবাৎ এক ঘোর তরান্ধকার রাত্রে অত্যন্ত সীতের আক্রমণ হইয়া শিশিরের প্রাদুর্ভাবে তাহাদিগের শরীরে শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল।

সীতের কষ্টেতে সবে করিছে মনন।
আকাশেতে হয় জাল দৃঢ় আচ্ছাদন॥
উদ্যানেতে পক্ষীগণ আকিঞ্চন করে।
সুখেতে তাপিত হয় অগ্নির উপরে॥

বানরেরা শীতে পীড়িত হইয়া আশ্রয়ানুসন্ধানে চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করিতেছিল, হঠাৎ এক পথের পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান আলোকময় দৃষ্ট করিয়া অগ্নি অনুমানে কাষ্ঠাহরণ করতঃ তাহার চতুঃপার্শে ফুৎকার করিতে আরম্ভ করায় তৎসম্মুখাবর্ত্তি বৃক্ষোপরি এক পক্ষী এই শব্দ করিতে লাগিল যে উহা অগ্নি নহে কিন্তু তাহারা তৎপ্রতি অমনোযোগ প্রযুক্ত সেই তাৎপর্য্য হীন র্কম্ম হইতে নিবর্ত্ত হইল না, দৈবাধীন ইত্তমধ্যে অন্য এক পক্ষী তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ পক্ষীকে কহিল যে কেন অনর্থক কষ্ট লইতেছেন, যেহেতু উহারা তোমার কথায় নিষেধিত হইতেছে না, আর তুমি

প্রথম সূত্রেতে যার দূর দৃষ্ট হয়।
চেষ্টায় নাহিক হয় তাহার উপায়॥

এমত ব্যক্তিদিগের শিক্ষা ও কল্যাণার্থ চেষ্টা করা তদ্রূপ, যদ্রূপ প্রস্তরোপরি অসি পরীক্ষা এবং হলাহল বিষে ঔষধি ধর্ম্ম প্রত্যাশা করা।

প্রথম অঙ্কুর যার দোষাচ্ছন্ন হয়।
তাহার নিকটে নাহি হিতের আশয়॥
বিশেষ রূপেতে যদি চেষ্টা করা যায়।
কাল কাক শ্বেত বর্ণ কদাপি না হয়॥

পক্ষী আপন কথা ব্যর্থ দেখিয়া সম্পূর্ণ দয়া বশতঃ তাহাদিগের এই অনর্থক পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ এবং আপন উপদেশ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করণাভিপ্রায়ে বৃক্ষ হইতে নিম্নে আইল, বানরেরা তাহারদের চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া মস্তকোৎপাটন করিল, অস্মৎ অবস্থাও তোমার সহিত সেই প্রকার, আমি বৃথা কাল হরণ এবং অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছি ইহাতে তোমার কোন ফল দর্শিবেক না, অথচ আমার ক্ষতি সম্ভব।

শ্রোতা যদি উপদেশ শ্রবণ না করে।
অনর্থক তার কেন দিতে চাও তারে॥
শুভ কর্ম্ম অশ্বারোহি কহিল হইতে।
অনায়াসে নিজ স্থানে পারিবে যাইতে॥
না শুনিয়া নিজ পথে করিল গমন।
অচল হইল শেষে মূর্খতা কারণ॥

দমনক কহিল হে ভ্রাত, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ প্রদানে বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কু প্রবৃত্তি হইতে সতত নিবর্ত্ত হইয়াছেন, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা হিত বাক্য বিতরণ করিবেন তাহা কেহ শ্রবণ করুণ বা না করুণ।

হিত উপদেশ দিতে না হবে কাতর।
যদিও শ্রোতারা তাহা করে অনাদর॥
জলদ পর্ব্বতে বারি দেয় অকাতরে।
যদিও প্রবেশ নাহি করয়ে প্রস্তরে॥

করকট কহিল আমি উপদেশ দ্বারা তোমার প্রতি-কুল করি নাই, কিন্তু ইহাতেই ত্রাস করি যে তুমি আপন কর্ম্মকাণ্ড সকল চাতুরি ও কপটতার প্রতি নি-ক্ষেপ করিয়াছ এবং আত্ম বুদ্ধি ও আত্ম শ্লাঘাতে উন্মত্ত হইয়াছ, ইহার পরে কোন সময়েতে লজ্জিত হইলেও ফল দায়ক হইবেক না এবং বিশেষ ব্যাকু-লতা ও সাপরাধিত্ব প্রকাশ করিলেও ইষ্টসিদ্ধ হইবার নহে, আর যে ধর্ম্মের সূত্র খলতা ও শঠতার সহিত স্থাপিত হইয়াছে পরিণামে তাহা বিশেষ দুর্ভাগ্যের সহ সমাধা পাইবেক, যেমত সেই বুদ্ধিমান অংশীর প্রতিকূলে ঘটনা হইয়া আপন কপট জালে আপনি বদ্ধ হইয়াছিল, আর নির্ব্বোধ অংশী যথার্থ ধর্ম্ম প্রসাদাৎ মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিল, দমনক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি প্রকার।

২ গল্প। করকট কহিল, যে দুই জন অংশী ছিলেন এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান, আর এক জন নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান আপন নিপুণতা ও কৌশলের দ্বারা নানা প্রকার মন্ত্রণা রচনা করিত তাহাকে (তেজহোস) অর্থাৎ সুবুদ্ধি, কহিত, দ্বিতীয় অত্যন্ত মূর্খতা বশতঃ ক্ষতি বৃদ্ধির পরিবেদনা করিতে জানিত না তাহাকে (খোররেমদেল) অর্থাৎ উদার চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করিত, ইহাদিগের বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া উভয়ে এক যোগে বিদেশ যাত্রা করিতেছিল, দৈবাধীন পথিমধ্যে পতিত এক পটিকম্বু কতকগুলিন অর্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহা অনায়াস লভ্য বিবেচনায় বাণিজ্যার্থ গমন রহিত করিয়া বুদ্ধিমান অংশী কহিল হে ভ্রাত, এই পৃথিবীতে উপার্জ্জন অনেক প্রকার আছে, অধুনা এই ধনে তৃপ্ত হইয়া আপন কুটীর পার্শে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করা যুক্তি সিদ্ধ হয়।

অর্থ উপার্জ্জনে কত ভ্রমণ করিবে।
যত ধন বৃদ্ধি হবে উদ্যোগ বাড়িবে ॥
পরিপূর্ণ নহে কভু লোভির আশয়।
শুক্তি সহ্য করে তাই মুক্তা পূর্ণ হয় ॥

পশ্চাৎ প্রত্যাগমন করিয়া নগরে প্রবেশ করতঃ এক বাটীতে অবস্থিতি করিলেন, নির্ব্বোধ অংশী কহিল, হে ভ্রাত আইস, আমরা এই ধনকে বণ্টন করিয়া লই, আর সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়া পরস্পর আপন অংশ

ইচ্ছানুযায়ি ব্যয় করি, বুদ্ধিমান অংশী উত্তর দেন যে সংপ্রতি বিভাগ করা পরামর্শ নহে, তন্মর্ম্ম এই যে উপস্থিত ব্যয়ানুযায়ি প্রয়োজনীয় অর্থ ইহা হইতে লইয়া বক্রী কোন স্থানে স্থাপিত করি, পুনরায় সময়ে আবশ্যক মতে গৃহণ করতঃ অবশিষ্ট রীত্যনুসারে রক্ষা করিব, ইহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, নির্ব্বোধ এই মন্ত্রে মোহিত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি পূর্ব্বক পূর্ব্ব উল্লেখিত মতে তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গৃহণ করিয়া বক্রী এক বৃক্ষের মূলে রক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করতঃ স্বস্ব স্থানে স্থায়ি হইলেন।

দ্বিতীয় দিবসে যবে চতুর আকাশ।
চাতুরির তন্ত্র মন্ত্র করিলা প্রকাশ॥

বুদ্ধিমান অংশী বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইয়া ঐ অর্থ গুলিনকে বহিষ্কৃত করিয়া লইল, নির্ব্বোধ অংশী এৎ সমাচার অজ্ঞাত যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছিল ব্যয় করিতে নিযুক্ত হইল, ক্রমে সমাপ্ত হইলে বুদ্ধিমানের নিকট আসিয়া কহিল, আমার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সঞ্চিৎ ধন হইতে কিঞ্চিৎ ধন আমাকে অংশ করিয়া দাও, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সহিত একত্রে সেই বৃক্ষের নিম্নে আসিয়া বহুতর অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু ধন পাইলেন না, তেজহোস খোরবের দেলের প্রতি আপত্তি উপস্থিত করিল, যে এ অর্থ তুমি লইয়াছ, কারণ অন্যে এ সংবাদ জ্ঞাত ছিল না,

যদি নিরুপায় ব্যক্তি ও শপথপূর্ব্বক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে ছিল, কিন্তু ফল-প্রদ না হইয়া পরিণামে তাহাদের বিবাদ (-কাজী) অর্থাৎ বিচার পতি পর্য্যন্ত গোচর হইল এবং বুদ্ধিমান অংশী ঐ নির্ব্বো-ধকে বিচার-পতির নিকট আনয়ন পূর্ব্বক আপন প্রতি-বাদিস্বের সম্যক্ বৃত্তান্ত আবেদন করিল, পরে খোররেমদেল তদ্বিষয়ে অস্বীকার হইলে বিচার কর্ত্তা তেজহোসের স্থানে আপত্তির প্রমাণাকাঙ্ক্ষা করায় সে কহিল।

দীর্ঘ জীবি হও তুমি বিচার আসনে।
যে হেতু তোমার আজ্ঞা রহে চিরদিনে॥

যে স্থানে এই ধন স্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থানস্থ বৃক্ষ ভিন্ন আমার অন্য [illegible] নাই, প্রার্থনা করি যে পরমে শ্বর আপন অচিন্তনীয় শক্তি দ্বারা সেই বৃক্ষকে বাক্যবান করিলে এই অধার্ম্মিক অপহারক ব্যক্তি আমাকে যে নৈরাশ করতঃ সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছে তাহা প্রমাণ হইতে পারে, বিচার পতি এ কথায় আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া অনেক বাদানুবাদ করণানন্তর ইহা স্থির ক রিলেন যে পর দিবস স্বয়ং সেই ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক বৃক্ষের স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ তদ্ধ্যানুসারে অনুমতি প্রদান করিবেন, অনন্তর, সুবোধ অংশী নিজালয়ে গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক অবস্থা আপন পিতার নিকট অব্যক্ত না করি য়া কহিল, হে পিত আমি তোমার বিশ্বাসে বৃক্ষের পতি

সাক্ষ্যতার চিন্তা করিয়া বিচার স্থলে এই শঠতার চারা রোপণ করিয়াছি, অধুনা সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার অনুগ্রহের প্রতি অপেক্ষিত আছে যদি তাহাতে সম্মতি করহ তবে সেই ধনপ্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট পরমায়ু একারা সুখে কাল যাপন করিতে পারি, পিতা কহিল এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য, পুত্র কহিল সেই বৃক্ষের মধ্যস্থলে এমত বিকশিত গহ্বর আছে যে দুই শরীর তন্মধ্যে লুক্কায়িত হইলেও দৃষ্ট হয় না, অদ্য রাত্রে তথায় গমন করতঃ সঙ্ক মধ্যে বাস করিতে হয়, কল্য বিচার-পতি আগমন পূর্ব্বক প্রমাণানুসন্ধান করিলে রীত্যনুসারে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, পিতা কহিল হে পুত্র চাতুরির মন্ত্রণা ত্যাগ কর, কারণ কদাচিত কোন ব্যক্তিকে চাতুরি দ্বারা বিমোহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বরকে বিমুগ্ধ করা যায় না।

তোমার মনস্থ সব জানেন গোসাঞি।
তাহার সমীপে কিছু অবিদিত নাই॥
কদাচিত অন্যান্যেরে ভুলাইতে পার।
সকলি জানেন তিনি তাঁহারে কি কর॥

অনেক প্রকার চাতুরি আছে যদাচরণে তৎকর্ত্তা বিপদস্থ হইয়া অপমান গ্রস্ত হয়, অতএব আমি ত্রাস করি পাছে সেই ভেকের চাতুরির ন্যায় তোমার চাতুরির ঘটনা হয়, পুত্র জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি প্রকার, পিতা কহিল যে এক ভেক এক অহিতা

শর অহি সন্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিল যৎকালে ভেক সন্তান উৎপত্তি করিত সর্প তাহা ভক্ষণ করিয়া পুত্র বিচ্ছেদ শোকে তাহাকে আকুল করিত ঐ ভেকের সহিত এক (খয়রঙ্গ) অর্থাৎ জল ভক্ষর প্রণয় ছিল, এক দিবস তন্নিকটে গমন করিয়া কহিল হে প্রিয় বন্ধু, অস্মৎ সম্বন্ধে কোন সদুপায় চিন্তা করহ, যে হেতু আমি এক প্রবল শত্রু হস্তে পতিত আছি, না তাহার সহিত একত্র বাস করণের শক্তি আছে, না সে স্থান পরিত্যাগ করাই সাধ্য হয়, বিশেষতঃ যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছি, সে স্থান শোভ-নীয় এবং প্রসন্নতা জনক, আর তথায় এক পরিসর চরণ স্থান আছে যাহা স্বর্গ উদ্যানের ন্যায় সুখোদয় এবং তথাকার বায়ু অতিশয় মনোরম্য ও সুগন্ধ যুক্ত হয়।

বিকশিত আছে তথা নানা মত ফুল।
দুর্ব্বাদল সহ বারি শোভয়ে অতুল॥
নানা বর্ণ পুষ্প তায় শোভা কর আছে।
প্রত্যেক ফুলের গন্ধে আমোদ করিছে॥
শতদল কত তাহে হয় প্রস্ফুটিত।
কিংশুক মত্তের ন্যায় হয়েছে মোহিত॥
সমীরণ মন্দ মন্দ বহিছে নিয়ত।
সুগন্ধে পূর্ণিত তাহে হয় চারি ভীত॥

আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এমত স্বর্গ তুল্য স্থান পরিত্যাগ করণে মনস্ক করে না।

আমার আশ্রয় সেই মনোহর অতি।
ত্যাগ নাহি করে কেহ এমত বসতি॥

খয়রঙ্গ কহিল চিন্তা করিও না, কারণ বলবান শত্রুকে চাতুরির রজ্জুতে বন্ধন করা যাইতে পারে, আর প্রবল বিপক্ষকে মন্ত্রণা জালে নিক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়।

শঠতার সহ যদি ফাঁদ পাতা যায়।
অনেক সুবুদ্ধি পক্ষী বন্দি হয় তায়॥

ভেক কহিল তুমি এই বিষয়ে মন্ত্রণা পুস্তকে কি অভ্যাস করিয়াছ এবং এই অহিত কারি বিপক্ষের বিনাশের কি উপায় স্থির জানিয়াছ, খয়রঙ্গ কহিল, অনুপস্থানে এক নকুল আছে অত্যন্ত দুরন্ত এবং পরাক্রমী, কতকগুলিন মৎস্য ধৃত করতঃ তাহার গর্ত্তের নিকট হইতে সর্পের স্থান পর্য্যন্ত নিক্ষেপ কর, তাহাতে নকুল এক২ মৎস্য ভক্ষণান্তর অন্যের অনুসন্ধানে ক্রমশঃ সর্প পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া তাহাদের কর্ম্ম সমাধা করিবেক এবং তদ্দৌরাত্ম্য উদ্ধার হইবে. ঈশ্বরেচ্ছাধীন ভেক এই কৌশলের দ্বারা সর্পকে পঞ্চত্ব দেখাইল, দুই তিন দিবস গত হইলে পর পুনরায় নকুলের মৎস্য ভক্ষণেস্পৃহা উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী যে পথে গিয়াছিল সেই পথে গমন করিল, কিন্তু মৎস্য না পাইয়া ঐ ভেককে সবংশে ভক্ষণ করিল।

ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলে।
অবশেষে দেখিলাম তুমি ব্যাঘ্র ছিলে॥

এ উপমার তাৎপর্য্য এই শঠতা কর্ম্মের পরিণামে দায়গ্রস্ত ও অপমানিত করে।

প্রবঞ্চনারণ্যে নাহি করহ ভ্রমণ।
বিপদ ফাঁদেতে পরে হইবে পতন॥

পুত্র কহিল হে পিত, কথা সংক্ষেপ করহ, আর দুশ্চিন্তা হইতে অবসর হও, কারণ ইহাতে দোষ স্বল্প লাভ অধিক, নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধ ধন লোভে এবং পুত্রের স্নেহ বশত যথার্থ ধর্ম্মাশ্রয় হইতে চাতুরি কাণনে প্রবেশ করিল এবং মনুষ্যত্বাচরণ ও বিজ্ঞতার নিয়মের বৈপরিত্যে এমত শাস্ত্র বিরুদ্ধ অপকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্তি করতঃ দুঃখিত চিত্তে ঐ অন্ধকার রাত্রে বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিতি করিল, প্রাতে যৎকালে গ্রহরাজ নভোমণ্ডলোপরি বিচারাসনাভিষিক্ত হইল এবং তমোময় নিশার অহিতাচরণ সৃষ্টি সমূহের প্রতি সুপ্রকাশ করিল, তৎকালে কাজী অর্থাৎ বিচারপতি আপন অমাত্য গণ সহ বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইলে এবং বহু জনগণ তদবলোকন হেতু শ্রেণী বদ্ধপূর্ব্বক বৃক্ষের প্রতি সম্মুখ হইয়া বাদী প্রতিবাদী আপত্তি ও অস্বীকারের বিবরণ ব্যক্ত করণানন্তর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবায় বৃক্ষ হইতে এক শব্দ নির্গত হইল, যে খোররেনদেল আপন অংশী তেজহোসের প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া সমুদয় অর্থ

হরণ করিয়াছে, বিচার পতি ইহাতে চমৎকৃত হইয়া বিজ্ঞতার দ্বারা অনুমান করিল যে বৃক্ষ মধ্যে কেহ লুক্কায়িত আছে, ও কোন সদুপায় ভিন্ন তাহাকে প্রকাশ করা যায় না।

যদাকার বুদ্ধি চক্ষে দৃষ্ট নাহি হয়।
কৌশল মুকুর বিনা ব্যক্ত না করয়॥

পরন্তু আজ্ঞামত কতকগুলিন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে অগ্নি প্রদান করিল, যাহাতে ঐ অন্তঃকাশয় ব্যক্তির অন্তর্ধূম বিনির্গত হয়, লোভি বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ কাল সহিষ্ণুতা করিয়া ছিল, কিন্তু প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা উপস্থিত হওয়ায় রক্ষা হেতু প্রার্থনা করিল, বিচার পতি তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া অভয় দান পুরঃসর নিগিস্তের স্বরূপ সমাচার প্রশ্ন করায় এতৎ বিরোধের বৃত্তান্ত সত্যতার সহিত ব্যক্ত করিল, বিচার পতি তদবস্থা জ্ঞাত হইয়া খোররেম মেজের সত্য পথাবলম্বন ও শুদ্ধতার প্রশংসা করতঃ তেজহোসের অহিত ব্যবহারের বিষয় জন সমূহের সম্মুখে প্রচার করিল, ইত্যবকাশেই খল স্বভাব বৃদ্ধ অনিত্য সংসার হইতে নিত্য ধামে যাত্রা করিয়া ঐহিকাগ্নির স্ফুলিঙ্গ চরমাগ্নির সহিত সংমিলিত করিল, পুত্র সমূহ কষ্ট এবং বিশেষ শাসন প্রাপনানন্তর মৃত পিতাকে স্কন্ধে লইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, (খোররেমমেজ) যথার্থ ধর্ম্ম প্রসাদাৎ আপন অর্থ

পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য ইহা মনুষ্যের বোধ গম্য হইবেক, যে প্রবঞ্চনা কর্ম্ম পরিণামে নিন্দনীয় হয় এবং দুর্গতিকে ঘটায়।

চাতুরির মধ্যে যেবা করয়ে প্রবেশ।
চরমে ঘটাবে তার যন্ত্রণা অশেষ॥
দুই মুখ সর্পতুল্য প্রবঞ্চনা হয়।
প্রত্যেকে করয়ে ক্ষতি জানিবে নিশ্চয়॥
একে যদি বিপক্ষের দুঃখ দাতা হয়।
দ্বিতীয় কর্ত্তার পক্ষে অহিত ঘটায়॥

দমনক কহিল তুমি বুদ্ধিকে চাতুরি কহিতেছ, আর সুমন্ত্রণাকে প্রবঞ্চনা উপাধি দিতেছ, আমি এমত কর্ম্মকে বিশেষ সদ্যুক্তি ও কৌশলের দ্বারা নির্ব্বাহ করিয়াছি, করকট কহিল তুমি স্বল্প বুদ্ধি ও সামান্য মন্ত্রণার ফল তদ্রূপ যাহা লিখনে লেখনী অশক্তা এবং ক্রূরতা ও ঐশ্বর্য্য লোভে তাদৃশ যাহা বর্ণনায় বর্ণন করিতে অক্ষম, তোমার চাতুরির তাৎপর্য্য মাত্র ইহাই ছিল, যাহা আপন ভর্ত্তা প্রভুর পক্ষে বর্ত্তমান দৃষ্টি করিতেছ, শেষ পর্য্যন্ত তন্নিমিত্ত ভোগ তোমার সম্বন্ধে কিপ্রকার ঘটনা হইবেক এবং তোমার দুই মুখ ও দ্বি জিহ্বার প্রতি কি ফল প্রদান করিবেক, দমনক কহিল যে দুই মুখ থাকাতে কি ক্ষতি আছে,'কারণ নানা পুষ্প দুই মুখ ধারণ করিয়া উদ্যানের শোভা করিতেছে

এবং দুই জিহ্বাতেই বা কি হানি করে, লেখনী দুই জিহ্বার দ্বারা দেশ ও ধনাদির রক্ষক স্বরূপ হইয়াছেন, অসি একাস্য ধারণ করে, কিন্তু শোণিত পান ব্যতীত কর্ম্ম নাই, আর কেশ মার্জ্জনী দ্বিমুখ বিশিষ্টা হইয়া দিব্যাঙ্গনা দিগের মস্তকোপরি বাস করিতেছে।

অসি তুল্য এক মুখ এক জিহ্বা যার।
রক্ত পান বিনা কর্ম্ম নাহিক তাহার॥
চিরুনির ন্যায় যার দ্বি আস্য ধারণ।
সর্ব্বদা মস্তকোপরি করয়ে শোভন॥

করকট কহিল হে দমনক বিতণ্ডা পরিত্যাগ করহ, কারণ তুমি এমত দুই মুখ বিশিষ্ট পুষ্প নহ যে তোমার রূপ দর্শনে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হইবেক, বরঞ্চ এমত মন পীড়ন কণ্টক যাহাতে ক্ষতি ভিন্ন মনুষ্যের প্রাপ্তি নাই এবং দুই জিহ্বা বিশিষ্টা লেখনীও নহ যাহাতে স্বর্গ মর্ত্তের সংবাদ প্রদান করিবে, বরঞ্চ এমত দুই জিহ্বা বিশিষ্ট সর্প যে তদাঘাতে অনিষ্ট হলাহল ভিন্ন ক্ষরণ হয় না, বরঞ্চ তোমার অপেক্ষা সর্পের প্রশংসাও প্রাধান্য আছে, কারণ তাহার দ্বি জিহ্বা হইতে বিষ ক্ষেপণ হয়, আর দ্বিতীয়তঃ ঔষধি জন্মায় তোমার উভয় জিহ্বাতেই বিষ বরিষণ করে, ঔষধির সহিত সম্পর্কও নাই, তবে অদৃষ্ট হইতে মৈত্র সম্বন্ধে সুধা ক্ষেপণ হয়, যদি বিপক্ষ পক্ষে বিষ বরিষণ করা হইতে পারে, যেমত এক বিজ্ঞ কহিয়াছেন।

সুধা আর বিষ আছে আমার মুখেতে।
ইহা হয় বন্ধু পক্ষে তাহা বিপক্ষেতে॥

দমনক কহিল আমাকে তিরস্কার করিতে ক্ষান্ত হও, কারণ ইহাও হইতে পারে যে সঞ্জীবকের সহিত ব্যাঘ্রের সন্ধি হইয়া পুনরায় বন্ধুত্ব সূত্র দৃঢ়তর হয়, করকট কহিল একথা অন্য প্রকার অত্যন্ত সুকঠিন, কিন্তু বুঝি তুমি জ্ঞাত নহ যে তিন বস্তু উত্থাপন হওনান্তে তিন বস্তু স্থিরতর থাকে, আর তদনন্তর সেই স্থিরত্ব নিষিদ্ধ প্রকরণ মধ্যে গণ্য হয় এবং স্থায়ীত্ব সুকঠিন সম্ভাবনা, আদৌ কূপোদক যাবৎ নদীতে পতিত না হয় তাবৎ সুমিষ্ট থাকে, আর তৎসহ মিশ্রিত হইলে পুনরায় মধুরত্বের প্রতি প্রত্যাশা করা যায় না, দ্বিতীয় অমাত্যগণের প্রণয় তাবৎ সুপ্রকাশ থাকে, যে পর্য্যন্ত কুপরামর্শী পিশুন ব্যক্তিরা তন্মধ্যে অধিকার না করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিলে ঐ বন্ধুগণের মিত্রতার আশয় থাকে না, তৃতীয় সহবাস ও ঐক্যতার ব্যাপার তদবধি পরিষ্কৃত থাকে, যদবধি কর্ণ শূচক বিরোধ কারিরা কথা কহিতে না পারে, আর দুই মুখ ও দুই জিহ্বা বিশিষ্ট মনুষ্য উভয় আত্মীয় মধ্যে মন্ত্রণার সাবকাশ পাইলে তাহাদের বন্ধুত্বের প্রতি কল্যাণ নাই, আর ইহার পর গরু ব্যাঘ্র হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও সম্ভাবনা নাই, যে পুনরায় তদালাপে বিমুগ্ধ হইবে, কিম্বা তাহার সখ্যতার

সাপক্ষ করিবেক, আর যদিও তাহাদের প্রণয় দ্বারা বিমুক্ত হয় তত্রাচ পরস্পর উভয়ের এক গ্লানি থাকিবেক।

ছিন্ন রজ্জু পুনর্ব্বার যুগ্ম হইতে পারে।
কিন্তু তাহা থাকিবেক গ্রন্থির ভিতরে॥

দমনক কহিল যদি আমি ন্যায়ের উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ নির্জ্জন কুটীরে কালযাপন করি এবং তোমার সহবাসে বিশেষ ফল উপার্জ্জন পূর্ব্বক নির্লেপ হই, তবে কিপ্রকার হয়, করকট কহিল পরমেশ্বর সাক্ষী, যদি পুনরায় তোমার সহবাসের ইচ্ছা করি, কি তোমার সহিত আলাপ করিয়া প্রবৃত্তি জন্মাই, আর আমি তোমার সখ্যতায় নিয়ত ত্রাস করিয়া থাকি এবং তব সহবাসে সর্ব্বদা অস্বীকৃত হইয়াছি, যথা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে দোষী ও মূর্খ ব্যক্তির সহবাস করা অকর্ত্তব্য এবং সজ্জনের উপাসনার আক্ষেপ ন্যায্য কর্ম্ম জ্ঞান করিবেক, যে হেতু খলের সহিত প্রণয় করা সর্পের প্রতি যত্ন করার ন্যায় যদিও সর্প রক্ষা ব্যক্তি তৎ পরিতুষ্টে বিশেষ আকিঞ্চন করে, তত্রাচ পরিণামে তাহার দন্তস্থ বিশেষ বিষে আপতিত হইবেক, আর বুদ্ধিমান সজ্জন ব্যক্তির আনুগত্য সুগন্ধ পুরিত পাত্রের মত যদিও তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র অন্য পর্য্যন্ত নাও হয়, তত্রাচ তৎ সৌরভে হৃদয় আমোদিত করে।

সৌরভ বিশিষ্ট হয়ে নিরন্তর রবে।
পরিচ্ছেদ গন্ধ যুক্ত যাহাতে হইবে॥
উজ্জ্বল করিয়া অগ্নি কর্ম্মকার মত।
কত ধুম সৃজন করিবে অবিরত॥

হে দমনক তোমার প্রতি হিত ও উপকারের প্রার্থনা কি রূপে করা যাইতে পারে, কারণ যে রাজার আশ্রয়ে বিশেষ মান্য ও গৌরবান্বিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ এবং যার প্রসাদাৎ সকলাপেক্ষা উন্নত হইয়া নভোপরি মর্য্যাদার পদ ক্ষেপন করিতেছ তৎ সম্বন্ধে এই প্রকার ব্যাপার আচরণ করিয়া তাহার দান ও শীলতার নাম এক কালীন বিলুপ্ত করিয়াছ।

আপনার পক্ষে কিম্বা যথার্থ পক্ষেতে।
কিঞ্চিৎ নাহিক লজ্জা তোমার মনেতে॥

আর আমি এমত ব্যক্তি হইতে শতান্তরে অন্তরিত হইলেও সুবুদ্ধির নিকট সাপরাধি হইব না এবং তাদৃশ অসতের প্রণয় পরিত্যাগ করিলেও বিজ্ঞ সঞ্চিত ধনে ক্ষমা পাইব।

বিহিত করিতে ত্যাগ মৌখিক প্রণয়।
নিরাশ্রয় ভাল হয় হৈতে কদাশ্রয়॥
যে বন্ধুর সহ গণ সুখি নহে মন।
তাহা হইতে দূরন্তরে উচিত গমন॥

আর যেমত মহাত্মা ভদ্রের সহবাসে অসীম লভ্য

আছে তদ্রূপ দুরাত্মা অভদ্রের প্রণয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রস্ত করে এবং অসতের ব্যবহার অতি শীঘ্র সংলগ্ন হইয়া অচিরাৎ ক্ষতিপ্রদ হয়, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে বিজ্ঞ সত্যবাদী সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করে, আর মিথ্যা অহিতকারি কুস্বভাব ক্রূর মনুষ্যের প্রণয়ে অন্তর হয়।

লোক মুখ যদি বোধ করিতে না পার।
একাকী নির্জ্জনে গিয়া অবস্থিতি কর॥
সুবন্ধু করিতে লাভ উচিত নিয়ত।
অসৎ প্রণয়ে যোগ্য নহে কদাচিত॥
পণ্ডিতের বাক্য এক আছে মম মনে।
দেব কৃপা থাকে জ্ঞান তাহার পরাণে॥
অসতের সহ যার পিরীতি হইল।
সে কারণে পরিণামে বিপদে পড়িল॥

আর অযোগ্য ব্যক্তির সহিত যাহার বন্ধুত্ব হয় কিন্তু অর্থের প্রণয়ে উল্লাস জন্মে তৎপ্রতি তাহা ঘটনা হয় যেমত সেই মালির প্রতি হইয়াছিল, দমনক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি প্রকার।

৩ গল্প। করকট কহিল এক জন মালি চির দিন নানা প্রকার কৃষি কর্ম্মে আবৃত থাকায় এবং দুর্লভ পরমায়ুকে উদ্যানাদির পারিপাট্যে ব্যয় করিত, এক উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে তাহার তরুগণের প্রফুল্লতা স্বর্গ উদ্যানের চক্ষুতে ভ্রান্তিধুলি প্রদান করিত

নানা বর্ণীয় বৃক্ষাদি শিখি পুচ্ছের ন্যায় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, এবং স্বর্ণ মণ্ডিত পুষ্প সকল রাজ মুকুটের তুল্য দীপ্তিমান হইয়াছিল, উদ্ভিকা সুন্দরির চিবুকের মত পরিষ্কৃত এবং তাহার মন্দ সমীরণে উদ্ভিদ সুবাসিত, তরুণ বৃক্ষাদি অসীম ফল ভরে বৃদ্ধের ন্যায় বক্র হইয়াছিল এবং অমৃতাক্ত ফলাদিতে স্বর্গীয় উপাদেয় দ্রব্যাদির ন্যায় উত্তাপ সংলগ্ন হয় নাই, নানা জাতীয় বাসন্তী ফলাদি সম্পূর্ণ রসাভিষিক্ত এবং সে ফলের সৌন্দর্য্যতা রমণীর সুন্দরাস্যের মত মন হরণ করিয়াছিল।

সেবফল উপমেয় সুন্দরী গণ্ডেতে।
উদ্যানে শোভিত হয় লোহিত বর্ণেতে॥
দীপ তুল্য সেব ফলে বৃক্ষ আলো করে।
দিন মানে দীপ কেবা দেখে বৃক্ষোপরে॥

আর প্রত্যেক শাখায় পেয়ারা ফল সকল অমৃত পাত্র লইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছিল।

পেয়ারা ফলের গুণ কি পারি কহিতে।
অমৃতের পাত্র যেন শোভিছে শূন্যেতে॥
সুন্দরীর ওষ্ঠ তুল্য দাড়িম্ব হাসিছে।
প্রেমিকের মুখ যাতে সরস হতেছে॥
পরীক্ষা করণ হেতু আকাশ তাহারে।
ফেলিল মুক্তার পাতি অগ্নির ভিতরে॥

যখন কহিতে চাহি সে কন্যার গুণ।
মম বাক্য হয় যেন অমৃতে সিঞ্চন॥
ওষ্ঠের সহিত ওষ্ঠ না হতে মিলন।
লাবণ্যের রস তাহে হতেছে ক্ষরণ॥
খরবুজের ক্ষেত্র যদি দেখিতে কহিতে।
প্রশংসা পাইয়াছিল স্বর্গ ফল হতে॥
নীল বর্ণ শোভিতেছে তাহার রেখাতে।
মৃগ নাভি নহে তুল্য তাহার গন্ধেতে॥

প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি বৃদ্ধ কৃষকের এমত আস্থা ছিল যে আপন পরিবারের অপেক্ষা না করিয়া একাকা সেই উদ্যানে কাল যাপন করিত, ক্রমশঃ একা থাকিয়া ত্রাস প্রযুক্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত চিত্ত হইল।

পুষ্প সব আছে কিন্তু বন্ধু নাই কাছে।

ফলতঃ একা প্রযুক্ত দুঃখিতান্তঃকরণে দিগন্তর দর্শনে নির্গত হইয়া অতি প্রশস্ত এক পর্ব্বতের নিম্নে ভ্রমণ করিতে ছিল, দৈবাধীন এক কুৎসিত কুস্বভাব ভল্লুক ও একা প্রযুক্ত শৈলোপরি হইতে নিম্নে আসিয়া তুল্যাবস্থায় উভয় সাক্ষাতে পরস্পর প্রণয় সূত্রপাতে ভল্লুকের সহবাসে কৃষকের বিশেষ মনঃ সংযোগ হইল।

স্বর্গ মর্ত্তে যাহা আছে রেণু পরিমাণ।
সবর্ণ করয়ে সব সবর্ণ সন্ধান॥
উদ্যোগী সন্ধান করে উদ্যোগী জনারে।
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ে আকিঞ্চন করে॥

পবিত্র লোকের সহ পবিত্র মিলন।
দুঃখির সহিত দুঃখী হয় সংঘটন ॥
প্রবঞ্চক প্রবঞ্চকে করে আকর্ষণ।
বিজ্ঞের সহিত বিজ্ঞ করে আলাপন ॥
শঠের সহিত হয় শঠের পিরীতি।
অশিষ্ট জনের হয় অশিষ্টেতে মতি।

নির্ব্বোধ ভল্লূক কৃষককে সন্দর্শন করিয়া এবং সহবাসে বিশেষ বাধ্য হইয়া সামান্য ইঙ্গিত সূত্রে তাহার পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া ঐ স্বর্গ তুল্য উদ্যানে আগমন করিল এবং ঐ সকল উত্তম ফলাদি বিতরণে পরস্পর বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইয়া উভয় মনঃক্ষেত্রে প্রণয় বীজ রোপিত হইল।

উদ্যান মধ্যেতে দোঁহে করিল বসতি
পরস্পর দরশনে আনন্দিত মতি॥

তৎকালীন মালী ক্লিষ্টতা প্রযুক্ত সুখ ছায়ায় নিদ্রা যাইত ভল্লূক মনোরঞ্জনার্থে তাহার মস্তকোপরি উপবেশন করিয়া মক্ষিকা নিবারণ করিত।

এক দিবস নিয়মানুযায়ি মালী নিদ্রাবস্থায় ছিল কতকগুলিন মক্ষিকা তাহার মুখোপরি একত্রিত হওয়াতে ভল্লূক তাহারদিগকে দূর করণে নিযুক্ত ছিল, যেমত এক বার মক্ষিকা দিগের উড়াইত পুনরায় তৎক্ষণাৎ আসিয়া বসিত, এক পার্শ হইতে নিবারণ

করিলে পার্শান্তরে উপস্থিত হইতে ছিল, ভল্লূক বিরক্ত হইয়া বিংশতি মোন পরিমাণের এক প্রস্তর উত্তোলন করতঃ মক্ষিকা বধের কল্পনায় কৃষকের মুখোপরি নিক্ষেপ করিল, তদাঘাতে মক্ষিকা গণের কোন ব্যাঘাত হইল না, কিন্তু বৃদ্ধ মালী এককালীন মৃত্তিকা শায়ী হইল, এমত স্থলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়াছেন যে মূর্খ মৈত্রাপেক্ষা পণ্ডিত শত্রু সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ।

যদ্যপি পণ্ডিত শত্রু প্রাণে কষ্টাশ্রয়।
তথাপি সে মূর্খ বন্ধু হইতে ভাল হয়॥

এ ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই যে তোমার সহিত বন্ধুত্ব তদ্রূপ ফল প্রদান করে, যাহাতে নিধনের কারণ হইয়া বিপদ রূপ শরের সন্ধানে পতিত হইতে হয়।

শূন্য কুম্ভ মত হয় মূর্খ সহ বাস।
বাহ্য পূর্ণ আছে কিন্তু অন্তরে আকাশ।

দমনক কহিল যে আমি এমত মূর্খ নহি যে আপন বন্ধুর ক্ষতি বৃদ্ধির বিষয় পরিবেদনা করিতে না পারি, আর ভাল মন্দ পক্ষে ইতর বিশেষ না করি, করকট কহিল যে আমি তাহা জ্ঞাত আছি, যে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তুমি তদযোগ্য নহ, কিন্তু লোভের তুলি সর্ব্বদা তোমার মন স্বরূপ চক্ষুকে জ্যোতি হীন করে, তাহাতে সম্ভব যে আপন স্বার্থ উদ্দেশে বন্ধু পক্ষে অপেক্ষা না কর এবং তাহা সংশোধনার্থ নানা প্রকার অগ্রাহ্য হেতু

দর্শাও যেহেতু ব্যাঘ্র ও শঞ্জীবকের সম্বন্ধে এই সকল ছলনা উত্থাপিত করিয়া এপর্য্যন্তও সৎ ব্যবহার ও শুদ্ধতা প্রভৃতি বিতণ্ডা ও আপত্তি করিতেছ, আর বন্ধুগণের সহিত তোমার তদ্রূপ উপমা যেমত সেই মহাজন কহিয়াছিল, যে স্থানে মূষিকে শত মোন লৌহ ভক্ষণ করে, কি আশ্চর্য্য যদি চিলে বালক লইয়া যায়, দমনক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি প্রকার।

৪ গল্প। করকট কহিল যে এক ব্যক্তি মহাজন স্বল্প সঞ্চয়ে বাণিজ্যে গমন করিতেছিল, ভবিষ্যৎ চিন্তায় এক শত মোন লৌহ কোন বন্ধুর আলয়ে গচ্ছিত রাখিল যে কদাচিৎ প্রয়োজন মতে তদ্দ্বারা উপজীবিকার প্রত্যুপকার গ্রহণ করিবেক, পরে কিয়ৎ কালান্তে মহাজন বাণিজ্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন করতঃ ঐ লৌহের আকিঞ্চন করিল, ধার্ম্মিক বন্ধু লৌহ গুলিন বিক্রয় করিয়া তৎ মূল্য গ্রহণ করিয়াছিল, এক দিবস মহাজন লৌহানুসন্ধানে তাহার নিকট গমন করিবায় সে ব্যক্তি তাহাকে আপন বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক কহিল, হে মহাশয় আমি সেই লৌহ গুলিনকে এই গৃহ মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছিলাম এবং স্বৎ প্রত্যয় প্রযুক্ত ঐ পার্শ্ব স্থিত মুষিকের গর্ত্তের প্রতি সতর্কতা করিনাই, মুষিক দুর্ল্লভ সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় লৌহ গুলিন ভক্ষণ করিয়াছে, মহাজন উত্তর দিল যে যথার্থ কহিতেছ যেহেতু লৌহের সহিত

মূষিকের অত্যন্ত প্রীতি এবং মূষিকেরা এমত কোমল দ্রব্যের আস্বাদন করিতে বিশেষ ক্ষমবান হয়।

মূষিকে লৌহের গ্রাস তেমতি বুঝায়।
কোমল সামিগ্রি যথা মুখ প্রিয় হয়।।

বিশ্বাসী সত্যবাদী ব্যক্তি একথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল যে নির্দ্দোষ মহাজন এই কথার প্রতি বিমুখ হইয়া লৌহের মমত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, অতঃপর যুক্তি এই যে তাহাকে ভোজনানুরোধে নিমন্ত্রণ করি যাহাতে এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ প্রকাশ পাইবেক, পরে মহাজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া কহিল

মমালয়ে নিমন্ত্রণে যদি হে আসিবে।
কৃপা করি চির দিনে বাধিত করিবে।

মহাজন কহিল যে অদ্য আমার এক বিশেষ প্রয়োজন আছে, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে কল্য প্রাতে আসিব তদনন্তর উহার বাটী হইতে নির্গত হইল, আর তাহার এক পুত্রকে লইয়া কোন স্থানে লুক্কায়িত করিল, পর দিবস প্রাতঃকালে নিমন্ত্রকের বাটীতে উপস্থিত হইবায় সে ব্যক্তি দুঃখিতান্তকরণে মিনতি করিতে লাগিল, যে হে প্রিয় মহাশয় আমাকে ক্ষমা কর, গত কল্য হইতে আমার এক সন্তান নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং বারম্বার সহরের চতুষ্পার্শে ঘোষণা করাতেও কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।

শোকেতে ব্যাকুল হয়ে ভ্রমি অনিবার।
যদি পাই কোন মুখে তার সমাচার।

মহাজন কহিল যে গত কল্য সংকালীন তোমার বাটী হইতে বাহির হইতে ছিলাম যে প্রকার তুমি কহিতেছ দেখিলাম যে এক চিলে এক বালককে লইয়া শূন্যোপরি বহন করিতেছে, বিশ্বাসি ব্যক্তি চিৎকার করিল যে হে নির্ব্বোধ অমূলক বাক্য কিকারণ ব্যয় করিতেছ এবং এবম্ভূত মিথ্যাবাদীত্বাপবাদে কিহেতু পতিত হইতেছ, এক চিলের সমুদয় শরীর পরিমাণ হইতে মনুষ্য বালক বিংশতি গুণে ভারি হয়। সেই চিল এমত বালককে কি প্রকার লইতে পারে, মহাজন হাস্য করিয়া কহিল যে ইহাতে আশ্চর্য্য করিও না যে স্থানে মষিকে শত মোন লৌহ ভক্ষণ করে সে স্থানে চিলেও এতৎ পরিমাণের বালককে শূন্যে বহন করিতে শক্ত হয়, বিশ্বাসি ব্যক্তি অবস্থা বিবেচনা করিয়া কহিল চিন্তা করিও না, মূষিকে লৌহ ভক্ষণ করে নাই, মহাজন উত্তর দিলে যে কুণ্ঠিত হইও না, চিলেও বালক লয় নাই সে, লৌহ গুলিন পুনঃ প্রদান করিয়া বালক লও, এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য ইহা জানিবে যে যে শাস্ত্রে আপন ভর্ত্তার সহিত ছলনা করা বিধেয় হইল, প্রকাশ আছে অন্যের সম্বন্ধে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে আর যে স্থলে তুমি রাজার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছ সে স্থলে অন্যের স্বত্ত প্রত্যাশা তোমার প্রতি

হইতে পারে না এবং আমার নিকট ব্যক্ত হইয়াছে যে তোমার কুচরিত্রের অন্ধকার হইতে অন্তর হওয়াই কর্ত্তব্য এবং তোমার চাতুরি ও খলতা পরিসেবনা করা উচিত হয়।

তোমারে করিলে ত্যাগ শুভ দৃষ্ট হয়।
না হেরিলে তব মুখ মঙ্গল ঘটয়॥

যে পর্য্যন্ত করকট আর দমনকের সহিত এই কথোপকথন হইতেছিল, তদবলোকনে ব্যাঘ্র গরুর শেষ কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া তাহাকে মৃত্তিকা শায়ী করিয়াছিল, কিন্তু যৎকালে শঞ্জীবকের সংহার ব্যাপার সমাধা করতঃ ব্যাঘ্রের ক্রোধানল নিবৃত্তি হইল পরে চিন্তিত হইয়া আপনি কহিতে লাগিল, আহ শঞ্জীবকের এমত বুদ্ধি বিদ্যা ও গুণের স্মরণ করিয়া বড় খেদ জন্মে, আমি বিবেচনা না করিয়া হিতৈষী বন্ধুকে পরবাক্য শ্রবণে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া কি দুঃখে আপতিত হইলাম। হা, আমি কি নির্ব্বোধ শঞ্জীবক আমার প্রতিকূলাচারী বটে কি না ইহার কিছু বিচার করিলাম না।

বন্ধুর সহিত বন্ধু করে ইহা পরে।
মূঢ় আমি যদি কোন মূঢ়ে ইহা করে॥

ব্যাঘ্র লজ্জায় নতশিরা হইয়া আপনি আপন তিরস্কার করতঃ আপন সামান্যতা ও সহসা প্রবৃত্তির প্রতি নিন্দা

করিতে লাগিল এবং শঞ্জীবকের চিন্তা এই কবিতার অর্থ ব্যাঘ্রের কর্ণে শ্রবণ করাইতে ছিল।

অকারণ বন্ধু কেবা করয়ে সংহার।
বিশেষ আমার মত উত্তম ব্যবহার॥
বন্ধু নাহি কহ কহ বিপক্ষ আমারে।
বিপক্ষ সহিত কেহ এতাদৃশ করে॥

ব্যাঘ্রের নিয়ত হাস্য পরিহাস অত্র ঘটনায় ক্রন্দনের সহিত পরিবর্ত্তন হইল এবং তাহার ঐ উদ্বেগ উত্তাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধিকে পাইল।

ফেলিল বিচ্ছেদ তব কণ্টক ভিতরে।
কি ফুল ফুটিবে আর কণ্টক উপরে॥

দমনক দূর হইতে ব্যাঘ্রের ললাটে অপকৃষ্টতার চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া করকটের সহিতে কথা রহিত করতঃ অগ্রসর হইয়া কহিল।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যবন্ত তুমি হওহে রাজন।
নভোপরি শোভে হেন তব সিংহাসন।
আবৃত হইয়া থাক সদা কুতূহলে।
বিপক্ষ লুণ্ঠিত হউক তব পদতলে॥

চিহ্নিত উদ্যোগের কারণ কি এমত উত্তম সময়, আর শুভ দিন কোথায় আছে যে মহারাজা জয়যুক্ত হইয়াছেন, আর শত্রু মৃত্তিকোপরি লুণ্ঠিত হইতেছে।

সুপ্রভাত জয়যুক্তে হইল উদয়।
বিপক্ষের দিন হল অন্ধকার ময়॥

ব্যাঘ্র কহিল যৎকালীন শঞ্জীবকের বুদ্ধি বিদ্যা ও বিজ্ঞতার বিষয় স্মরণ করি, আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ও অত্যন্ত মোহ উপস্থিত হয়, অবশ্য সে ব্যক্তি সেনাপতি ছিল, সকল অধীন গণ তৎ সহ সবল বিক্রম বৃদ্ধি করিত।

দেশের মঙ্গল আর কর্ম সমুদয়।
যাহা হতে স্থির ছিল সেই হলো ক্ষয়॥

দমনক কহিল এমত অবিশ্বাসি খল স্বভাব ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহের স্থল নহে, বরঞ্চ মহারাজের যে জয় হইয়াছে তাহাতে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ এবং উল্লাস স্বরে মন-ক্ষেত্রে বিমুক্ত হয়।

শুভ দিন আজি আসি প্রকাশ পাইল।
বিপক্ষের চিন্তা নিশি অবশেষ হলো॥

যাহাতে বিশেষ শুভ দৃষ্টি ও ঐশ্বর্য্যের পংক্তি সুশোভিত হইয়াছে, এমত জয়পত্রিকাকে সর্ব্ব রাজ্য ও সেনানীর প্রতি কারণ বিবেচনা করিতে হইবেক।

শুভ দৃষ্টি আজি দেয় শুভ সমাচার।
মনস্কামে শুভ ধ্বনি করে শতবার॥
এমত দিনের শুভ চিন্তা করে মন।
এমত সময় চাহে প্রাণ অনুক্ষণ॥

হে রাজন হে জগদাশ্রয় যৎ কর্ত্তৃক প্রাণে সুস্থির থাকা যায় না এমত কাহার প্রতি দয়া করা অকর্ত্তব্য হয়, দেশের অমঙ্গলকারি ব্যক্তিকে মৃত্যু কারাগারে

বন্ধি করাই বুদ্ধিমানের উচিত কর্ম্ম, অঙ্গুলি সকল হস্তের শোভা এবং দান ও গ্রহণের প্রতি কারণ হইয়াছে, যদি তাহাতে সর্প কর্ত্তৃক আঘাত হয়, অপর শরীর স্থির রক্ষণার্থে তাহাকে ছেদন করে, তবে সুতরাং সে ঘোরতর যন্ত্রণাকে তৎকালে সুখ বোধ করিতে হয়

বিপক্ষের চতুরতা স্মরণ রাখিবে।
উচিত মরণে তার আহ্লাদ করিবে॥

ব্যাঘ্র এই সকল কথায় কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল কিন্তু সংশার পক্ষের বিচার গ্রহণ করিল এবং দমনকের কর্ম্ম পরিণামে বিশেষ যন্ত্রণা ও দুর্নামের সহিত আকর্ষিত হইয়া মিথ্যানুবাদ হেতু গরুপঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল. অতএব চতুরতা ও শঠতার পরিণামে সতত অপ্রশংসনীয় এবং ক্রুরতা ও কুচিন্তা অবশেষে বিশেষ অনিষ্ট জন্য হয়।

কুচিন্তার ধ্বংশ হয় আপন চিন্তায়।
বিচ্ছকের মত প্রায় ঘরে নাহি যায়॥
অহিত করিলে নাহি হিতের আশয়।
তিক্ত ফলে মিষ্ট রস কদাপি না হয়॥
বসন্তের অন্তে জয় করিয়া রোপণ।
গোধূম না পায় কভু এই নিরূপণ॥
শিক্ষা গুরু কহিলেন এই উপমায়।
অহিত না কর কাল অহিত করয়॥

উভয় কালেতে সেই কল্যাণ পাইবে
তাদের পক্ষেতে সেই কি তর্ক কি হবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্তঃ।

এই প্রথম খণ্ডে ক্রূর ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে ব্যাঘ্র শঞ্জীবকের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।